বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৮ সংখ্যা। } বৈশাখ ১২৯৯—মে ১৮৯২। } ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

নববর্ষ।

অনন্ত প্রাণের নব তরঙ্গ উদয়,
নববর্ষ—কি আনন্দ প্রফুল্লতাময়।
নব বেশে সাজিয়াছে তরুলতাগণ,
নব ভাবে মৃদুমন্দ বহে সমীরণ;
নব তানে ঢালে পাখী অমৃতের ধার,
নব প্রাণে মাতোয়ারা জগৎ সংসার;
নব শোভা ধরি রবি শশী তারারাশি,
হাসিছে ভুবন ভরি আনন্দের হাসি,
বিশ্বময় মহোৎসব আনন্দ অপার,
নমি দেব, নমি দেব, চরণে তোমার। ১

অনন্তকালের সহ অনন্ত সংসার,
অসীম করুণা তব করিছে প্রচার।
প্রতিপল প্রতিদণ্ড দিবস রজনী,
পিতামাতা হয়ে জীবে পালিছ আপনি;
দিতেছ জীবন ধন প্রিয় পরিজন,
বিদ্যা বুদ্ধি সুখ শান্তি যাহা প্রয়োজন,
না ভাবি তোমারে, বৃথা ধরি এজীবন,
কৃতঘ্ন-হৃদয় আমি অতি অভাজন,
ক্ষম অপরাধ, লও ভক্তি উপহার,
নমি দেব, নমি দেব, চরণে তোমার। ২

সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি জগৎ-জীবন,
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড কর সৃজন পালন ;
কটাক্ষে আলোক-তেজে বিনাশ আঁধার
কটাক্ষে মরণে কর জীবন সঞ্চার ;
কটাক্ষে গলাও শিলা ভক্তি-সুধারসে,
উদ্ধার পাতকী জনে চরণ পরশে ;
মহাপ্রাণ মহাজ্যোতি নিত্যলীলাময়,
নব বর্ষে নব ভাবে হয়েছ উদয় ;
কর প্রাণে নব বল জীবন সঞ্চার,
নমি দেব, নমি দেব, চরণে তোমার।৩

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারতে নারীর আধিক্য—গত 'সেন্সস' অনুসারে ভারতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৪০ লক্ষ অধিক!! ১০।১২ লক্ষ রমণী বিবাহ না করিয়া যদি দেশহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন, তাহাতে ক্ষতি কি?

ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্য—ইহা এত বিস্তৃত যে দিবারাত্রির মধ্যে ইহাতে একবারও সূর্য্যাস্ত হয় না। এক ব্যক্তি আবার গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, এই সাম্রাজ্য মধ্যে ১০০টী উপদ্বীপ, ৫০০ অন্তরীপ, ১০০০ হ্রদ, ২০০০ নদী এবং ১০ হাজার দ্বীপ আছে।

মান্দ্রাজী রমণীর উন্নতি—মান্দ্রাজের নূতন গবর্ণর সে দিন জাতীয় উন্নতি-সভায় তত্রত্য নারীগণের বিশেষ উন্নতির উল্লেখ করিয়াছেন। মান্দ্রাজ শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর গ্রীগ্‌স সাহেবও তাঁহার কনভোকেশন বক্তৃতায় ইহার পোষকতা করিয়াছেন। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় এবার কতকগুলি ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে উপাধিপ্রাপ্ত যুবকদিগের পত্নী।

বিবাহ সংস্কার—পুত্রের বিবাহে কন্যাকর্ত্তার নিকট পণ লইবেন না বলিয়া ময়মনসিংহের কতকগুলি কৃতবিদ্য লোক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই সংস্কারের প্রধান উদ্যোগী। অন্যান্য স্থানেও এ সদৃষ্টান্তের অনুসরণ হওয়া আবশ্যক।

স্ত্রী হাঁসপাতাল—গয়ার জমীদার বাবু দুর্গপ্রসাদ লেডী ডফারিণ ফণ্ডের গয়া শাখায় ৪০০০৲ টাকা দান করায় ছোট লাট তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। এই টাকায় গয়া সহরে দাতার জননীর নামে এক স্ত্রী হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে।

হিন্দুর সমুদ্র যাত্রা—কলিযুগে

ইহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া জাতিনাশ ভয়ে হিন্দুগণ জাহাজে চড়েন না। হিন্দু জাতির উন্নতির পক্ষে ইহা একটী মহান্ অন্তরায়। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম রামগতি বিদ্যারত্ন প্রভৃতি ২০।২২ জন পণ্ডিত লোক ইহার সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া সমুদ্র যাত্রা করিলে জাতি যাইবে না।

কুঠীর কর্ম্মচারিণী—এক লণ্ডন সহরে ২০ লক্ষ স্ত্রীলোক কুঠীতে কাজ করে।

হিন্দু আশ্রম ও কলিকাতা সরাই—শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেসনের সম্মুখেই অপার সার্কুলর রোডের ১২নং ভবনে ভদ্র লোকদের আহার ও বাসের যে বন্দোবস্ত আছে, তাহা পরিদর্শন করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ইহা ১৫ বৎসর কাল নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে। মফস্বল হইতে আগত ভদ্র লোক পরিবারসহ এখানে সচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। এই আশ্রম হইতে কয়েকটী গরিব লোকও অন্ন পায়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

লুসাই বিভ্রাট—অসভ্য লুসাইদের উপদ্রবের শান্তি নাই। তাহাদের দেশের মধ্য দিয়া গবর্ণমেণ্ট রাস্তা করিতেছেন বলিয়া তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে এবং নিকটস্থ চা বাগানে ৫০ জন কুলীকে হত্যা করিয়াছে। ইহাদের দমনার্থ সিলচর হইতে পদাতিক সেনা প্রেরণ করিতে হইয়াছে। বিনা রক্তপাতে শান্তি স্থাপিত হইলেই ভাল হয়।

সতী।

কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি যে সকল রমণী চিত্র দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্য উজ্জ্বল, সতী তন্মধ্যে অন্যতম। যাঁহার পবিত্র নামানুসারে উন্নত নারীত্বের নামকরণ হইয়াছে, তাঁহার ন্যায় অনাবিল ও মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের উজ্জ্বল মূর্ত্তি জগতে দুর্লভ।

শুভ্র পাষাণদেহে সুনিপুণ শিল্পী আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে সুকোমল মানবলাবণ্য বিন্যস্ত করিয়া যেমন তৎপ্রতি বিস্ময় স্তিমিত দৃষ্টি আকৃষ্ট রাখেন, তদ্রূপ কবিও অতুল প্রতিভা বলে এই মানসী মূর্ত্তিতে মৃত্যুঞ্জয় প্রেম ও পবিত্রতার অপার্থিব আভা প্রতিফলিত করিয়া তাহাকে নয়ন লোভনীয় করিয়াছেন।

"একৈশ্বর্য্যে স্থিতোঽপি প্রণতবহুফলে
যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
কান্তা সংমিশ্রদেহোঽপ্যবিষয় মনসাং
যঃ পরস্তাদ্ যতীনাম্।"

প্রণত ভক্তগণের বহু ফলদাতা ও অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও যিনি স্বয়ং কৃত্তিবাস, পত্নীসহ মিলিত-দেহ হইয়াও যিনি ভোগবাসনা-বিমুখ, যতিগণের অগ্রগণ্য সেই অদ্বিতীয় পুরুষ এই রমণীর প্রণয়ভাজন।

শিব উন্নত মানবত্বের রক্তমাংসময় প্রতিকৃতি। তাঁহার পত্নীপ্রেম অসাধারণ; পত্নীশব স্কন্ধে লইয়া তিনি গৃহত্যাগী; যখন সে প্রিয়তম দেহপিণ্ড স্নেহময় বাহুপাশ হইতে অপহৃত হইল, তখন তিনি হৃদয়শিলাপটে উৎকীর্ণ সে প্রেমমূর্ত্তি লইয়া কৈলাস শিখরে গভীর যোগে নিমগ্ন; গভীর পত্নীপ্রেম তাঁহাকে অনন্ত প্রেমের সমীপস্থ করিয়াছিল।

দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়া সতী হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগৃহে গৌরীর স্নেহের অভাব ছিল না; পুত্রবান্ হইলেও হিমালয় অনিন্দ্য কুমারী পার্ব্বতীতে সমগ্র পিতৃস্নেহ ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

গৌরী ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার কুমারী-হৃদয়ের শুভ্রপ্রেম পবিত্র যজ্ঞার্থ রক্ষিত পূত অগ্নির ন্যায় তাঁহার জন্মান্তরীণ প্রেমভাজন যোগীন্দ্রের জন্য রক্ষিত ছিল, উহা শমী-হৃদয়ে নিভৃত পাবকের ন্যায়, ধরণীবক্ষে বিলুপ্ত সরস্বতী নদীর ন্যায়, বসুমতীর অন্ধকারময় গর্ভে প্রচ্ছন্ন অনিন্দ্য-দ্যুতি সুবর্ণখণ্ডের ন্যায় উমার অনবদ্য অন্তরকে পূত, সিক্ত ও মহার্ঘ করিয়া বিরাজ করিত।

প্রফুল্ল কুসুমময়ী লতা যেমন প্রভাতকালে শিশিরসিক্ত-প্রসূনভার রবি উদ্দেশে অর্পণ করে, পিতৃ অনুজ্ঞানুসারে প্রভাততারা-সদৃশী কুমারী-সৌন্দর্য্যের মূর্ত্ত আভা নিঃস্যন্দিনী পার্ব্বতীও তদ্রূপ মহেশ্বর-করে পুষ্করবীজমালারূপে প্রতিদিন হৃদয়ের প্রেমার্ঘ্য দান করিতে যাইতেন। তাঁহার জন্মান্তরীণ প্রেম তদীয় নবীন-হৃদয়ে নবদূর্ব্বাদলে শিশির-শ্রেণীর ন্যায় তরলজ্যোতি বিস্তার করিত; পরবর্ত্তী সাধনাবলে ঘনীভূত ও মার্জ্জিত হইয়া তাহা তখনও হীরকমালার উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ করে নাই। মহেশ্বর প্রতিদিন সদ্যোজাত সৌন্দর্য্যে আভাময়ী দেবীর হস্ত হইতে তদীয় হৃদয়ের গভীর প্রেম-পূত পরিচর্য্যা অবিচলিত হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন; তাঁহার রজতগিরিসন্নিভ দিব্যতনু উন্নত মানবত্বের আভায় এমন প্রদীপ্ত, যে কোন নিকৃষ্ট ভাব তাঁহার সমীপস্থ হইতে সাহসী হইত না।

উষা সদৃশী পবিত্র দ্যুতিময়ী উমা দৈনিক নিয়মানুসারে প্রভাত সময়ে শিবকরে পদ্মবীজমালা অর্পণ করিতেছেন, এমন সময় ইন্দ্রপ্রেরিত কন্দর্প যোগীন্দ্রের পবিত্র প্রেম নিম্নতর ভূমিতে আনয়ন করিবার উদ্দেশে স্বীয় শক্তি নিয়োগ করিল। আহত হইয়া চন্দ্রোদয়ে বিশাল সমুদ্র-হৃদয়ে প্রথম উচ্ছ্বাস

অনুভূতির ন্যায় যোগিশ্রেষ্ঠ ঈষৎ চঞ্চল হইলেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই চিত্তসংযমের ঘনীভূত শক্তি নয়ন হইতে অনল আকারে বহির্গত হইয়া, বায়ু অন্তরীক্ষস্থ দেবগণের কাতর প্রার্থনা বহন করিয়া আনিতে না আনিতে, হৃদয়ের দুর্ব্ব-লতাকে চক্ষের নিমেষে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

বাণবিদ্ধসিংহ আততায়ীকে বিনষ্ট করিয়া মর্ম্মাহত দেহে যেমন নির্জ্জন গিরিগুহার আশ্রয় গ্রহণ করে, হৃদয়ের নিগূঢ় দুর্ব্বলতাকে দলনপূর্ব্বক বহির্জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া ভক্তপ্রাণ যেমন নিভৃত অন্তঃপুরে অন্তর্যামী দেবতার পদতলে লুণ্ঠিত হইতে থাকে, যোগিবর সেইরূপ প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে দুর্ব্বলতাকে পরাহত করিয়া উন্নততর পর্ব্বতচূড়ে অন্তর্হিত হইলেন।

সরলা তরুণী নিরাশহৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন; যে অলোকসামান্য পুরুষের প্রেম অন্য জন্মগ্রহণ * করিয়াও তিনি ভুলিতে পারেন নাই, সে মহাত্মা যে তপস্যা বলে উন্নততর লোকে উত্থান করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্রতা ও আত্ম-সংযমের আভায় প্রদীপ্ত আত্মা যে গলিত রজতস্রাবী কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় শুভ্র ও গাম্ভীর্য্যময় শোভা ধারণ করিয়াছে, তাহা মুগ্ধা বালা বুঝিতে পারেন নাই। উমা নবোদ্ভিন্ন নলিনীর ন্যায় কোমল সৌন্দর্য্য ও স্নিগ্ধ পরিমল পূর্ণ হৃদয় লইয়া নিত্য তদীয় প্রেমভাজনের সমীপস্থ হইতেন, কিন্তু হৃদয় উপহার দিবার পূর্ব্বে যে তাহা হইতে সূক্ষ্ম কীটবৎ প্রচ্ছন্ন পার্থিব-তাকে সযত্নে দূর করিতে হয়, অনভিজ্ঞা কুমারীর সে বোধ ছিল না। এখন বুঝিতে পারিলেন, হৃদয় অকৃত্রিম প্রেমপূর্ণ হইলেও পার্থিবতা তাহাতে নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল বলিয়া উহা প্রেমের পবিত্র যজ্ঞভূমিতে স্থান প্রাপ্ত হইল না।

আত্মভ্রম বুঝিতে পারিয়া উমা অনু-তপ্তচিত্তে কঠোর তপশ্চর্য্যায় আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; মেনকার জননী-হৃদয় স্নেহালিঙ্গনে দুহিতাকে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা পবিত্র নর্ম্মদার উদ্দাম জল-স্রোতোবৎ পার্ব্বতীর হৃদয়ের খরবেগকে বাধা দিতে সমর্থ হইল না।

অশ্বমেধ যজ্ঞীয় শুভ্রাশ্বের দেহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কৃষ্ণলোম অপসারণের ন্যায় কুমারী শুভ্রহৃদয়ের নিভৃত কোণে প্রচ্ছন্ন, পার্থিবতাকে দূর করিবার জন্য দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাসন অথবা বৈকুণ্ঠলাভের আকাঙ্ক্ষায় অস্থি-ভেদী তপস্যার কথা পুরাণে অনেক পাঠ করিয়াছি, কিন্তু প্রেমের যজ্ঞে হৃদয় আহুতি দিবার জন্য এমন কঠোর আত্ম-নিগ্রহের কাহিনী প্রেমের ইতিহাসে

* পৌরাণিক কবি বর্ণনানুসারে দক্ষ-দুহিতা সতী হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন না করুন, সতীর সতীত্ব যে রূপান্তরে পার্ব্বতীচরিত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, এ কথায় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

বা, বো, স।

প্রণত ভক্তগণের বহু ফলদাতা ও অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও যিনি স্বয়ং কৃত্তিবাস, পত্নীসহ মিলিত-দেহ হইয়াও যিনি ভোগবাসনা-বিমুখ, যতিগণের অগ্রগণ্য সেই অদ্বিতীয় পুরুষ এই রমণীর প্রণয়ভাজন।

শিব উন্নত মানবত্বের রক্তমাংসময় প্রতিকৃতি। তাঁহার পত্নীপ্রেম অসাধারণ; পত্নীশব স্কন্ধে লইয়া তিনি গৃহত্যাগী; যখন সে প্রিয়তম দেহপিণ্ডও স্নেহময় বাহুপাশ হইতে অপহৃত হইল, তখন তিনি হৃদয়শিলাপটে উৎকীর্ণ সে প্রেমমূর্ত্তি লইয়া কৈলাস শিখরে গভীর যোগে নিমগ্ন; গভীর পত্নীপ্রেম তাঁহাকে অনন্ত প্রেমের সমীপস্থ করিয়াছিল।

দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়া সতী হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃগৃহে গৌরীর স্নেহের অভাব ছিল না; পুত্রবান হইলেও হিমালয় অনিন্দ্য কুমারী পার্ব্বতীতে সমগ্র পিতৃস্নেহ ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

গৌরী ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার কুমারী-হৃদয়ের শুভ্রপ্রেম পবিত্র যজ্ঞার্থ রক্ষিত পূত অগ্নির ন্যায় তাহার জন্মান্তরীণ প্রেমভাজন যোগীন্দ্রের জন্য রক্ষিত ছিল, উহা শমী-হৃদয়ে নিভৃত পাবকের ন্যায়, ধরণীবক্ষে বিলুপ্ত সরস্বতী নদীর ন্যায়, বসুমতীর অন্ধকারময় গর্ভে প্রচ্ছন্ন অনিন্দ্য-দ্যুতি সুবর্ণখণ্ডের ন্যায় উমার অনবদ্য অন্তরকে পূত, সিক্ত ও মহার্ঘ করিয়া বিরাজ করিত।

প্রফুল্ল কুসুমময়ী লতা যেমন প্রভাতকালে শিশিরসিক্ত-প্রসূনভার রবি উদ্দেশে অর্পণ করে, পিতৃ অনুজ্ঞানুসারে প্রভাততারা-সদৃশী কুমারী-সৌন্দর্য্যের মৃদু আভা নিঃস্যন্দিনী পার্ব্বতীও তদ্রূপ মহেশ্বর-করে পুষ্করবীজমালারূপে প্রতিদিন হৃদয়ের প্রেমার্ঘ্য দান করিতে যাইতেন। তাঁহার জন্মান্তরীণ প্রেম তদীয় নবীন-হৃদয়ে নবদূর্ব্বাদলে শিশির-শ্রেণীর ন্যায় তরলজ্যোতি বিস্তার করিত; পরবর্ত্তী সাধনাবলে ঘনীভূত ও মার্জ্জিত হইয়া তাহা তখনও হীরকমালার উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ করে নাই। মহেশ্বর প্রতিদিন সদ্যোজাত সৌন্দর্য্যে আভাময়ী দেবীর হস্ত হইতে তদীয় হৃদয়ের গভীর প্রেম-পূত পরিচর্য্যা অবিচলিত হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন; তাঁহার রজতগিরিসন্নিভ দিব্যতনু উন্নত মানবত্বের আভায় এমন প্রদীপ্ত, যে কোন নিকৃষ্ট ভাব তাঁহার সমীপস্থ হইতে সাহসী হইত না।

উষা সদৃশী পবিত্র দ্যুতিময়ী উমা দৈনিক নিয়মানুসারে প্রভাত সময়ে শিবকরে পদ্মবীজমালা অর্পণ করিতেছেন, এমন সময় ইন্দ্রপ্রেরিত কন্দর্প যোগীন্দ্রের পবিত্র প্রেম নিম্নতর ভূমিতে আনয়ন করিবার উদ্দেশে স্বীয় শক্তি নিয়োগ করিল। আহত হইয়া চন্দ্রোদয়ে বিশাল সমুদ্র-হৃদয়ে প্রথম উচ্ছ্বাস

অনুভূতির ন্যায় যোগিশ্রেষ্ঠ ঈষৎ চঞ্চল হইলেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই চিত্তসংযমের ঘনীভূত শক্তি নয়ন হইতে অনল আকারে বহির্গত হইয়া, বায়ু অন্তরীক্ষস্থ দেবগণের কাতর প্রার্থনা বহন করিয়া আনিতে না আনিতে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে চক্ষের নিমেষে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

বাণবিদ্ধসিংহ আততায়ীকে বিনষ্ট করিয়া মর্ম্মাহত দেহে যেমন নির্জ্জন গিরিগুহার আশ্রয় গ্রহণ করে, হৃদয়ের নিগূঢ় দুর্ব্বলতাকে দলনপূর্ব্বক বহির্জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া ভক্তপ্রাণ যেমন নিভৃত অন্তঃপুরে অন্তর্যামী দেবতার পদতলে লুণ্ঠিত হইতে থাকে, যোগিবর সেইরূপ প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে দুর্ব্বলতাকে পরাহত করিয়া উন্নততর পর্ব্বতচূড়ে অন্তর্হিত হইলেন।

সরলা তরুণী নিরাশহৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন; যে অলোকসামান্য পুরুষের প্রেম অন্য জন্মগ্রহণ* করিয়াও তিনি ভুলিতে পারেন নাই, সে মহাত্মা যে তপস্যা বলে উন্নততর লোকে উত্থান করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্রতা ও আত্ম-সংযমের আভায় প্রদীপ্ত আত্মা যে গলিত রজতস্রাবী কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় শুভ্র ও গাম্ভীর্য্যময় শোভা ধারণ করিয়াছে, তাহা মুগ্ধা বালা বুঝিতে পারেন নাই। উমা নবোদ্ভিন্ন নলিনীর ন্যায় কোমল সৌন্দর্য্য ও স্নিগ্ধ পরিমল পূর্ণ হৃদয় লইয়া নিত্য তদীয় প্রেমভাজনের সমীপস্থ হইতেন, কিন্তু হৃদয় উপহার দিবার পূর্ব্বে যে তাহা হইতে সূক্ষ্ম কীটবৎ প্রচ্ছন্ন পার্থিবতাকে সযত্নে দূর করিতে হয়, অনভিজ্ঞা কুমারীর সে বোধ ছিল না। এখন বুঝিতে পারিলেন, হৃদয় অকৃত্রিম প্রেমপূর্ণ হইলেও পার্থিবতা তাহাতে নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল বলিয়া উহা প্রেমের পবিত্র যজ্ঞভূমিতে স্থান প্রাপ্ত হইল না।

আত্মভ্রম বুঝিতে পারিয়া উমা অনু-তপ্তচিত্তে কঠোর তপশ্চর্য্যায় আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; মেনকার জননী-হৃদয় স্নেহালিঙ্গনে দুহিতাকে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা পবিত্র নর্ম্মদার উদ্দাম জল-স্রোতোবৎ পার্ব্বতীর হৃদয়ের খরবেগকে বাধা দিতে সমর্থ হইল না।

অশ্বমেধ যজ্ঞীয় শুভ্রাশ্বের দেহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কৃষ্ণলোম অপসারণের ন্যায় কুমারী শুভ্রহৃদয়ের নিভৃত কোণে প্রচ্ছন্ন, পার্থিবতাকে দূর করিবার জন্য দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাসন অথবা বৈকুণ্ঠলাভের আকাঙ্ক্ষায় অস্থি-ভেদী তপস্যার কথা পুরাণে অনেক পাঠ করিয়াছি, কিন্তু প্রেমের যজ্ঞে হৃদয় আহুতি দিবার জন্য এমন কঠোর আত্ম-নিগ্রহের কাহিনী প্রেমের ইতিহাসে

* পৌরাণিক কবি বর্ণনানুসারে দক্ষ-দুহিতা সতী হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন না করুন, সতীর সতীত্ব যে রূপান্তরে পার্ব্বতীচরিত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, এ কথায় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

বা, বো, স।

কখনও পাঠ করি নাই। কাহার অনুরাগ প্রিয়জনের জন্য এরূপ আত্মত্যাগে সমর্থ হইয়াছে? কোন্ প্রেমময় হৃদয় এমন অধ্যবসায় সহকারে আপনাকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রেমের পবিত্র যজ্ঞাগ্নিস্থলে আপনাকে আনয়ন করিয়াছে? এরূপ দৃশ্য এ পৃথিবীতে নাই; মনশ্চক্ষে এ অপূর্ব্ব মানসী মূর্ত্তি দেখিতেও বিস্ময়স্তিমিত হৃদয় ভক্তিভরে আমূল কম্পিত হইতেছে।

বহুবর্ষব্যাপী কঠোর তপশ্চর্য্যায় অপর্ণার দেহ-লাবণ্য বিলুপ্ত ও হৃদয় বিশুদ্ধ হইয়া অগ্নি পরীক্ষিত স্বর্ণের দীপ্তি ধারণ করিল; নবীন হৃদয়ের তরলপ্রেম সংযম ও সন্ন্যাস প্রভাবে গাঢ়তা প্রাপ্ত হইল।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, আত্মসংযম ও সদাচারপূত হৃদয়ে যেমন পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বর প্রকাশিত হন, তদ্রূপ পার্ব্বতী সমীপে তদীয় প্রেমভাজন উপনীত হইলেন।

তখন সেখানে বড় অপূর্ব্ব শোভা হইল। যিনি একদিন মোহপাশ ভাবিয়া হস্তে অর্পিত প্রেমমাল্য সদর্পে ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং প্রেমার্থী হইয়া অনাবিল প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের পার্শ্বস্থ হইলেন। যিনি ভস্মাবশেষ পাপিকুলের উদ্ধারোন্মুখিনী আকাশবাহিনী ত্রিধারাকে স্বকীয় মস্তকে ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়াছিলেন, সেই যোগীন্দ্র তদীয় হৃদয়ের শুষ্কপ্রায় ভাবরাশির পুনরুজ্জীবন-বিধায়িনী এই প্রেমমন্দাকিনীকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে অগ্রসর হইলেন।

শ্রীলাবণ্য প্রভা বসু।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা।

১৮৯০।৯১ সালের শিক্ষা বিবরণী যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় এবৎসর দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২৩৮ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৭৮,৮৬৫ দাঁড়াইয়াছে। বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষা-পরিমাণ তুলনা করিলে প্রতীয়মান হয়, শিক্ষার উপযুক্ত ৪জন বালকের মধ্যে ১জন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে, কিন্তু বালিকাদিগের ৬০জনের মধ্যে ১জন মাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। এখনও শতকরা দুইজন বালিকা বিদ্যালয়ে যায় না, ইহাতে স্ত্রী শিক্ষার কত অধিক উপায় বিধানের প্রয়োজন! শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর একটী আনন্দকর সমাচার দিয়াছেন যে গত ১০ বৎসরের মধ্যে শিক্ষার্থী বালকের সংখ্যা দেড়গুণ, কিন্তু বালিকার সংখ্যা প্রায় ৩গুণ বাড়িয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে ৮৫টী স্কুল ও ৫০২টী ছাত্রী অধিক হইয়াছে। বালিকাদিগের জন্য

কলেজ ১টী, উচ্চ বিদ্যালয় ৫টী ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ৩টী পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনি আছে, দুঃখের বিষয় এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা কমিয়াছে। মধ্য বাঙ্গালা স্কুল ২১টী স্থলে ২৪টী, অপার প্রাইমারী ২৪৯টী স্থলে ২৭৩টী, নিম্ন প্রাইমারী ১৮৬৫ স্থলে ১৯৩২টী হইয়াছে। প্রেসীডেন্সী, ঢাকা ও উড়িষ্যা বিভাগে বিদ্যালয় ও ছাত্রী সংখ্যা কমিয়াছে, কিন্তু চট্টগ্রামে প্রায় ১০০ স্কুল ও সহস্রাধিক ছাত্রী বাড়িয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা হিসাবে মোট ব্যয় ৩,৫১,০৮৭ টাকা হইয়াছে, ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ১,২৬,৫২০ টাকা। বেথুন কলেজ হইতে বিএ পরীক্ষায় ১টী, এফ এতে ৪টী, এণ্ট্রান্সে ৪টী উত্তীর্ণ হইয়াছে। ক্রাইষ্ট চর্চ্চ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ২টী উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঢাকা ইডেন স্কুল হইতে ৫টী বালিকা লোয়ার প্রাইমারী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছে। ইডেন স্কুলে যে পরিমাণে ব্যয় হইতেছে, তাহার উপযুক্ত ফল হইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান ও নিরাকরণ করা কর্ত্তৃপক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় অধিক সংখ্যক রমণী অগ্রসর হইতেছেন না, এটী অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। স্ত্রী এম এ কি একটীতেই আরম্ভ ও শেষ হইবে?

জেনানা মিসনে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ২৮৭৬ টাকা হইয়াছে, এবং ইহার অধীনে ৫৬৬২টী দেশীয় বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে। ইহাদিগের জন্য ৫টী মধ্য, ১০টী অপার প্রাইমারী ও ২০টী লোয়ার প্রাইমারী ছাত্রীবৃত্তি আছে। মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ৫জনের মধ্যে ৩ জন, অপার প্রাইমারীতে ২৪ জনের মধ্যে ১৮ জন এবং লোয়ার প্রাইমারীতে ১৭৫ জনের মধ্যে ১০৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। এতভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষায় নানা শ্রেণীতে ৬১টী স্কুল ছাত্রী পাঠায়, তন্মধ্যে ৪৪টী কৃতকার্য্য হইয়াছে। জেনানা মিসনের কার্য্যের বিশেষ তত্ত্বাবধান প্রার্থনীয়।

জেনানা এজেন্সী ছাড়া কয়েকটী সভা সমিতি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সহায়তা করিয়াছেন। রিপোর্টে নিম্নলিখিত কয়েকটী সভার উল্লেখ আছে (১) উত্তর পাড়া হিতকরী সভা, (২) মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনী, (৩) যশোর খুলনা সম্মিলনী, (৪) টাকী হিতকরী সভা, (৫) ফরিদপুর সুহৃদসভা। উত্তরপাড়া হিতকরী সভার অধীনে জুনিয়ার ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষায় ১৭০টী মধ্যে ১৬৪, সিনিয়ার পরীক্ষায় ৬১ মধ্যে ৩২, এবং শেষ পরীক্ষায় ৯২ মধ্যে ১০টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদিগের মধ্যে ৭১টী ছাত্রীবৃত্তি বিতরিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর সম্মিলনী প্রভৃতি আরও কয়েকটী সম্মিলিত এ ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের সংবাদ লওয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের উচিত।

ইনস্পেক্‌ট্রেস বিবী হুইলার ৬ মাস ছুটীতে ছিলেন। তিনি যে রিপোর্ট

দিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন জেনানায় বালিকারা পূর্ব্বে তোতাপাখীর মত পড়িত, এখন তাহাদের শিক্ষা অনেক পরিমাণে সন্তোষকর।

স্ত্রী ইনস্পেক্‌টু শিক্ষাবিভাগের একটী আসবাব স্বরূপ হইয়া আছেন। ইহাঁর পদের মর্য্যাদা যেমন, ইহাঁদ্বারা কার্য্যও তদনুরূপ হইতেছে। ইনস্পেক্‌টরের মত ইহাঁকে স্বাধীন ক্ষমতা দিয়া ইহাঁদ্বারা অধিক কার্য্য আদায় করা কর্ত্তব্য।

ডুমরাওন ও ছোটনাগপুরের মহারাজা স্ত্রীশিক্ষার পরিপোষক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে অনেক রায়বাহাদুর, রাজা, মহারাজা হইয়াছেন, তাঁহারা এ হিতকর কার্য্যে মনোযোগী হন না কেন?

চিকিৎসা বিদ্যায় স্ত্রীলোকেরা ক্রমে অধিকতর অনুরাগ ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতেছেন। মেডিকেল কলেজের সার্টিফিকেট শ্রেণী হইতে ৫ জন এবং ইডেন হাসপিটাল হইতে ৭জন (ধাত্রী) উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১৩টী শুশ্রূষাকারিণী ছাত্রীও ধাত্রী হইয়াছেন। কাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক শ্রেণীতে ১০টী ছাত্রী পরীক্ষা দেন, সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং কেহ কেহ বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ইহাঁরা ডাক্তার হইয়া বেশ ১০টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। স্ত্রীলোকদের উন্নতির এ একটী নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। স্ত্রীচিকিৎসকের যথেষ্ট অভাব আছে, আমরা আশা করি ক্রমশঃ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থিনীর সংখ্যাও অধিক হইতে থাকিবে।

সতী ও শান্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অল্প সময়ের মধ্যে সরোজিনীর কথা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সরোজিনীর চিকিৎসার গুণে আজি মরা মেয়ে বাঁচিয়াছে, ইহা কি কম যশের কথা? চারিদিক্ হইতে মেয়েরা দলে দলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। বহুকাল হইতে সরোজিনী কলিকাতায় রহিয়াছেন। তাঁহার গ্রাম্য বাল্য সহচরীগণ একবারে তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া পাড়ার যত মেয়ে তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসিতে লাগিলেন। জল খাওয়া শেষ হইলে সরোজিনী আবার আসিয়া খুকীর বিছানায় বসিলেন। আশে পাশে চারিধারে প্রায় ৫০।৬০ জন মেয়ে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন। শান্তি আসিয়া তাঁহার কাছে

বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, বড় দাদার ছেলেটী কেমন আছে? অনেক দিন হ'ল আমরা তাকে দেখি নি?" সরোজিনী বলিলেন "নিশি ভাল আছে"। (বড় দাদার ছেলের নাম নিশিকান্ত)। শান্তি বলিলেন, "সেজ-দাদার ত আর ছেলে টেকেনা, তিনটী ছেলে হল, হয়ে মরে গেল। বৌ দিদি পুত্রশোকে কেঁদে কেঁদে পাগলের মতন হয়েছেন। রোগে শোকে এরূপ জীর্ণ হ'য়ে প'ড়েছেন যে আর দেখ্‌বার হাল নাই। তাঁকে দেখ্‌লে আমাদের কান্না আসে। সেজ্‌দাদার আর সংসার ধর্ম্মে মন নাই। এক পুত্রশোকে মানু-ষের বুকে যে আঘাত লাগে, শত বজ্রা-ঘাতে সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ। তায় আবার দাদার এক পুত্র-শোক নয়, তিন পুত্রশোক।" সরোজিনী বলি-লেন "ওঁদের দোষে ছেলে ক'টী মারা গেল"। পাশের একটি স্ত্রীলোক বলি-লেন "আর মা, ওঁদের কপালে পুত্তুর শোক আছে, আর তাহাদেরও আয়ুঃশেষ হ'য়ে এসেছিল; তাঁদের দোষ কি মা? তাঁদের কপালের দোষ।" এই কথা শুনিয়া সরোজিনী বলিলেন "আয়ু থাকতে কি মানুষ মরে না?" স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "যার যখন আয়ুঃ শেষ হয়, সে তখন চ'লে যায়, আয়ুঃ থাকৃতে কি আর কেহ মরে?" সরোজিনী বলিলেন, "প্রদীপে তেল থাকৃতেও কি প্রদীপ কখনও নিবে যায় না?" মেয়েটী বলি-লেন, "হাঁা, তা যায় বৈ কি? এক পিরদীপ তেল থাকৃতেও অনেক সময় ঝড় বাতাসে নিবে যায়।" সরোজিনী বলিলেন, "এক প্রদীপ তেল থাকৃ-তেও যখন ঝড় বাতাসে অনেক সময় প্রদীপ নিবে যায়, তখন পূর্ণ আয়ু থাকৃতেও যে অনেক সময় রোগে মানু-ষের অকাল মরণ হয়, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তেল থাকৃতে যেমন প্রদীপ নেবে, আয়ুঃ থাকৃতেও মানুষ মরে।" এই কথা শুনিয়া আর একটি স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিলেন, "হাঁা মা, ঠিক্‌ কথা। আয়ুঃ থাকৃতেও রীতি-মত চিকিৎসা আর সেবা শুশ্রূষার অভাবে অনেকের অকাল মরণ হ'য়ে থাকে। এই সে মাসে আমাদের গ্রামে যেরূপ কলেরা হলো, তাতে প্রায় ৬০।৭০ জন লোক মারা গেল। এতে কি বলা যায় যে সকলের আয়ুঃ এক সময়ে শেষ হয়ে এসেছিল? তা কখনই নয়। ঐ রকম এক এক মহা ঝড়ে কত কত দেশ এক বারে সমভূম্‌ হ'য়ে গেছে।" সরোজিনী বলিলেন, প্রদীপে তেল আছে, প্রদীপ জ্বল্‌ছে, ঝড় এল, প্রদীপ নিবে গেল; কিন্তু এমন কি কোন রকম উপায় করা যেতে পারে না, যাতে ক'রে মহা ঝড় হইলেও দীপ নিবে যাবে না?" স্ত্রীলোকটী বলি-লেন, "জ্বলন্ত প্রদীপকে যদি লণ্ঠনের মধ্যে রাখা যায়, তা হলে মহা ঝড়

হলেও যতক্ষণ তেল থাকে, তত ক্ষণ দীপ নিবে না।” তখন সরোজিনী বলিলেন, “জলন্ত প্রদীপ যেমন লণ্ঠনের মধ্যে রক্ষিত হ'লে ঝড় বাতাসে নিবে যায় না, সেইরূপ জীবন ধারণ কর্‌তে হ'লে যে সকল নিয়ম পালন করতে হয়, সেই সকল নিয়ম দ্বারা রক্ষিত হ'লে আমাদের জীবন প্রদীপও অকালে নিবে যায় না। সন্তানপালন কর্‌তে হ'লে যে সকল নিয়ম জানা আবশ্যক, তাঁহারা হয়ত সে সকল নিয়ম জান্‌তেন না, অথবা জেনেও তা পালন করতেন না। তাই তাঁদের আজ পুত্রশোকে কাঁদ্‌তে হচ্ছে।” শান্তি বলিলেন, “ওঁদের দোষে যে ছেলে ক'টী মরে গেল, তা ঠিক্। বৌদিদির একে ত বয়স কম, তায় আবার লেখা পড়া জানেন না, দুই পাঁচটা ছেলে মানুষ করে, দেখে, ঠেকে যে খুব পাকা হয়েছেন, তাও নয়। দ্বিতীয়তঃ সেজদাদার এ বিষয়ে দৃষ্টি নাই। তৃতীয়তঃ যে বুড়ীটি ছেলে নাড়ে চাড়ে, সেও সেই রকম। না জানে খাওয়াতে দাওয়াতে, না জানে ধোয়াতে পোঁছাতে। এরূপ ত্র্যহস্পর্শে কি আর ছেলে টেঁকে!” পাশের একটি মেয়ে বলিলেন, মা কি ইচ্ছে করে ছেলেকে মেরে ফেলে, মার কি আর মায়া দয়া নেই, তাঁর যতদূর কর্‌বার তা তিনি করেন; তাতে যদি ছেলে না টেঁকে, সে বাবা হরির ইচ্ছে।”

শান্তি বলিলেন, “মার যেমন মায়াদয়া, এমন মায়া দয়া কার আছে? কিন্তু যেমন মায়া দয়া আছে, ঐ সঙ্গে যদি একটু জ্ঞান থাকে, কেমন করে ছেলে পালন করতে হয়, এটুকু যদি জানা থাকে, তা'হলে মণি-কাঞ্চন যোগ হয়, সোণায় সোহাগা হয়। মায়ের পক্ষে মায়া যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে জ্ঞান থাকা ভারি দরকার। আর সেই জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। আর আপনি যে বল্‌ছেন মরা বাঁচা হরির ইচ্ছা। হরি যে জীবন মরণের কর্ত্তা তা ঠিক্। কিন্তু যে সাঁতার না জেনে জলে নাব্‌বে, সে ডুবে মর্‌বে। বলুন দেখি একি হরির ইচ্ছা নয়?” পাশের মেয়েটী বলিলেন, “হাঁ তা বৈকি, যে সাঁতার না জানে, সেত নিশ্চয়ই ডুবে মর্‌বে।” শান্তি বলিলেন, “মা জানেন ছেলে সাঁতার জানে না, তাকে যদি জলে ছেড়ে দেন, তা হ'লে কি আর সে ছেলে ডুবে মর্‌বে না? দেখুন মা ছেলেকে দুধ বলে বিষ খাওয়াচ্ছেন, বিষ খাওয়ালে মানুষ মরে; তাও তিনি জানেন, কিন্তু তিনি কোন্‌টা দুধ আর কোন্‌টা বিষ তা ঠাওরাতে পাচ্ছেন না। এরূপ স্থলে মায়ের কি করা উচিত? কোন্‌টা দুধ, কোন্‌টা বিষ এ জ্ঞান মায়ের থাকা কি উচিত নয়? আর সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। এই শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশে এত অকাল মৃত্যু।

অন্যান্য দেশে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা এত কম, আর আমাদের দেশে যে এত বেশী, তাহার একমাত্র কারণ শিক্ষা আর শিক্ষার অভাব। শিক্ষাদ্বারা মাতা সুমাতা, গৃহিণী সুগৃহিণী হ'য়ে থাকেন। সংসারের সমস্ত সুখ ও শান্তি শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুশিক্ষার গুণে সংসার সোণার সংসার হয়।"

বল্‌গা হরিণ।

দেশের অবস্থায় উপযুক্ত করিয়া জগৎপাতা পরমেশ্বর কত স্থানে যে কত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে যুগপৎ মোহিত ও বিস্মিত হইতে হয়। যে পরমপিতা সুদূর-বিস্তৃত তরু লতা বিবর্জিত মরুসাগরে গমনাগমনের একমাত্র উপায়স্বরূপ উষ্ট্রের সৃজন করিয়া, আরব, তুরুক, মিসর প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণের জীবিকা নির্ব্বাহের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন, তিনিই আবার তুষার-মণ্ডিত মেরুসন্নিহিত দুর্গম স্থান সকল গমনাগমনের সুবিধার জন্য বল্‌গা হরিণ সৃজন করিয়া শীতপ্রধান দেশ-বাসিগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

এসিয়ার সর্ব্বোত্তরাংশে সাইবিরিয়া এবং ইউরোপের নরওয়ে সুইডেন প্রভৃতি দেশে এবং উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে বল্‌গা হরিণ সকল দলে দলে চরিয়া বেড়ায়। ডেনমার্ক, ল্যাপল্যাণ্ড ও স্পিটস্‌বার্জেনের বল্‌গা হরিণ সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী ও কষ্টসহিষ্ণু; সুইডেন ও নরওয়ে দেশের হরিণ আকৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সুতরাং তত বলশালী নহে। উত্তর সমুদ্রের দ্বীপ সকলের বল্‌গা হরিণ আকৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—এক একটী হরিণ উর্দ্ধে ৩ হস্তেরও অধিক।

বল্‌গা হরিণ সকল একস্থানে সমস্ত বৎসর বাস করিতে পারে না। ঋতুর পরিবর্ত্তন অনুসারে ইহারা কখনও পর্ব্বতোপরি এবং কখনও বা কাননাভ্যন্তরে বাস করে। শীত ঋতুতে বল্‌গা হরিণ সকল কাননাভ্যন্তরে বাস করে, কিন্তু বসন্তের প্রারম্ভে কানন পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বত শ্রেণীর উপর গমন করে। বসন্তকালের প্রারম্ভ হইতেই মশক, গ্যাডফ্লাই প্রভৃতি রক্তপায়ী পতঙ্গের সংখ্যা এত বর্দ্ধিত হয় যে বল্‌গা হরিণ সকল তাহাদিগের দংশন ভয়ে কানন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের গৃহপালিত বল্‌গা হরিণ সকলও এই

কারণে নিম্ন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করে। এই হরিণ লাপ্‌লণ্ডবাসিগণের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়, সুতরাং অধিবাসীরাও বসন্তপ্রারম্ভে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করে।

আসিয়া মহাদেশে বল্‌গা হরিণের দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য সাধিত হয় না, কেবল অধিবাসিগণ হরিণ শিকার করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করে। আমেরিকা দেশে বল্‌গা হরিণ কারিবু নামে অভিহিত। আমেরিকায় কি বর্ত্তমান সভ্য জাতি, কি বর্ব্বর আদিম জাতি, কেহই কেবল মাত্র আমোদ হেতু কারিবু শিকারে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা ইহার কোন অংশই বৃথা নষ্ট করে না, ইহার চর্ম্মে পরিধান বস্ত্র, বিছানার চাদর এবং শৃঙ্গ ও অস্থিতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করে; ইহার মাংস তাহাদিগের অতি উপাদেয় ভোজ্য। কারিবু শিকার করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে; ইহার সহিত তুলনায় আমাদিগের দেশের মৃগয়া নিতান্ত অল্পায়াসসাধ্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কারিবু শিকার করিতে হইলে শিকারীকে অক্লান্তভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া ইহার অনুসরণ করিতে হয়। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ লিবনিজ সাহেব বলেন "শিকারী একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে কারিবু শিকার করা তাহার পক্ষে বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। যদি প্রথমবারেই আহত না হয়, তাহা হইলে ইহারা ক্রমাগত এক দিকেই ২৩।২৪ ঘণ্টা ধরিয়া দৌড়িতে থাকে, শিকারীও হতাশ্বাস হইয়া ইহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয় এবং অনেকক্ষণ পরে হয় ত একটী গুলি করিতে সক্ষম হয়। তুষার-গলিত জলে নিমগ্ন হইলে ইহাদিগকে শীঘ্রই ধৃত করিতে পারা যায়, কিন্তু পরম পিতার কি আশ্চর্য্য কৌশল, বসন্তকালের প্রারম্ভে যখন মধ্যাহ্ন তপনের কিরণে বনমধ্যস্থ হিমশিলার উপরিভাগ দ্রবীভূত হইতে থাকে, তৎকালে ইহারা কোন ক্রমেই তাহার উপর গমন করে না। যে হ্রদের জল জমিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়াছে, ইহারা তাহার উপর আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়ায়।"

খুর গঠনের বিশেষত্ব বশতঃই বল্‌গা হরিণ কাচবৎ পিচ্ছিল বরফের উপর পদস্খলিত না হইয়া দৌড়িয়া যাইতে সক্ষম হয়। ইহাদিগের খুর বৃষের ন্যায় গোলাকৃতি, কিন্তু তাহা অপেক্ষা বৃহৎ ও অধিক পরিমাণে (প্রায় গ্রন্থি পর্য্যন্ত) খণ্ডিত। ইহারা যখন দৌড়িতে থাকে, তখন খুর খণ্ডদ্বয়ের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

সাইবেরিয়া দেশের বল্‌গা হরিণ আকৃতিতে লাপলাণ্ড দেশের হরিণের ন্যায়। সাইবেরিয়ার অধিবাসিগণ এই হরিণ চড়িয়া স্থানান্তরে গমনাগমন

করিয়া থাকে। লাপলাণ্ডের অধিবাসিদিগের ন্যায় ইহারাও বল্গা হরিণের দ্বারা অনেক সময় শকটাদি টানাইয়া থাকে। শীত ঋতুর আবির্ভাবে তুষারমণ্ডিত দেশসমূহের জন্তুদিগের ন্যায় সাইবেরিয়া দেশের হরিণের গাত্রচর্ম্ম কেবল যে কপিশ বর্ণ ধারণ করে তাহা নহে, কোন কোন সময় পরিষ্কৃত রজত বর্ণে রঞ্জিত হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

লাপলাণ্ডবাসিগণ বল্গা হরিণের দ্বারা যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হয়, সেরূপ আর কেহই নহে। উষ্ট্রের অভাবে আরব দেশবাসিগণের জীবন ধারণ করা যেরূপ অসম্ভব, বল্গা হরিণের অভাবে লাপলাণ্ড বাসিদিগেরও সেইরূপ। লাপলাণ্ড বাসিদিগের ন্যায় যাহারা ৩০০ শত হইতে ৫০০ শত বল্গা হরিণের অধিকারী, তাহারা এক প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে; যাহারা দুই শত হরিণের অধিকারী তাহারা মধ্যবিত্ত; এবং যাহারা শত হরিণের অধিকারী তাহারা গরিব।

বন্য ও গৃহপালিত ভেদে লাপলাণ্ড দেশে দ্বিবিধ বল্গা হরিণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বন্য হরিণগুলি আকৃতি ও ক্ষমতাতে গৃহপালিত হরিণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু সহজে বশ্যতা স্বীকার করে না। গৃহপালিত বল্গা হরিণগুলি শান্ত, কষ্টসহিষ্ণু এবং প্রভুর আজ্ঞাপালনে সহজেই অনুরাগী। বন্য ও গৃহপালিত হরিণের সমবায়ে উৎপন্ন সন্ততি দ্রুতগতি ও কার্য্যদক্ষতার জন্য সকলের নিকট আদরণীয়। কিন্তু বন্য হরিণের ন্যায় ইহারাও অনেক সময় অবাধ্যতা প্রকাশ করে। কি গৃহপালিত কি বন্য উভয়বিধ হরিণেরই শাখা-প্রশাখ-বিশিষ্ট শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। হরিণের শৃঙ্গ সাধারণতঃ হরিণীর অপেক্ষা অনেক বৃহৎ হইয়া থাকে।

বরফের উপর দিয়া গমনাগমন করিবার জন্য লাপলাণ্ডবাসিগণ স্লেজ নামক এক প্রকার চক্রহীন শকট ব্যবহার করিয়া থাকে। এক একটা বল্গা হরিণ এক একখানি স্লেজ টানিয়া লইয়া যায়। স্লেজের আকৃতি কতক পরিমাণে বোটের ন্যায়। বিশেষ দক্ষ না হইলে স্লেজ চড়িয়া নিরাপদে যাইতে পারা যায় না। বালকগণ যেমন গাড়ী হইতে পড়িয়া যাইবে না বলিয়া ফিতাদ্বারা গাড়ীর সহিত সংবদ্ধ থাকে, স্লেজ আরোহিগণও ঠিক সেইরূপে গাড়ীর সহিত সংবদ্ধ থাকিয়া পড়িয়া যাইবার ভয় নিবারণ করে। আরোহিগণ দীর্ঘাকৃতি যষ্টিদ্বারা পথিমধ্যস্থ কঙ্কর প্রস্তর খণ্ড প্রভৃতি দূরে অপসারিত করিয়া ফেলে, তাহাতে হরিণের গতির সুবিধা হয়। বল্গা হরিণের গলদেশে ও মস্তকে সংবদ্ধ রজ্জুর সহিত বল্গা সংবদ্ধ থাকে। লৌহ খণ্ডের পরিবর্ত্তে চর্ম্মখণ্ড ইহাদিগের মুখাভ্যন্তরে প্রদত্ত হইয়া থাকে। বল্গা হরিণের বক্ষঃস্থল হইতে

একটা চর্ম্মের বন্ধনী গাড়ীর সহিত সংযুক্ত থাকে, তজ্জন্য হরিণের গতির সহিত গাড়ীর গতি হইয়া থাকে। বল্গা হরিণকে পরিচালিত করিবার জন্য কশাঘাত করিতে হয় না। শকটবান্ ইহাদিগের পৃষ্ঠদেশে বল্গা রজ্জুর বিভিন্ন প্রকার নিক্ষেপণে ইহাদিগকে কখনও বাম এবং কখনও বা দক্ষিণ দিকে পরিচালিত করে। পরিচালক গান করিলে বল্গা হরিণ আনন্দে গমন করিয়া থাকে।

সুজাতি বল্গা হরিণ ঘণ্টায় ১০ মাইল গমন করিতে পারে। অনেক হরিণের পক্ষে ১৯ ঘণ্টায় ১৫০ মাইল গমন করা কঠিন নহে। যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে কোন কোন হরিণ ঘণ্টায় কুড়ি মাইলও যাইতে পারে। কোন একটী বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে একটী বল্গা হরিণ ৪৮ ঘণ্টায় ৮০০ শত মাইল গমন করিয়াছিল। আজিও উক্ত হরিণের প্রতিমূর্ত্তি ষ্টকহলম নগরে বিরাজ করিতেছে। বল্গা হরিণ যত দ্রুত গমন করে, আরোহিগণের যাইবার ততই অসুবিধা হয়। বিশেষ দক্ষ না হইলে দ্রুতগামী শকটে আরোহণ করিয়া গমন কালে শকটসহ আরোহিগণ উল্টাইয়া পড়িয়া অনেক সময় মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়। এক একটী বল্গা হরিণ ৩০০ শত পাউণ্ড (কিঞ্চিদূন ৪ মণ) ভার টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু লাপলাণ্ডবাসিগণ ২৫০ পাউণ্ডের অধিক ভার প্রায়ই টানাইয়া লয় না।

লাপলাণ্ড দেশে বারমাসের মধ্যে নয় মাসেরও অধিক শীত ঋতু। এই স্থানে শীতের যে কিরূপ ভয়ানক পরাক্রম, তাহা নাতিশীতোষ্ণ দেশীয় লোকদিগের কল্পনারও বহির্ভূত। এই শীতপ্রধান ভয়ঙ্কর লাপলাণ্ডবাসীদিগের কি অশ্ব, কি গাভী, কি মেষ সকল অভাবই এই এক বল্গা হরিণ ও হরিণীর দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। বল্গা হরিণের মাংস ইহাদিগের খাদ্য। ইহার দুগ্ধে লাপলাণ্ডবাসিগণ নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করে এবং চর্ম্মে যে কেবল পরিধানের কার্য্য সম্পন্ন করে তাহা নহে, লাপলাণ্ডবাসিগণ ইহাতে তাম্বু, শয্যা প্রভৃতি নানাবিধ আবশ্যক উপকরণ প্রস্তুত করে।

বল্গা হরিণ সকল পরস্পর একত্র হইয়া থাকিতে ভালবাসে। যখন আরোহীরা দল বাঁধিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, তৎকালে একটী বল্গা হরিণকে দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইতে পারা যায় না। যদ্যপি পরিশ্রান্ত, আহত অথবা অন্য কোন কারণে একটী হরিণ দলভ্রষ্ট হয়, তাহাহইলে অল্পক্ষণ মধ্যে কুকুরের ন্যায় গন্ধ অনুসরণ করিয়া দলমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি বল্গা হরিণের এইপ্রকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা না থাকিত, তাহা হইলে লাপ্লণ্ডের ন্যায় স্থান সকলে বিচরণ করা পথিকের পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য হইয়া

পড়িত। বিশেষতঃ যখন গগনমণ্ডল বাষ্পস্তূপে আচ্ছন্ন হয়, তৎকালে অনেকেরই জীবন পরিত্যাগ করিতে হয়।

শীতপ্রধান উত্তর দেশ সকল নিতান্ত অনুর্ব্বর, বিশেষতঃ শীতঋতুর আবির্ভাবে তৃণ লতা প্রভৃতি সমুদায়ই বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, কিন্তু পরমেশ্বরের কি অপার করুণা—এই সময়ে লিন-চেন নামক এক প্রকার শৈবাল বরফের উপর উৎপন্ন হয়। বল্‌গা হরিণ সকল এই শৈবাল আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে।

চিত্র চতুর্দ্দশ।

প্রথম চিত্র।

ভারত লক্ষ্মী।

উদয় সন্নিধি আনন্দ কাননে
ভবের ভবন শোভার নিধান,
নিত্য দীপ্ত নব তরুণ কিরণে
মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গপুরী অধিষ্ঠান।
পবিত্র মণ্ডপে শুদ্ধ পীঠাসনে
আসীনা প্রকৃতি শ্যামাঙ্গিনী বালা,
চৌদিকে সঙ্গিনী দিগঙ্গনা গণে
জলদ লাবণ্যে জগত উজ্জ্বালা।
ফুল্ল কোকনদ যুগল চরণ
নিত্য ধৌত পূত মহোদধিজলে,
পরিধান দিব্য বিচিত্র বসন,
শতকণ্ঠী মালা দোলে চারু গলে।
মস্তকে মুকুট হীরক উজলে—
ধবল—কাঞ্চন—কৈলাস—শিখরে।
কাদম্বিনী বেণী নীলাভ্র কুন্তলে
প্রসন্ন নয়ন, বদন সুন্দর।
একহস্তে ধান্য দূর্ব্বা,
রত্ন আর করে।
নমামি ভারত লক্ষ্মি!
বসুধে উর্ব্বরে!

দ্বিতীয় চিত্র।

ব্রহ্মাবর্ত্ত।

চির সুপবিত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ
সরস্বতী দৃষদ্বতী মধ্যস্থল—
পৃষ্ঠে কুরুক্ষেত্র মাহাত্ম্য অশেষ
আদি আর্য্যধাম সুন্দর উজ্জ্বল—
হৃদে রামহ্রদ সর্ব্বতীর্থ সার
পুণ্যদা মেদিনী রম্য জনস্থান,
ভূলোকে গোলোক শোভার আধার
চির ঋতুরাজ কান্ত প্রধান।

ফল মূল ফুলে শোভিছে কানন
নিনাদিত কুঞ্জ বিহঙ্গ কূজনে,
শস্যময় ক্ষেত্র হরিত বরণ
তৃপ্ত নাহি নেত্র হয় বিলোকনে।
গো, মেষ, মহিষ, কৃষ্ণসার, হয়,
বিচরে প্রান্তরে পশু পালে পালে,
নাহি হিংসা দ্বেষ সুখ স্বাস্থ্যালয়
নাহি রোগ, শোক, মরণ অকালে।
নাহি পাপ, তাপ চাতুরী ছলনা,
সদা অকপট স্বভাব সরল,
পুণ্য কর্ম্মে রত পূজা আরাধনা
জাতীয় ধরম আর্য্যের কেবল।
পুণ্যকীর্ত্তিস্তম্ভ স্থানে স্থানে কত
যাগযজ্ঞহোমপূত মঞ্চ বেদী,
বেদ শ্রুতি মন্ত্র ধ্বনিছে নিয়ত
উঠে সামগান দিগ্‌দশ ভেদি।
দোলায়ে হিল্লোলে কুসুম স্তবক
ধায় কল্লোলিনী কলকল স্বরে,
ভগবত ভক্ত আর্য্য উপাসক
প্রচারি ভারতে প্রবেশে সাগরে।
পুণ্যে দিব্য কান্তি পবিত্র উজ্জ্বল
স্বাস্থ্য ভোগে দীপ্ত বদন সুন্দর,
বুদ্ধে বৃহস্পতি, যুদ্ধে মহাবল,
ব্যায়াম আয়াসে দৃঢ় কলেবর।
একাধারে তেজ মৃদুতা বিরাজে
ন্যায়পরতায় দয়ার আভাস,
কারুণ্যে কাঠিন্য, সত্য প্রীতি মাঝে,
গাম্ভীর্য্যে সারল্য, মায়ার উদাস।
মানবে অমর
শ্রদ্ধাস্পদ পূজ্যপাদ,
প্রণমামি আর্য্য দেব
কর আশীর্ব্বাদ।

শারীরিক উৎকর্ষ বিধান।

শারীর-তত্ত্ব দুরূহ বিদ্যা হইলেও প্রত্যেকের আয়ত্তাধীন। শরীর ধারণ করিয়া শারীর-বিধানে অনভিজ্ঞতা নিতান্ত বিড়ম্বনা। প্রকৃতির সন্তান পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী সকল যে আশ্চর্য্য কৌশলে শরীর রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়; অনন্যগতি জানিয়া স্বয়ং প্রকৃতিই তাহাদিগের রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ক্ষুধার সময় আহার, তৃষ্ণার পানীয়, প্রয়োজন মত পরিশ্রম ও সময়ে নিদ্রাদি সম্পন্ন করিয়া তাহারা শরীরের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে। প্রকৃতি-প্রসাদে তাহারা আজীবন শরীর-তত্ত্বাধীন, অথচ তাহারা শারীর শাস্ত্র অবগত নহে। মানব হিতাহিতবিবেকসম্পন্ন তত্ত্ব-জ্ঞান-পরায়ণ সৃষ্টির উৎকৃষ্ট জীব হইয়া যে স্বীয় শরীর রক্ষার্থে অসমর্থ হইবে, ইহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। সত্য বটে, যে কর্ত্তব্যপরায়ণ নীতিসম্পন্ন মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প, তথাপি যাহারা ধর্ম্মজ্ঞান-হীন স্বৈরচারী তাহারাও যে নিজ নিজ

শারীরতত্ত্ব বিষয়ে একবারে অনভিজ্ঞ এরূপ কখনই বলা যাইতে পারে না। শরীররক্ষা সহজ ভাব। ছোট ছোট ছেলেরা ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। ক্ষুধার সময় রোদন, অপরিমিত আহারে অস্পৃহা এবং নিরুদ্বেগে স্ফূর্ত্তিসহকারে অঙ্গচালনা দ্বারা কেমন দৈনন্দিন শারীরিক উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে। পরিমিত পান ভোজন,নিয়মিত পরিশ্রম এবং যথাকালে বিশ্রাম ও নিদ্রা শরীর রক্ষার অমোঘ উপায়। স্বাস্থ্যরক্ষার্থ এইগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও শারীরিক বলের ও লাবণ্যের জন্য নিয়মিত অঙ্গচালনা আবশ্যক। ব্যায়াম, মল্লক্রীড়া, ধাবন, সন্তরণ, অশ্বারোহণ প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গচালনা প্রকৃষ্টরূপেই হইয়া থাকে. কিন্তু সকল সময়ে সকল অবস্থায় সকলের পক্ষে ইহা সংঘটন হওয়া সম্ভাবিত নহে। বালবৃদ্ধ, নরনারী সকল অবস্থায় সকল সময় যাহা অনায়াসে সংসাধন করিয়া শরীর রক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারে, তাহাই সর্ব্বোত্তম উপায়। সেই উপায় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে পরিচালিত হইতে পারে এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বিশেষ আনুকূল্য হয়, সুতরাং তন্নিবন্ধন শ্বাস প্রশ্বাসের সৌকার্য্য রুধিরের বিশোধন, মাংসপেষীর পুষ্টিসাধন, অস্থিপঞ্জরের দৃঢ়তা, চর্ম্মের চাকৃচিক্য এবং সমস্ত শরীরের লাবণ্য উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। এই মহদুপায় সাধনার্থে কিছুমাত্র অর্থব্যয় নাই, কেবল যৎসামান্য আয়াস ও অত্যল্প সময় ব্যয় করিলেই হয়। স্ত্রী পুরুষ বয়স নির্ব্বিশেষে দিনান্তে ১৫ মিনিট কাল এই উপায় সাধন করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। ইহাকে এক প্রকার ব্যায়াম বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা সকল অবস্থায় সম্যক্‌রূপে সুসাধ্য। ইহার ক্রম সকল প্রতিপালন দ্বারা একদিকে যেমন কৃশকায় দুর্ব্বল ব্যক্তি হৃষ্টপুষ্ট ও সবল হইতে পারে, সেইরূপ অপর দিকে মাংসপিণ্ড স্থবিরও গতিশক্তিবিশিষ্ট ও কার্য্যক্ষম হইতে পারে। আমরা প্রচলিত ব্যায়াম বা নবপ্রবর্ত্তিত বিদ্যালয়ের মল্লক্রীড়ার বিরোধী না হইলেও তাহার নিতান্ত পক্ষপাতী নহি। যত কেন সাবধানতা সহকারে এই সকল ব্যায়ামের অনুশীলন হউক না, তদ্দ্বারা বিপৎপাত অসম্ভাবিত নহে। পদভ্রষ্ট বা রজ্জু ছিন্ন হইয়া পতনে অল্প লোকে গতাসু বা ভগ্নপঞ্জর হয় নাই। অশ্বারোহণ, সন্তরণ বা নৌকাচালনা বিপদের সহিত সাক্ষাৎ সংগ্রাম, কোমলপ্রকৃতি মৃদুস্বভাব বঙ্গীয় নর নারীর রুচির বিপরীত, সুতরাং বাঙ্গালীর স্বভাববিরুদ্ধ ব্যায়াম বলিলে অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। বিশুদ্ধ বায়ুসেবিত স্থানে প্রাতঃ সন্ধ্যা পাদচরণ প্রশস্ত হইলেও নিতান্ত বিপদশূন্য নহে। পল্লীগ্রামে অত্যন্ত শীতের সময় ব্যতীত ঊষা ও সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে প্রায়ই বিষধর সর্পের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া

যায়। নগরে প্রগাঢ় ধূলি ও ধূমের আবির্ভাবে বায়ুমণ্ডল চিরবিকৃত। সময় সময় এই দূষিত বায়ু শ্বসন সর্পবিষ-সেবন অপেক্ষা অল্প অনিষ্টকারী নহে। ইহা দ্বারা শ্বাসনালী (ফুসফুস) বিকৃত হইয়া ক্রমে শ্বাস রোগের সঞ্চার হওয়া সম্ভব। আমরা প্রস্তাবান্তরে বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার আবির্ভাব ও তদ্ধেতু জীবনী শক্তির হ্রাসতা বিষয়ের আলোচনা করিব। অধুনাতন যত প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত আছে, প্রায় সমস্তই অল্পাধিক বিপদ-সঙ্কুল,কেবল প্রস্তাবিত ব্যায়ামেই কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই। সকল প্রকার ব্যায়ামই স্নানের পূর্ব্বে প্রশস্ত। ব্যায়ামান্তে সমস্ত শরীর হস্ত দ্বারা বিলক্ষণ মর্দ্দন করা উচিত। ইহা দ্বারা শরীর সবল ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য হয়। সকলেই জানেন পূর্ব্বাহ্নই শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের উপযুক্ত সময়। সুতরাং ব্যায়ামও এই সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা যে ব্যায়ামের অবতারণা করিতেছি, ইহা নিদ্রার পূর্ব্বে শয়নগৃহে সাধন করিলেও ক্ষতি নাই, বিশেষতঃ স্ত্রী লোকেরা এসময় নিঃশঙ্কচিত্তে ইহা সম্পাদন করিতে পারেন। ব্যায়ামের সময় এরূপ পরিচ্ছদ আবশ্যক, যাহাতে শ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত না হয়। স্কন্ধ ও গলদেশ অনাবৃত রাখিলেই ভাল হয়, কটিদেশও দৃঢ় বদ্ধ রাখা অনুচিত। যাহাতে পাকস্থলীর ক্রিয়ার অণুমাত্র ব্যতিক্রম না হয়, তাহা সাবধানে সম্পন্ন করিতে হইবে। অনাবৃত শরীর ব্যায়ামের উপযোগী, সুতরাং শয়নমন্দিরই ইহার প্রশস্ত স্থান। আমরা আর একটী গুরুতর কারণে শয়ন মন্দিরের পক্ষপাতী। সমস্ত দিবসব্যাপী শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া যখন বিশ্রামার্থে প্রস্তুত হই, মস্তিষ্ক অতিরিক্ত রক্তভারে ভারাক্রান্ত হইয়া কত সময় নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া থাকে, তখন এই আরামপ্রদ ব্যায়াম দ্বারাই রক্তস্রোত আকর্ষণ করিয়া মাংসপেশী সকলকে স্বাভাবিক ভাবে সঞ্চালন করা যাইতে পারে। অনেকে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কারণ তৎপরে স্নানের সুবিধা আছে, কিন্তু নিদ্রার পূর্ব্ব ব্যায়ামে স্নান ভিন্ন অন্য সুবিধা অনেক। হস্তদ্বারা সমস্ত শরীর মর্দ্দন করিবার যথেষ্ট সময় প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং দীর্ঘকাল আরাম ও নিদ্রা হেতু স্নায়ু ও ধমনীর কার্য্য অবাধে সুসম্পন্ন হইয়া স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহাকে একপ্রকার অনিদ্রার মহৌষধ বলা যাইতে পারে।

পরিচ্ছদ, পথ্য, স্নান প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম সকলের আলোচনা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে অবয়ব সকলের পূর্ণ বিকাশ ও অঙ্গ সৌষ্ঠবের সম্বর্দ্ধন হয় কেবল তাহাই আলোচ্য।

শারীরবিধান মতে অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রমাণ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।—বাহুমূল, পাদ ডিম্ব (Calf) ও গ্রীবা পরিমাণে সমান হওয়া উচিত, অসম হইলেই সৌষ্ঠবের ব্যাঘাত হয়। এই অভাব কেবল ব্যায়াম দ্বারা অল্প দিনের মধ্যে পূর্ণ হইতে পারে। যাঁহারা এরূপ ব্যায়ামে অভ্যস্ত, তাঁহাদিগের শরীরের এ সকল ত্রুটী দৃষ্ট হয় না।

এই ব্যায়ামের প্রথম পাঠ ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা করা। জঙ্ঘা সন্ধি (হাঁটু), কটি ও তলপেট (Abdomen) পশ্চাতে হেলাইয়া শরীরের সমস্ত ভার পদগোলকের (ball of the foot) উপর সংস্থাপন করিবে, অত্যল্প ভার গুল্ফে আরোপিত হইবে। বক্ষস্থল স্ফীত ও সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া থাকিবে। এরূপে দাঁড়াইবার সময় যদি গুল্‌ফের উপর ভর দিয়া সজোরে উঠা যায় এবং শরীর হেলিয়া অগ্রভাগে পায়ের গাঁইটের দিকে না বেঁকে কিম্বা কটীর পশ্চাতে না হেলে, তাহা হইলেই ঠিক্ ঋজু ভাবে দণ্ডায়মান হওয়া হইল। দীর্ঘ যষ্টি বা দেওয়ালের অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া বক্ষস্থল দ্বারা যষ্টি বা দেওয়াল স্পর্শ এবং নাসাগ্র ও পদাঙ্গুষ্ঠ সমদূরে অবস্থাপিত করিলে ঠিক্ দাঁড়ান হইল। এইরূপ উঠা বসা দিনান্তে বার কয়েক অভ্যাস করিলেই ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে। এতদভ্যাসে কিছুমাত্র আয়াস আছে এরূপ বোধ হয় না, অথচ এরূপ অভ্যাস হইলে সুন্দররূপে চলিতে সক্ষম হওয়া যায়।

দ্বিতীয় সাধন শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও বর্জ্জন। বক্ষস্থল ঈষৎ স্ফীত না হইলে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। ঋজু হইয়া দাঁড়াইবার গুণে এই ক্রিয়া আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত উরস (বক্ষ) স্ফীত বা সঙ্কুচিত না করিয়া কেবল মাংসপেশীর দ্বারা ইহাকে উন্নত করিতে হইবে এবং অল্প মাত্রায় তলপেটকে পশ্চাতে হেলাইতে হইবে। সম্মুখে কটিতটে নাভির উপর (তলপেটে নয়) হস্তের অঙ্গুলীর ঈষৎ টিপ দিয়া ধীরে ধীরে নাসারন্ধ্র দ্বারা দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিবে। শ্বাসগ্রহণ কালে অঙ্গুলী যে অগ্রভাগে ঝুঁকিতেছে, তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইবে। শ্বাস ধীরে গ্রহণ করিয়া ক্ষণমাত্র থামিয়া পুনর্ব্বার অল্পে অল্পে প্রশ্বাস ত্যাগ করিবে। যতদিন না এই নাভিশ্বাস সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয়, তত দিন প্রত্যহ অনেক বার করিয়া এইরূপ অভ্যাস করিতে হইবে। পশু কা (পাঁজরা) শ্বাসের জন্ত অঙ্গুলীর পৃষ্ঠদেশ উভয় পার্শ্বের নিম্ন পঞ্জরের উপর অবস্থাপিত করিয়া নাসিকা দ্বারা দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিবে। পূর্ব্ব মত অল্পে অল্পে শ্বাস গ্রহণ করিয়া খানিক থামিয়া পুনর্ব্বার অল্পে অল্পে প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ অভ্যাসের সময় উরসের উপরিভাগ

অপরিচালিত থাকিবে। পরিশেষে কটিতটে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অঙ্গুষ্ঠ হয় স্থাপন করিয়া নাসিকাদ্বারা পূর্ব্বমত শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস বর্জ্জন কার্য্য অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনুভূত হইলেই ইহাকে পৃষ্ঠশ্বাস কহে। এই সকল শ্বসন ক্রিয়া প্রথমে সাবধানে করিতে হয়, ক্রমে অভ্যস্ত হইলে সহজ হইয়া দাঁড়ায়। ঋজুভাবে নিয়মিত-রূপে দণ্ডায়মান হইয়া উল্লিখিত এক একটী শ্বাস ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন করিতে হয়, ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ এবং শ্বাস ধারণ বা থামিবার সময় মনে মনে তিন অঙ্ক ধীরে ধীরে গণনা করিবে, এক একবার এক সেকেণ্ডের ন্যূন না হয়। যে মাংসপেষী দ্বারা বক্ষস্থল ও তলপেট প্রভিন্ন হইয়াছে, এই শ্বাস ক্রিয়া দ্বারা তাহার কার্য্য অবাধে সম্পন্ন হইয়া সমস্ত শরীরের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে। কিছু দিন অভ্যাস করিলে কটিদেশের মাংসপেষী সকল আয়ত্তাধীন হয় ও অনায়াসে যুগপৎ সঞ্চালিত হইয়া যখন ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হওয়া ও শ্বাসন ক্রিয়া বিলক্ষণ অভ্যস্ত হইবে, তখন অন্যান্য অঙ্গচালনার প্রয়োজন। ইহাই দ্বিতীয় পাঠ।

গৃহলক্ষ্মী।

(দুই সংখ্যায় সম্পূর্ণ হইবে)

১

"সত্য যদি প্রিয়তম! উন্নতির পথে তব,
বাধা আমি—কর আজ্ঞা পথে আর
নাহি র'ব!"

রান্না ঘরে পাশাপাশি দুই উনান ধরাইয়া বধূ মুকুলকুমারী দ্বিতীয় অন্নপূর্ণারূপে কাজে লাগিয়া গিয়াছেন। এমন সময়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পাঁচী চাকরাণী "ও বৌদিদি! দাদা বাবু এসেছেন!" বলিবা মাত্র হাতা বেড়ী ছাড়িয়া অন্নপূর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তার পরে বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্যি? না তোর বুঝি মিছে কথা?" পাঁচী গর্জ্জিয়া বলিল "মিছে কথা বলিতো আমার চোকের মাথা খাই, মা গঙ্গার দিব্যি।" পাঁচীর কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ ছিল না, কিন্তু কথাটায় মুকুলের এমন একটু আন্তরিক টান, যে সহজে অবিশ্বাসের ভয় ভাঙে না!—কেন তাহা আমরা জানিনা।

সন্দেহ ভাঙ্গিয়া বিশ্বাস জন্মিলে "বৌদিদি" একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁকে দেখেছিস কি পাঁচি?—রোগা হয়ে গিয়াছেন কি?"

পাঁ। কি জানি? আমি তো রোগা

টোগা দেখলেম না—তা একটু আর তর সইল না?—এখনি বাড়ীর মধ্যে আসবেন, আপন চোখে দেখতে পাবে। ধন্যি মেয়ে হয়েছিলে যেনে!

মু। দূর্ পোড়ার মুখি, দূর হতভাগি, আস্তে বল্‌না শুনতে পাবেন যে! ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল লিখেছিলেন, তাই জিজ্ঞাসা কোচ্চিলেম, তুই চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন?

সহসা মুকুলের শাশুড়ী সেই খানে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন "ও কি গা? পাঁচী হাস্‌ছিলি কেন?"

মুকুল পাঁচীর মুখ পানে ভয়ে ভয়ে চাহিল।

পাঁচী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল 'দাদাবাবু বাড়ী এসেছেন যে, দেখেছেন কি?" গৃহিণী বলিলেন "আমি কোথা থেকে দেখ্‌ব?—আমি কে যে আমাকে খবর দেবেন? এখনকার কালে যার সাথে সম্পর্ক, সেই খবর পেলেই হল।"

"ঝন্‌" করিয়া মুকুলের হাত হইতে থালাখানি পড়িয়া গেল, মুকুল আবার স্থির হইয়া ডাউল সাঁতলাইতে প্রবৃত্ত হইল। পাঁচী বলিল "মা দাদাবাবুর সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি, তাঁকে দেখে আমি নিজেই বোল্‌ছি।"

গৃ। তুই যা, তোর আর ন্যাকামি কোত্তে হবে না। এখনকার কালে মা'ও নেই বাপও নেই, পরিবার হয়েছেন সর্ব্বস্ব, মেয়েরাও তেমনি পাহাড়ে, "সোয়ামী সোয়ামী" কোরে অজ্ঞান! আমরা জানি দিনের বেলায় সোয়ামী যদি মুখ দেখ্‌তে পায়, তবে সে মেয়ের পোড়া কপাল, তার মহাপাতক হয়! তবে গিন্নী বান্নী হোলে সে কথা অবশ্যি আলাদা। তখন ঘোমটা দিয়ে দু'এক কথা কাজেই বোল্‌তে হয়। আমরা পাছে পুরুষ মানুষে আমাদের খাওয়ার কথা শুনতে পায়, এইভয়ে মরে যেতেম, কত উপাসও কোরেছি, এখন শুনতে পাই কত সোয়ামী স্ত্রী একস্তরে বোসে খাবার খায়!! ধিক্! মেয়ে মানুষের লজ্জা না থাকলে—"

আর বলা হইল না, শচীন্দ্রনাথ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া ডাকিলেন "মা!" মা'র সকল দুঃখ—সকল রাগ দূর হইল, মা বলিলেন "এই যে বাবা, আস্‌ছি!" ছি, মা হওয়া বড়ই দুর্ব্বলতা!! আশ্চর্য্য এই যে এত বকুনির পরেও মুকুল জানালা দিয়া গোপনে দেখিল শচীন্দ্র রোগা হইয়া গিয়াছেন কি না!

২

রাত্রে আহারের পরে শচীন্দ্র নিজ শয়ন ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। দেওয়ালে ছবি; সম্মুখে সেজ জ্বালান; আর কালিদাস, সেক্সপিয়ার, প্রভৃতির অমানুষিকী প্রতিভা সেই খানে টেবিলের উপরে পুস্তকাকারে সুশোভিত রহিয়াছে। ঘরের এক দিকে খাটের উপরে শচীন্দ্রের শয্যা। এখন চেয়ারের উপরে শচীন্দ্র, টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—মা।

মা বলিতেছেন "শচীন্! তুমি এত বড় হোলে তবু তোমার ছেলেমিটা গেল না?"

শচীন্দ্রের বয়স পঁচিশ বছর, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য—প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ পড়িতেছেন। তাঁহার মত উন্নতচেতা ছেলেকে সহসা এ রকম কথা বলা মা'র বিশেষ "ধৃষ্টতা"। সুতরাং শচীন্দ্রের মেজাজ একটু গরম হইল, বলিলেন "ছেলেমি দেখ্‌লে কিসে?"

মা। তিনি তো আর এমন কিছু রেখে যান্‌নি, যে তাই থেকে জমিদারী কোর্‌বে? আমি অনন্তর ব্রতটা প্রতিষ্ঠা কোচ্চি না, বলি শচী আমার পাশ করুক, শচীর আমার চাক্‌রি হোক্, তখন কোর্‌ব। আর তুমি কি না এমনি কোরে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্চ?

আরক্তমুখে শচীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "উড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্চি কি?"

মা। শুন্‌লেম বৌমার জন্যে ত্রিশ টাকা দিয়ে বডী না ফডী কিনে এনেছ নাকি?

শিক্ষিতাভিমানী তেজস্বী বীরপুত্রের আর ধৈর্য্য রহিল না, শচীন্দ্র বলিতে লাগিলেন "শুন, আমরা লেখা পড়া শিখেছি, আমাদের বিবেচনা শক্তি উপযুক্তরূপ বিকাশ হয়েছে, আমি যা' ভাল বুঝি তাই কোর্‌ব। তুমি সকল বিষয়ের ও রকম হিসাব নিতে কখনই এস না। তোমরা লেখা পড়া জান না, তোমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি অবশ্য উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট হয় নাই, আমরা যা' করি তা' তোমরা কি কোরে বুঝ্‌বে বল দেখি'?"

এ বডী কেনার ভিতরে বার্ক, মিল্, অথবা মোক্ষমূলারের কি তত্ত্ব নিহিত, তাহা সে অশিক্ষিতা, অল্পদয়া, অর্দ্ধপক্বকেশী ছাপান্ন বর্ষবয়স্কা শচীন্দ্রের মা'র বোধগম্য হইল না। মা' আর এক বিন্দু বিলম্ব না করিয়া সজলচক্ষে নিজের শয়ন ঘরে চলিলেন। সেখানে মুকুল শাশুড়ীর বিছানায় মশারি মুড়িয়া দিতেছিল, শাশুড়ী সেখানে আসিয়া বলিলেন—"যাও, যাও, আর কিছু কোত্তে হবে না।" ধীরে ধীরে কম্পিতহৃদয়ে মুকুল জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে মা?"

মা'র ধৈর্য্য স্খলিত হইল, বলিতে লাগিলেন "তুই আর ভালমানুষিপণা করিস্ না। তুই তো আমার সর্ব্বনাশ কোরেছিস্, আমার বাছা কি আগে অমনতর ছিল? তো'কে ঘরে এনে অবধি ওর মতিচ্ছন্ন হয়েছে। তুই ও'র দফা রফা কোরেছিস্! তুই কি সামান্যি পাত্রি! যা, তুই এ ঘর থেকে যা" বলিয়া শাশুড়ী, বধূকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন।

মুকুল অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁদিল, আরও অনেকক্ষণ কত কি ভাবিল, তার পরে শচীন্দ্রের ঘরের দিকে চলিল। . . .

ছেলের উপর রাগ হইলে বৌমাকে

দুই কথা শুনাইতে অনেক শ্বাশুড়ীর অভ্যাস আছে, একা শচীন্দ্রের মার নহে।

৩

দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া শচীন্দ্র ভাবিতেছেন "আমার মত দুঃখী আর নাই!" শচীন্দ্রের পিতা বিষয় সম্পত্তি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের বিশেষ কোনও অভাব হয় না, কিন্তু শচীন্দ্র যেরূপ ইচ্ছা করেন অর্থাৎ প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী, দরজায় দরওয়ান, তিন চারিটী চাকর, পাঁচ ছয়টী ঝি, দুই তিনটী রাঁধুনি তাহা জোটে না। বাড়ী ঘর যে রকম করিয়া সাজাইতে ইচ্ছা করেন, নিজের পরিচ্ছদাদির যেরূপ উন্নতি ইচ্ছা করেন, প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণীকে যেরূপ বসন ভূষণে সুসজ্জিতা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা জোটে না। কাজেই শচীন্দ্রের মত "দুঃখী আর নাই!"

দ্বিতীয়তঃ শচীন্দ্রের মা'র মূর্খতা ও অসভ্যতায় শচীন্দ্র হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হইতেছেন। সেই কাণ্ডজ্ঞানহীনা বর্ষীয়সী সুশিক্ষিত শচীন্দ্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে! শচীন্দ্রের মত সুসভ্য উন্নতচেতা পুত্রের সম্মান, গৌরব, মহত্ত্ব কিছুই তাহার নিকটে উপযুক্ত রূপে রক্ষা হয় না। ওয়েলিংটন, ওয়াসিংটন, উইলিয়ম জোন্সকে এ রকম মায়ের হাতে পড়িতে হয় নাই? শচীন্দ্র যে দেশের এক "প্রধান রত্ন" রূপে পরিগণিত হইতেছেন না, তাহা কেবল—কেবল না হউক, প্রধানতঃ এই অশিক্ষিতা "বুড়ো মাগীর" জন্যে! অধিক কি শচীন্দ্র তাঁহার স্নেহপ্রতিমা ভার্য্যার জন্যে একটা বডী কিনিয়াছেন শুনিয়া কত কি বলিয়া গেল এমনই হৃদয়হীনা!! কিন্তু কেবল এই সকল হইলেও তবু একদিন ক্ষমা করা যাইত, সেই মা'র আরও গুরুতর দোষ আছে। যিনি শচীন্দ্রের ভালবাসার প্রতিমা সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী, সহযোগিনী, সহভোগিনী—কার্য্যতঃ এতটা না হইলেও শচীন্দ্র যাঁহার উপরে এতদূর আশা রাখেন, মা' কি না তাঁহাকে দিবারাত্র খাটায়!! সেই দেবীরূপিণীর নরম নরম হাত দুই খানি যখন বাসন মাজিতে, ভাত রাঁধিতে, রুটী বেলিতে নিয়োজিত হয়, তখন শচীন্দ্রের বুকটা যে কি করিতে থাকে তাহা শচীন্দ্রই বোঝেন, আর শচীন্দ্রের অভিধানে যাঁহারা "হৃদয়বান্" তাঁরাই বুঝিবেন; আমরা এখানে হার মানিলাম। এখন কথা এই শচীন্দ্রের মত "দুঃখী আর নাই!"

তৃতীয়তঃ শচীন্দ্র সেই ভালবাসার প্রতিমা মুকুল হইতেও অসুখী। শচীন্দ্র কখনও ইচ্ছা করেন সে কালিদাসের শকুন্তলা, সেক্সপিয়ারের মিরাণ্ডা বা বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলার মত সাংসারিক জীবনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা হউক। কখনও মিল্ বা কম্‌টের সহধর্ম্মিণীর মত তাহার মস্তিষ্ক বিকাশ করিতে সক্ষমা

হউক। কখনও ইচ্ছা করেন তাহাকে রাজপুত মহিলাদিগের ন্যায় তেজস্বিনী দেখিতে, কখনও ইচ্ছা করেন সীতা বা সাবিত্রীর ন্যায় তাহার নিকট হইতে ভালবাসা পাইতে!—কিন্তু হায়রে, একটী আকাঙ্ক্ষাও অদ্যাপি পূর্ণ হইল না, সে পাড়াগেঁয়ে মুখচোরা পোড়ারমুখী না হইল মিরাণ্ডা, না হইল ক্লোটিডা! লেখা পড়া শিখিয়াও সে ভাত রাঁধিতে সন্তুষ্ট হয়। শচীন্দ্রের নিকট বিজ্ঞানের তত্ত্ব শুনিয়াও সে খাশুড়ীর পদসেবা করে, নিউইয়র্কবাসিনী মহিলাদিগের মহানুভবতার কথা শুনিয়াও সে প্রফুল্ল-চিত্তে ঘরকন্নার কাজ করে, আর যখন তখন অজ্ঞান বুড়ো মার পক্ষ হইয়া স্বামির উপর রাগ দুঃখ প্রকাশ করে! এই ক্ষুদ্রাশয় মাজিত রুচিবিহীনা যুকুল যাঁহার জীবন পথের সহচরী, তিনি কেন ভাবিবেন না "আমার মত দুঃখী আর নাই!" এইরূপে শচীন্দ্র নিজের দুঃখ ও দুর্ভাগ্য অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমা।

কৃত্রিম বৃষ্টি।

আমেরিকার 'পাসেফিক রেলওয়ে' প্রস্তুত হইবার সময় অনেক পাহাড় কাটিয়া তুলাইতে হইয়াছে। পাহাড় কাটা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইহা কোন ধাতব অস্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বারুদ পূর্ণ করিয়া অগ্নি প্রদান করিলেই সহজে নিষ্পন্ন হয়। বারুদে অগ্নি লাগাইলেই বজ্রনিঃস্বনে পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। তখন মূল পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতদেশ বিষম বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে। পর্ব্বতাঞ্চল স্বভাবতঃ জনশূন্য ও নিস্তব্ধ, তথায় এরূপ অগ্নিকাণ্ড হইলে যে কিরূপ ভীষণ শব্দ হইয়া থাকে, অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। ভয়ঙ্কর গর্জ্জন গিরিকন্দর আলোড়িত করিয়া গগন ভেদ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। সেই জন্য বায়ুমণ্ডল বিশেষরূপে আলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে। বারুদের ধূমজাত মেঘরাজী বায়ুমণ্ডলে সংঘর্ষিত হইয়া বিদ্যুত বজ্রপাত সহ প্রবল বেগে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া বায়ুমণ্ডলকে প্রকৃতিস্থ করিয়া থাকে। উক্ত মরুভূমি পার্ব্বতীয় অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে কস্মিন্‌কালেও বৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু যত দিন রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য এইরূপ কৌশলে পাহাড় সকল তুলাইতে হইয়াছিল, প্রায় সেই সমস্ত সময়েই অনবরত বৃষ্টিপাত হইয়াছে।

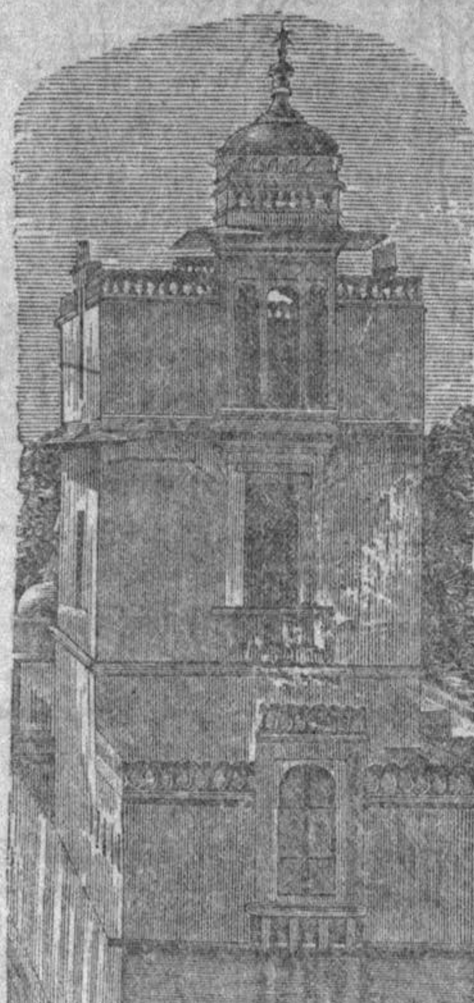
আশ্চর্য্য, পথ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইবার পর আর একবারও বৃষ্টি হয় নাই। বড় বড় যুদ্ধে যখন অনবরত শতঘ্নী বা কামানের ভীষণ নিঃস্বনে দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণপ্রায় হইয়া যায়, যখন দুর্গ ভেদ করিবার জন্য প্রাচীরের মূলদেশ বারুদ দ্বারা উৎপাটিত করা যায়, যখন প্রকাণ্ড বোমা সকল নিক্ষেপ করিয়া অর্ণবযান বা দুর্গ দগ্ধ করা হয়, তখন ভীষণ শব্দ দ্বারা গগনকম্প উপস্থিত হয় এবং বায়ুমণ্ডলের সহিত সংঘর্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সময়ে প্রবল বারিধারাও নিপতিত হয়। ভয়ঙ্কর ওয়াটারলু যুদ্ধ সময়ে ছয় শত বৃহৎ কামান বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত অনবরত অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছিল, বায়ুমণ্ডল অবিশ্রান্ত অশনি গর্জ্জনে সমস্ত সময় স্তব্ধমান ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। প্রকৃতির বিষম বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। এই সময় অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা পতিত হইয়া বিস্তর বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছিল। মহা মহা অগ্নিকাণ্ডের পর বিশেষতঃ আগ্নেয় গিরির অগ্নি উদ্গীরণের সময়ও প্রভূত পরিমাণে বৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিকেরা বৃষ্টির এই সকল কারণ অবগত হইয়া স্থানে স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দাহ্য বস্তু সকল সংগৃহীত করিয়া ভয়ানক শব্দ উৎপাদন দ্বারা বৃষ্টিপাতের পরীক্ষা করিতেছেন। যে সকল স্থান অনাবৃষ্টিতে জ্বলিয়া যাইতেছে, তথায় এরূপ কৌশলে বৃষ্টি হইতেছে। এই সকল পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া ইঁহারা বৃষ্টির এক নূতন সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে। বদ্ধ ব্যোমযান* সকল ১ভাগ অম্লজানও ২ভাগ জলজান বায়ুপূর্ণ করিয়া প্রয়োজনমত ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাতে বৈদ্যুতিক কৌশলে অগ্নি প্রদান করা হয়, তাহাতে এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, তাহার সহিত একত্রে শত বজ্রের নিঃস্বন ও তুলনা হয় না। এরূপ ভীষণ শব্দ দ্বারা বায়ুমণ্ডল সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হয় ও ধূমজাত মেঘ সংঘর্ষণে প্রবল বেগে বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। অধ্যাপক কার্ল মায়রস এই অভিনব কৌশলের আবিষ্কর্ত্তা। সম্প্রতি নিউইয়র্কের ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে এইরূপ একশত ব্যোমযান প্রস্তুত হইতেছে। বেলুন গুলি এক প্রকার দৃঢ় কাগজে নির্ম্মিত। এগুলি অনাবৃষ্টি সময়ে দেবমাতৃক দেশে প্রেরিত হইবে। তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক কৌশলে বৃষ্টি উৎপন্ন হইবে, জলের জন্য আর আকাশের মুখপানে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না।

---

* যে সকল ব্যোমযান প্রকাণ্ড দৃঢ় রজ্জু দ্বারা একটী স্থানে বদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহারা ঘুড়ির ন্যায় উড়িয়া নভোমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া থাকে, বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইলেও প্রায় নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অধিক দূরে যাইতে পারে না। রজ্জু দ্বারা বদ্ধ বলিয়া ইহাদিগকে "ক্যাপটিভ বেলুন" অর্থাৎ "বদ্ধ ব্যোমযান" বলা হয়।

পদ্মিনীর প্রাসাদ।



আমাদিগের কোন বন্ধু রাজপুতানা ভ্রমণ করিতে গিয়া প্রাচীন চিতোর রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ সকল দর্শন করেন, তন্মধ্যে পদ্মিনীর প্রাসাদ অদ্যাপি অভগ্ন রহিয়াছে। তিনি তাহার যে ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়া আসিয়াছেন, তাহা হইতেই এই ছবিখানি অঙ্কিত করিয়া নববর্ষে পাঠিকাগণকে উপহার দেওয়া যাইতেছে।

টোট্‌কা ঔষধ।

১। কাটা ঘার ঔষধ:—(১) অল্প কাটা হইলে দূর্ব্বা ঘাস চিবাইয়া কাটা স্থানে দিলে কাটা ভাল হইয়া যায়। (২) কাটিবা মাত্র গাঁদা পাতার রস কাটা স্থানে দিয়া এক ফালি নেকড়া দিয়া পাতা শুদ্ধ বাঁধিয়া রাখিলে কাটা যুড়িয়া যাইবে এবং ফুলা ব্যথা কিছুই থাকিবে না। (৩) নেকড়া পোড়াইয়া তাহার ছাই, কিছু পানে খাইবার চুণ এবং কচি কলাপাত ছেঁচিয়া (কাটা যত গুরুতর হউক না কেন) নেকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিলে রক্ত বন্দ হইয়া কাটা ঘা আরোগ্য হইবে। (৪) সজিনার কচি পাতার কুঁড়ি পাপড়ী খয়েরের সঙ্গে বাটিয়া কাটা স্থানে দিলেও আরোগ্য হইবে। (৫) খনিজ পাথুরিয়া কয়লা (পোড়া কোক নয়) জলে ঘষিয়া প্রলেপ দিলে কাটা যোড়া লাগে।

২। (১) ক্ষতের ঔষধ:—খাঁটি সরিষার তেলে নিমপাতা বাটা ২।৩টা রসুনের সহিত পাক করিবে। ইহা দ্বারা যে কোন প্রকার ক্ষত হউক আরোগ্য হইবে। (২) জিঙ্ক অয়েণ্টমেণ্ট (Zinc ointment) ইংরাজী ঔষধালয়ে ৵০ বা।০ আনায় পাওয়া যায়। গরম জলে ঘা ধুইয়া তাহা লাগাইয়া দিলে হয়।

৩। শিল্প ও কৃষি পত্রিকা ঘা পাঁচড়ার এই কয়েকটী ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—(১) দুই তোলা চূণ এক তোলা গুঁড়া গন্ধক আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কতকক্ষণ রাখিয়া দিলে উপরে এক প্রকার লাল বর্ণ আরক ভাসিয়া উঠিবে। এই আরক ঝিনুক দ্বারা উঠাইয়া শিশিতে রাখিতে হইবে। পরে যেখানে পাঁচড়া কি দাদ হইয়াছে, সেই জায়গা গরম জল ও কার্বলিক সোপ দ্বারা ধুইবে। কেবল গরম জলে ধুইয়া বা শুদ্ধ চুলকাইয়া ঔষধ দেওয়াতেও উপকার হয়। এই ঔষধে দাদ এক দিনে আরাম করিয়াছি। যেরূপ গুরুতরই ব্যারাম হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

(২) কেরোসিন তৈলের সঙ্গে অল্প পরিমাণ সরিষার তৈল ও প্রয়োজন মত কর্পূর দিয়া ইহার দুর্গন্ধের হ্রাস করিয়া দুশ্চিকিৎস্য পাঁচড়া ৩।৪ দিনে আরোগ্য করিয়াছি। এস্থলেও পরিষ্কার করিবার নিয়ম উপরের মত।

নূতন সংবাদ।

১। লেডী ল্যান্সডাউন কিছুকালের জন্য স্বদেশে গিয়াছেন।

২। বেথুন কলেজ হইতে এ বৎসর ৫টী বালিকা এফ এপরীক্ষা দেয়, তন্মধ্যে সাটিলড্‌ ও কোহেন রাচেল কোহেন নাম্নী দুইটী ইহুদী বালিকা ১ম বিভাগে

সরলা রক্ষিত ২য় এবং আগ্নেস্ দত্ত ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম বালিকাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ম স্থানীয় হইয়াছেন, ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে।

৩। কুমারী যামিনী সেন মেডিক্যাল কলেজের (প্রিলিমিনারী) এল, এম এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪। বরাহনগরের হিন্দুমহিলাশ্রম এখন নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। হিন্দু বিধবা রমণী প্রার্থিনী হইলে এখানে বিনা ব্যয়ে বাস করিতে ও শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

৫। গত ৯ই বৈশাখ ছোট লাট অশ্ব চিকিৎসালয়ের (Bengal Veterenary Institution) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। এই শুভ কার্য্যে বদান্যবর শিব বকৃস বগলা ৩০ হাজার এবং স্যার দিনসা মাণিকজী পেটিট ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৬। কুচবিহারের মহারাণী বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ কলম্বো যাত্রা করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসুন।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ—পণ্ডিতবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত। ইহার কাগজ যেমন মোটা, ছাপা তেমনি সুন্দর এবং শিখাইবার প্রণালীও উৎকৃষ্টতর। এত গুণ সত্ত্বে ইহার মূল্য ৵১৫ মাত্র। এরূপ পুস্তকের উৎসাহদান করা সাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য।

২। কৃষ্ণভক্তিরসামৃত—পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন বিরচিত। সংস্কৃত ও ভাষায় ২০৩টী কবিতা স্তবকে এই পুস্তক খানি গ্রথিত। সকল গুলিই সুন্দর, সুললিত ও গ্রন্থকারের হৃদয়ের ভক্তিরসপ্লুত। যে কোন সম্প্রদায়ের লোক হউন এ গুলি পাঠে তৃপ্ত ও উপকৃত হইতে পারিবেন। নামমাহাত্ম্য নামরূপভেদ, আত্ম-নিবেদন, শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ও মাতৃপদাঞ্জলি নামে কবিবরের রচিত আরও ৫টী প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাকিনারাজের ব্যয়ে ইহা মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।

৩। নবসীমন্তিনী, গার্হস্থ্য উপন্যাস—শ্রীবসন্ত কুমারী নাথ কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। লেখা বেশ সরল হইয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে অনেক সদুপদেশ এবং দেশের কুরীতির প্রতি কটাক্ষ আছে। গ্রন্থকর্ত্রী উৎসাহ লাভের যোগ্যা।

বামারচনা।

বসন্ত আবাহন।

এসগো বসন্ত এস সৌন্দর্য্য প্রতিমাখানি!
পিক পিকবধূ সাথে গাহে তব আগমনী।
হোথায় কানন বালা,
পুলকে ভরিয়ে ডালা,
গাঁথিছে কুসুমমালা, সাজাতে সুতনুখানি।
ভ্রমর ভ্রমরী সনে,
গুন গুন আলাপনে,
তোমার উদ্দেশে সদা করিছে মঙ্গল ধ্বনি;
মৃদুল দখিণা বায়,
স্নিগ্ধ শ্যাম তরুচ্ছায়,
বিতরে সুবাস সদা, ঢালে পূত মন্দাকিনী।
আনন্দেতে দিশেহারা,
যেন গো পাগল পারা,
বিভলে সদাই ধায় চুমিতে বদন খানি।
নবীন কুসুম সারি,
লইয়ে মঙ্গল ঝারি,
দাঁড়ায়েছে পথ চাহি, পূজিবারে পাদুখানি
প্রকৃতি যতন করে,
নব শ্যাম শষ্প পরে,
পাতিয়াছে তোমাতরে, সুন্দর আসনখানি;
এসগো বসন্ত এস, সৌন্দর্য্য প্রতিমাখানি।

শ্রী নী।

হিন্দু রমণীর বিদ্যাশিক্ষা ও পরাধীনতা।

সংসার মনুষ্যের কার্য্য ক্ষেত্র। এই কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অগ্রে জ্ঞান শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশের লোকদিগের বিশ্বাস যে অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার বোধ হয় যে জ্ঞান শিক্ষাই বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি তাহাই ঠিক্ হয়, তাহা হইলে শিক্ষা বিষয়ে স্ত্রী জাতি ও পুরুষ জাতির সমান অধিকার থাকা একান্ত বিধেয়।

স্ত্রীহৃদয় সঙ্কীর্ণ ও অদূরদর্শী বলিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা গৃহেই তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ পুরুষের হইতে বিভিন্ন, শিক্ষাও সেইরূপ বিভিন্ন ভাবেই হওয়া উচিত।

ইদানীং বঙ্গরমণীর বিদ্যাশিক্ষার আলোচনায় অনেক নব্য সম্প্রদায় মাতিয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অনুমোদনীয় শিক্ষাপ্রণালীতে সুফল না ফলিয়া অধিকাংশ স্থলেই যে বিষময় ফল ফলিতেছে, তাহা সকলে অনুভব করিতে পারিতেছেন কি না জানিনা। হিন্দু রমণীর বিদ্যা শিক্ষা যে হিন্দুধর্ম্মের বহিভূর্ত নহে, তাহা জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। অধুনাতন মহিলাগণ সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, প্রভৃতি প্রাচীনা খ্যাতনামা রমণীবর্গের সমকক্ষ

হইতে পারে না বলিয়া অনেকের আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করা যায়; কিন্তু কি কারণে বঙ্গরমণী তাদৃশ গুণাবলীতে সমলঙ্কৃতা হইতে পারে না কেহ কি তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, অথবা রমণীপ্রকৃতির উৎকর্ষ সাধনে আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন? বোধ হয় না। যদিও দুই এক জনের মনে অভিলাষ হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার প্রকাশ দেখা যায় না। অদম্য স্পৃহা থাকিলে ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিলে তাহা কখনই বিফল হয় না। অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালী পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণ না করিয়া যদি বৈদিক কালের আর্য্যমহিলাগণের শিক্ষার অনুকরন করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাদিগকে কখনই এত অনুশোচনা করিতে হইত না। বিজাতীয় ধরণে আপনাপন কন্যাবর্গকে শিক্ষা দিয়া কি ফললাভ হইতেছে, তাহাও অনেকে বুঝিতে পারেন না অথবা বুঝিয়াও বুঝেন না।

জাতীয় প্রকৃতি ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্মানুরূপ শিক্ষিতাদিগের দ্বারা দরিদ্র বাঙ্গালী যে অধিক পরিমাণে দরিদ্র দশায় নিপতিত হইতেছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণে স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষা আপামর সাধারণ সকলের নিকটেই কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য সকলেই আপনাপন কন্যাবর্গকে স্কুলে পাঠাইয়া দিয়া কৃতকৃতার্থ হন। এতাদৃশ সভ্যতানুমোদিত কার্য্য করিয়া কোন্ ব্যক্তি শ্লাঘনীয় না হইবেন? কিন্তু স্কুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহাদের দারিদ্র টুকু ঘুচিয়া যায়, ইহাই দুঃখের বিষয়। অধিকাংশ স্থলেই তৃতীয় ভাগ কি বোধোদয়েই বিদ্যার পরিসমাপ্তি হয়, তবে অবস্থানুসারে সহরের কোন কোন ছাত্রী ছাত্রবৃত্তি, এণ্ট্রান্স, এফ, এ, বি, এ, পর্য্যন্ত পড়েন।

উপরি-উক্ত প্রণালীর শিক্ষিতা স্ত্রলোকগণ লজ্জাহীনা, চঞ্চলা, আলস্যপরায়ণা ও মুখরা হন, অর্থাৎ মূর্খা স্ত্রীলোকদিগের সহিত ইহাদিগের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। অধিকন্তু ইহারা নাটক নভেল প্রভৃতি পুস্তক পাঠ ও কুরুচিপূর্ণ ২।১ খানা পুস্তক লিখিয়াই বিদ্যাশিক্ষার চরমোৎকর্ষ সাধন করেন। ইহারা অশিক্ষিতা বটেন, কিন্তু রমণীসমাজে বিদুষী বলিয়া পরিচয় দিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। 'অল্পবিদ্যার ভয়ঙ্কর' ফল ইহাদিগের চরিত্রে জাজ্বল্যমান প্রকাশ। এইরূপ শিক্ষিতাগণের দ্বারা সাংসারিক কার্য্যে কোন উপকার পাওয়া যায় না, বরং মূর্খা স্ত্রীলোকেরা ইহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বিশেষতঃ এই প্রণালীর শিক্ষিতাগণ সংসারের ঘোরতর অশান্তির কারণ হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া অনেক ভদ্রলোক ধনে প্রাণে মারা যাইতেছেন। ইহা কাল্পনিক জল্পনা নহে, সহরে অনুসন্ধান করিলে স্বল্পায়াসেই অবগত হওয়া যায়। ইহাদিগের কার্য্য সংসারের সুসার করা নয়, গতরটী বজায় রাখিয়া অন্যের মাথায় কাঁটাল ভাঙা এবং নিজের ও ছেলে পিলের সাজ সজ্জা করিয়া বিলাসিতার পরিচয় দেওয়া। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইহাদিগের (মন হউক না হউক) শরীরটি অত্যন্ত কোমল হইয়া যায়। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া গোছের হইয়া উঠেন। সুতরাং অগ্নির উত্তাপ দূরে থাকুক, রৌদ্রের তাপই সহ্য করিতে অক্ষম। (ক্রমশঃ)

শ্রীকুলবালা দেবী।

The Bamabodhini Patrika.

The Bamabodhini Patrika or "Enlightener of Women" is the oldest women's journal in India, having been started in August (Bhadra) 1863. Its object is to further the intellectual, moral and social amelioration of the fair sex in India, and it has tried in its humble way to promote that object through a period of about 30 years. Various have been the adverse circumstances through which it has had to pass, but relying on Providence it has survived all its trials and found its efforts crowned with a success beyond expectation. It opened an English column under the able editorship of the late Babu Keshub Chandra Sen who was one of its chief patrons, but for various reasons it had to be discontinued. With the advent of the new year, we propose to have the English section revived. There has been so much progress all round in the education of women, that many of our educated sisters in different parts of India can exchange their thoughts and aspirations through a common language, the English. In the far west our English sisters are taking an increasing interest in the progress of Indian women. We intend to give short notes on events of abiding interest either educational or philanthropic. Both our Indian and English sisters may help us by contributing under this head anything that may raise and ennoble the daily lives of the women of this country. May our humble wishes be realized.

The Sunday school in connection with the Sadharan Brahmo Samaj is being well conducted by a few Brahmika ladies, assisted by some gentlemen. Two parents' meetings were held at 13 Cornwallis Street for the improvement of the institution, and most valuable suggestions were made by some ladies and gentlemen present there. As an outcome of their deliberations, the establishment of a permanent society under the name of the Parents' Society has been resolved upon.

The Brahmo Girls' Boarding Institution which was inaugurated in November 1890 with 6 girls only now counts 29 inmates. We are glad to find that Sreematis Biraj Mohini Bhattacharjee, Dinotarini Ganguli, and Hem Lata Bhattacharjee in charge of the Institution, are working with all their hearts for the good of the boarders.

An evening party in connection with the Bengal Ladies' Association was held last month. Besides music, there was a stirring recitation of a poetical piece by a young lady. After light refreshments, the pleasant gathering broke up at about 10 o'clock.

There has been a good deal of work done in various parts of India in connection with Lady Dufferein's scheme of medical help for Indian women. In the metropolis itself, the children's ward in the Zenana Hospital has been opened. The new Hospital at Bulrampore in the N. W. P. is almost completed. The foundation stone of a Medical Dispensary has been laid at Dinajpore.

Miss. Jamini Sen a Bengali girl, who joined the Medical College after passing the First Arts, has been successful in the 1st Preliminary Scientific Examination held lately.

There will be a great attraction for the World's Fair to be held this time next year at Chicago—a special feature of the exhibition would be the woman's

department, all the work therein to be carried on by the gentler sex. Among other exhibits there will be one of fresh laces manufactured by the poorer Irish women. The countess of Aberdeen and the wife of the present Viceroy in Ireland are encouraging the industrial works of their poor Irish sisters by holding exhibitions in different parts of the United Kingdom.

In the place of Miss Clough, the founder and first Principal of the Newnham College for Women, Mrs. H. Sidgwick has been appointed. No doubt the progress of the College will be as satisfactory under the present regime as it was under the founder, who devoted all her energy and life to the advancement of her College.

Among other interesting topics published in the proceedings of the International Congress of Hygiene held in London, we find the discourse on the "Value of Hygienic Education to Women" very interesting. The author shews how useful such knowledge is to women as wives, mothers, mistresses of households, teachers, nurses &c. The mortality of children among ignorant people is as much as 50 per cent. It would be a very useful thing to publish, from time to time, in the vernacular, the elements of hygienic principles on such subjects as water, food, air, and dwelling houses. One is mortified to see the weekly high death rates among infants in Calcutta alone.

The results of the University Entrance and First Arts examinations are out. It is gratifying to find that 4 out of the 5 girls who appeared from the Bethune College in F. A. have been successful, one standing so high as eighth in competitive list. Matilda Cohen and Rachel Cohen passed in the 1st, Sarala Rukhit in the 2nd, and Agnes Dutt in the 3rd Division. We congratulate the ladies' College on such good results.

Thus says Mr. H. B. Grigg C. I. E. Director of Public Instruction, Madras, in the course of his Convocation Address, delivered on the 31st March 1892 :—

"To the influence of woman is due in no small measure the exercise of those gentle virtues which have become characteristic of the most progressive races on this planet. To woman are they indebted for much of that reasonable spirit of self-sacrifice and obedience which is rendering the social, and the political, progress of mankind possible, * * * It is the boast of the people of Madras that they of India's peoples have been the first to welcome the rays of this new gospel, for of the 250 thousand girls who are under instruction in India, one-third appertain to Madras, although its population is but a sixth of the total population. But this progress is after all but the twilight which precedes the dawn. It rests with you, gentlemen, by requiring for and affording to your women the highest instruction in knowledge especially in those branches which chiefly concern their side of humanity, to make these "hues of the rich unfolding morn" brighten into a glorious flood of sun-light which shall illumine the homes of the poorest and meanest of your people."

A competitive practical examination in cookery among 110 Parsi girls took place the other day at Bombay in the Vicagee Hall, built for the Girls' Association by Mr. Bengallee in honor of his mother at an expense of Rs. 60,000. A good many Parsi ladies examined the different plates which included among others, particular dishes prepared for convalescents and children. The girls managed the cookery to the entire satisfaction of the examiners. It is a healthy sign to see the different unions in Bengal also encouraging the art of cookery among the ladies examined through their agencies.

The sister province of Burma is going to send one of her worthy daughters, a Princess of the Mengueen family, to complete her medical education, which she has already begun, in Calcutta and then return to her native country to practise the art of healing. We wish all success to our sister in her noble efforts.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩২৯ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯—জুন ১৮৯২। | ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি—আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগে মানুষের আকারও বয়স ক্রমশঃ কমিতেছে, শেষে মানুষ বেগুণ গাছে আকষী দিবে এবং ১০ বা ৫ বৎসরে মানবলীলা শেষ করিবে! ইউরোপে ইহার বিপরীত ফল প্রত্যক্ষ হইতেছে। বিলাতে ১৭ শতাব্দীতে লোকে গড়ে ১৩ বৎসর এবং ১৮ শতাব্দীতে ২০ বৎসর বাঁচিত, কিন্তু ১৯ শতাব্দীতে ৩৬ বৎসর বঁচিয়াছে। ফল কথা—এদেশে স্বাস্থ্যের নিয়ম ক্রমশঃ ভঙ্গ হইয়া আমাদের জাতি অধঃপাতে যাইতেছে, ইউরোপে স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রতিপালিত হওয়াতে লোকের আয়ু বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের জাতির উন্নতি পুনরায় দেখিতে চাহিলে দুর্নীতির পরিবর্ত্তে সুনীতির প্রতিষ্ঠা হওয়া অত্যাবশ্যক।

সঙ্গীতের স্বাস্থ্যবিধায়িনী শক্তি—সুগায়কেরা প্রায় দীর্ঘজীবী হয়, তাহাদের ফুসফুস, দন্ত প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্র ভাল থাকে এবং মনের স্ফূর্ত্তিপ্রযুক্ত শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্যও সুরক্ষিত হয়। প্রসিদ্ধ গায়িকা মাদাম পাটির বয়স প্রায় ৫০ বৎসর, কিন্তু দেখিতে তিনি ২৫ বৎসরের যুবতী। তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন :—

"আমি কখনও ক্রোধের বশীভূত হই না, নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করি ও নিদ্রা যাই, সুতরাং আমার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় নাই। যাহারা ক্রোধ-পরায়ণা, তাহারা শীঘ্রই যৌবনের সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলে।" বঙ্গনারীগণ সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোযোগিনী হউন।

চিকাগো প্রদর্শনী—আগামী

বৎসরের জুনমাসে আমেরিকার চিকাগো নগরে পৃথিবীর সমুদায় স্থানের আশ্চর্য্য বস্তুর প্রদর্শনী হইবে এবং তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের রচিত শিল্প কার্য্যের এক বিশেষ বিভাগ থাকিবে, আমরা গতবারে উল্লেখ করিয়াছি। আমরা আশা করি আমাদের পাঠিকাদের মধ্যে যাঁহারা শিল্পনিপুণা, তাঁহারা গৌরব লাভের এ সুযোগ ছাড়িবেন না। ভারতের দ্রব্য সকল লইয়া যাইবার জন্য আমেরিকা হইতে দুইখানি জাহাজ আসিবে।

নিগ্রো জাতির অভ্যুদয়—আমেরিকাস্থ নিগ্রোগণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া সমাজে ক্রমশঃ উন্নত ও গণনীয় হইতেছে। তাহাদের মধ্যে ৮৪২ জন উকীল, ৭৯২ জন ডাক্তার এবং ১৪২০ জন সওদাগর হইয়াছে।

মণিপুরের নূতন বন্দোবস্ত—গত ২৯এ এপ্রেল (অক্ষয় তৃতীয়ার দিন) রাজা নরসিংহের প্রপৌত্র চূড়চন্দ্র সমারোহে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এ দিকে মৃত মহারাজা কুলচন্দ্রের পুত্র টীকেন্দ্র সিং ১৫৲, তাঁহার মহিষী ও অন্যান্য পুত্র কন্যার প্রত্যেকে ৫৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইবেন এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইংরাজরাজ ইহাঁদিগের প্রতি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা না করিলেই বা কে কি করিতে পারিত?

রুসিয়ার দুর্ভিক্ষ—ইহাতে ৫০ লক্ষ লোক মরিয়াছে। আজিও দুর্ভিক্ষের শান্তি হয় নাই। আমেরিকাবাসীরা জাহাজ পূর্ণ পামরুটী পাঠাইতেছেন।

স্ত্রীসভ্য নির্ব্বাচন বিল—পার্লেমেণ্টে অনেক আন্দোলনের পর ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। গ্লাডষ্টোনের ন্যায় ব্যক্তিও যখন ঘোর বিরোধী, তখন বিলাতে স্ত্রীস্বাধীনতার দিন এখনও দূরবর্ত্তী।

স্ত্রী কর্ম্মচারী—বেঙ্গল প্রিণ্টিং আফিসে মিস জি ডিকষ্টা নাম্নী এক ইউরোপীয় রমণী প্রুফ দেখিবার জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম।

সিকিমরাজের দুর্গতি—ইনি তিব্বতে যাইবার জন্য নেপালের ভিতর দিয়া পলাইয়া যাইতেছিলেন, কতকগুলি গুর্খা সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন, ইংরাজ হস্তে শীঘ্র সমর্পিত হইবেন। ইহাঁর সুখে থাকিতে ভূতে পাইয়াছিল, বোধ হয় রাজ্যটী এককালে হারাইলেন।

বোধীবৃক্ষ—গয়ায় এই বৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিয়া বুদ্ধদেব সিদ্ধ হন। ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই বৃক্ষের এক কলম সিংহলবাসীরা লইয়া যায়, তাহা অদ্যাপি জীবিত আছে। সম্প্রতি সিংহল হইতে এক বৌদ্ধ পুরোহিত আসিয়া ইহার আর একটী কলম লইয়া গিয়াছেন।

ছারপোকার পত্র।

(ছার পোকা সমিতির জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক লিখিত)

মাননীয় শ্রীমতী বঙ্গমহিলা ঠাকুরাণীগণ
সমীপেষু।

যথাবিধি সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

এ দীনের নাম দ্রুতগামী, পদবী ছারপোকা, জাতিতে কীট, নিবাস বালিসের কোণ, পেশা মনুষ্য জাতির রক্ত শোষণ। মহাশয়াদিগের অবিদিত নাই, শ্রীশ্রীষষ্ঠী ঠাকুরাণীর অনুগ্রহে আমাদিগের বংশের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, আপনারা এত বড় পৃথিবীতে দশ বৎসরে ৩ কোটী ৫০লক্ষ হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছেন, আমরা এক এক গৃহে প্রতিবর্ষে প্রায় ৬ কোটী হিসাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকি, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আপনাদের জিঘাংসা বৃত্তির প্রবলতায় আমাদিগের শিশু বৃদ্ধ ও যুবক যুবতীগণ অকালে কালকবলে পতিত হইয়া আত্মীয় স্বজনদিগকে শোকসাগরে ভাসাইতেছেন, এবং আমাদিগের জাতীয় জীবনেরও দারুণ অবনতি হইতেছে। মনুষ্য-জগতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পলাতক ব্যক্তিগণ, বীর পুরুষদিগের নিকটে 'কাপুরুষ' বিবেচনায়, শমন হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন; আমাদিগের দুরদৃষ্ট ক্রমে আপনাদিগের কাছে সে বিচার নাই-যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, আমরা নাকে খত দিয়া পলায়ন করিয়া, আমাদিগের দুর্গগহ্বরে আশ্রয় লইয়া কোনও ক্রমে আপনাদিগের হস্তে নিস্তার পাই না। আপনারা প্রাণপণে আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির ও বিনাবিচারে হত্যা করেন। ভীরু অক্ষম দুর্ব্বল দেখিয়া ও "ছার পোকা" বিবেচনায় পরিত্যাগ করেন না! আপনাদের ন্যায় বীরাঙ্গনা গণের বীরত্বে এতাদৃশ কলঙ্ক কেন, তাহা আমাদের কীটবুদ্ধিতে বুঝিতে পারা অসম্ভব। যাহাহউক এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণাশয়ে আমরা এক "জাতীয় সমিতি" স্থাপন করিয়াছি, তাহাতে অনেক চিন্তাশীল, বহুদর্শী, স্ত্রী পুরুষ আছেন। সেই সকল সম্মানিত ছারপোকা ও ছারপোকানীগণ আপনাদিগের নিকটে এই প্রার্থনা লিখিতে আমাকে নিয়োজিত করেন; আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা জাতীয় জীবনের মূল্য বুঝেন, তাঁহারা আমাদিগের এ কার্য্যকে ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিবেন না। এ কথাও বলা আবশ্যক আপনাদের পুরুষদিগের অপেক্ষা আপনাদিগের জন্যেই আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, সেই জন্য আপনাদিগের নিকটেই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।

আপনাদের জিঘাংসাবৃত্তি আমাদের উপরে এত প্রবল কেন, এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া জ্ঞানী ছারপোকা ও ছারপোকানী গণ যে যে কারণ নির্দ্ধা-

রণ করেন এবং যে যে উপায়ে আপনাদিগের ঐ কুপ্রবৃত্তি দূর হইতে পারে, আমরা তদ্বিষয় আনুক্রমিক লিখিতেছি।

১ম। আপনারা আমাদিগকে অতি নীচ জন্তু মনে করিয়া ঘৃণা করেন।

২য়। আমাদিগের দৈহিক সৌরভকে "দুর্গন্ধ" বিবেচনা করেন। সেই জন্যে আমাদিগকে শয্যা পার্শ্বে স্থান লইতে দেখিলে কুপিতা হন।

৩য়। আপনাদিগের অধিকৃত স্থানে বাস করি বলিয়া আমাদিগকে তাড়িত করেন।

৪র্থ। শোণিতপায়ী বলিয়া বিনা বিচারেই আমাদিগকে হত্যা করেন।

এই কয়টী কারণেই আপনারা আমাদিগের প্রতি এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া দেখিলে, এ সকল কারণই যে আপনাদিগের ভ্রমপ্রমাদ-সম্ভূত এ কথা স্পষ্টই অনুভূত হয়। এই সকল ভ্রম হইতে মুক্ত হইলে আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবে আবদ্ধ হইতে পারি; এই বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়া আপনাদিগের ভ্রম অপনোদনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথমতঃ আপনারা আমাদিগকে নীচ জন্তু মনে করেন, কিন্তু বিবেচনা করুন, আমরা "নীচ" কিসে? আমরা ক্ষুদ্র কীট সত্য, কিন্তু এ জগতে কীটাণু কে নহে? আপনাদিগের চক্ষে আমরা যেরূপ "কীট" বলিয়া বিবেচিত হই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চক্ষে আপনারাও সেইরূপ "কীটাণু" বলিয়া বিবেচিত হন। এই কথা বিবেচনা করিয়া, নিজেদের যত বড় মনে করেন, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট মনে করিলে, আমাদিগকে "কীটাণু" বলিয়া মনে হইবে না। তবে আমরা লেখা পড়া জানিনা বলিয়া * যদি আমাদিগকে ঘৃণা করেন, তাহা হইলে বলি, হে মহোদয়াগণ! লেখা পড়া না জানিয়াও ছারপোকাজাতি মূর্খ নহে—আমাদের ছারপোকানীতত্বে মূর্খের লক্ষণ যাহা লিখিত আছে, তাহা লিখিতেছি:—

"যিনি বিদ্যাবতী হইয়াও কুঅভ্যাস ও কদাচারের বশীভূতা, হিতাহিত জ্ঞান সত্ত্বেও অজ্ঞান জনোচিত কার্য্যে প্রবৃত্তা, যাঁহার নিজের মস্তিষ্ক নাই অথচ পরের মস্তিষ্ক লইয়া তর্কবাগীশপনা করেন, তিনি মূর্খ। যিনি লোকের প্রশংসার লোভে সত্য গোপন করেন, কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে অতিক্রম করেন, লোকে—প্রকৃত জ্ঞানী লোকে ভ্রম দেখাইয়া দিলেও যিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করেন, তিনি মূর্খ। যিনি রমণী জন্ম পাইয়া পুরুষবেশে থাকিতে ইচ্ছা করেন, চন্দ্রের সহিত সূর্য্যের, হৃদয়ের সহিত মস্তিষ্কের এবং রমণীর সহিত পুরুষের স্বাভাবিক

* আমরা লেখা পড়া না জানিয়াও বাঙ্গালা ভাষায় পত্রাদি লিখিতে জানি, কারণ বাঙ্গালা ভাষা কোনও "ভাষা" নহে। উহা অসভ্য জনোচিত খেয়াল মাত্র। অনেক বাঙ্গালির মুখেই শুনিয়াছি। ছারপোকা।

পার্থক্য বুঝিয়াও অস্বীকার করেন, তিনি মূর্খ ইত্যাদি। ছারপোকীয় দার্শনিকগণ মূর্খের এই সকল লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন, আমরা বাহুল্য ভয়ে বিস্তারিত লিখিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। যাহা হউক ইহা দ্বারা আপনারা এইটুকু বুঝিতে পারিবেন ছারপোকাগণ পণ্ডিত হউক না হউক মূর্খ নহে। আর আপনারা যে লেখা পড়া শিখিয়াছেন বলিয়া ছারপোকাদিগের নিকটে অহঙ্কার প্রকাশ করেন, ইহাই আপনাদের পরম মূর্খতা। এ জগতে বিদ্যাবতীদিগের নিকটে লোক অনেক আশা করে—তাঁহারা কুমারী হইলে ভগিনী ডোরা বা নাইটিঙ্গেলের প্রদর্শিত পথে চলিবেন, সধবা হইলে মহাদেবের সহধর্ম্মিণী গণেশ-জননী অন্নপূর্ণা পার্ব্বতী দেবীর মত থাকিবেন, আর বিধবা হইলে লীলাবতী, পণ্ডিতা রমাবাই প্রভৃতির মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিতা হইবেন। আর বিদ্যাশিক্ষার ফলটা যেন ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া, কেবল নিজের ভোগে না লাগে। যাহারা অজ্ঞান, যাহারা মূর্খ, যাহারা চির দিন আঁধারে কাটাইতেছে, তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া ঠাট্টা না করিয়া তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য, উন্নতির জন্য চেষ্টা করা বিদ্যাবতীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা করিতে দেখিলেই আপনাদের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিব, নচেৎ ছারপোকা—মূর্খ নিরক্ষর ছারপোকার চক্ষে আপনাদের মহত্ব ও বিদ্যাবত্তা "বোঝা বহন" রূপে প্রতীত হইবে। যে পরের কাজে লাগিল না, যাহা দ্বারা পরের কিছুই উপকার হইল না, তাহার মনুষ্য জন্ম হইতে ছারপোকা জন্মই শ্রেষ্ঠতর, মনে করি।"

আর বলুন দেখি, আপনারা "মহত্ব" বলেন কাহাকে? আত্মার সদ্গুণকে যদি "মহত্ব" বলেন, তাহা হইলে সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, বাঙ্গালির মেয়ে হইতে ছারপোকাজাতি কখনই নীচ নহে। ব্যক্তি বিশেষের প্রকৃতি অনালোচ্য, সাধারণতঃ বাঙ্গালির মেয়েরা না জানেন একতা, না জানেন জাতীয়তা! আমরা বহুগোষ্ঠী মিলিয়া মিশিয়া যে রকম সদ্ভাবে বসতি করি, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। হিংসা, বিবাদ প্রভৃতি আমাদের দেশে কখনও হয় না। কিন্তু বাঙ্গালির মেয়েরা পাঁচটী একত্র হইলে হয় ঝগড়া নয় হিংসা, একান্তপক্ষে অহঙ্কারের ছড়াছড়ি। "পরশ্রী কাতরতা" কি রকম, আমরা ছারপোকাজাতি তাহা সাত জন্মেও জানিনা, আপনারা পরহিংসা পর পীড়নের মূর্ত্তি! সহযোগিতার পরিবর্ত্তে প্রতিযোগিতাতেই তৎপর! এখন জিজ্ঞাসা করি, হে বঙ্গগৃহলক্ষ্মীগণ! আপনারা এই উদার, সহৃদয়, স্বজাতিবৎসল ছারপোকাদিগকে এখনও কি "নীচ" মনে করিবেন? প্রকৃতপক্ষে ছারপোকাজাতি ঘৃণিত কখনই নহে।

দ্বিতীয়তঃ আপনারা আমাদিগের দেহ সৌরভকে দুর্গন্ধ মনে করেন, ইহা

অতিশয় ভ্রম। কারণ আপনারা যে অডিকলম, ল্যাবেণ্ডার, আতর, গোলাপ প্রভৃতির কৃত্রিম গন্ধে আপনাদিগকে সুবাসিত করেন, সেই গন্ধগুলাকে বাস্তবিকই দুর্গন্ধ বলা যায়। যাহা কৃত্রিম, যাহা অস্বাভাবিক, যাহা দ্বারা মানবের অন্যায় ভোগলালসা উত্তেজিত হয়, তাহাই দুর্গন্ধ বিবেচনায় পরিত্যাজ্য, এ কথা আমরা লিখিতেছি এই জন্যে যে আপনারা কৃত্রিম বস্তুতে ভুলিয়া, সার ও অকৃত্রিম পদার্থের অনাদর করেন! এ কাজটা বড়ই অন্যায়। যাহাহউক আমাদিগের গায়ের গন্ধ "দুর্গন্ধ" কখনই নহে। আপনারা যদি আমাদিগকে ভালবাসিতে পারেন, তাহা হইলে এ কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। আসল কথা এ জগতের বাহ্য সৌন্দর্য্য—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। প্রীতিই উহাদিগের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সাধন করে। আপনারা আমাদিগকে প্রীতি দান করিতে পারিলে, এ বিষয় স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ আমাদিগের বাসস্থান আপনাদিগের অধিকৃত এ কথা সত্য, এবং আমাদিগকে সুখে ও সচ্ছন্দে বাস করিতে দেওয়া আপনাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কথা আরও সত্য। কারণ দুর্ব্বলকে রক্ষা করাই বলবানের ধর্ম্ম, ইহার অন্যথা করিলে অধর্ম্ম হয়। নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে বলিয়া বাঙ্গালি ইংরেজের শরণাগত, আর ছারপোকা জাতি বঙ্গ মহিলাগণের শরণাগত। আমাদিগের দুর্ভাগ্য ক্রমে এই শরণাগত জাতিকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, আপনারা হিংসা করিতে ও হত্যা করিতে প্রস্তুত। ইহাতে কি আপনাদিগের ন্যায়পরতা বৃত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না?

আর এক কথা, মনুষ্যজাতির ব্যবহার শাস্ত্রের নিয়ম শুনিতে পাই, যে কোনও ব্যক্তি বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে কোনও স্থানে বাস করিলে, তাহাকে সে স্থান হইতে তাড়ান যায় না। আর আমরা ছারপোকাগণ শত সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত যে সকল বিছানা মাদুর ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি, আপনারা কোন্ হিসাবে তাহা হইতে আমাদিগকে তাড়াইতে চাহেন, তাহা আমাদের ছারপোকা বুদ্ধির অগম্য। যাহাহউক আপনারা এরূপ অধর্ম্ম ও অন্যায় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে নিরাপদে বাস করিতে দিবেন, তাহা হইলে উভয়তঃ মঙ্গল হইবে।

চতুর্থতঃ আমরা শোণিতপায়ী এ কথা স্বীকার করি, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গবাসিনীদিগের মধ্যে কে কাহার রক্ত পান না করেন? কন্যা রূপে মাতার রক্ত, পুত্রবধূ রূপে বৃদ্ধা খাশুড়ী রক্ত, ননদিনী রূপে ভ্রাতৃজায়ার রক্ত, ভ্রাতৃজায়া রূপে ননদিনীর রক্ত,

সধবা রূপে স্বামীর অনুগ্রহপ্রার্থীদিগের রক্ত, বিধবা রূপে যাহাদের "গলগ্রহ" স্বরূপ আছেন তাহাদের রক্ত, হিংস্রক রূপে স্বজাতীয়াদিগের রক্ত এবং "হাম্‌বড়া" রূপে নিজে নিজের রক্ত কখন না পান করিতেছেন? হায় রে! যে জাতির মধ্যে এত রক্ত খাওয়া খাওয়ি প্রচলিত, আমরা পেটের দায়ে লোমকূপ হইতে এক বিন্দু রক্ত পান করিলে সেই জাতি কি না আমাদিগকে হত্যা করেন! এ দুঃখ বলিবই বা কাহাকে, শুনিবেইবা কে? ক্ষোভে বুক ফাটিয়া যায়!

হে বঙ্গবাসিনীগণ! যদি আপনাদের হৃদয় থাকিত, যদি আপনাদের ছারপোকা জাতির ন্যায় বিচার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে কখনই এ রকম নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্তা হইতে পারিতেন না! মনুষ্য জাতির ন্যায় সকল জাতিরই ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ আছে। অধিকন্তু পেট জলিয়া উঠিলে মনুষ্য জাতির জ্ঞান কাণ্ড থাকেনা, চোর হয়, হত্যাকারী হয়, আর বেশি বলিব কি? কিন্তু অদ্যাপি ছারপোকা বংশে সেরূপ কলঙ্ক হয় নাই। আমরা প্রাণান্তে সেরূপ অন্যায় পথে যাই না। তবে আপনাদিগের দেহে যথেষ্ট বদ রক্ত সঞ্চিত আছে জানিয়া আমাদিগের জীবন রক্ষার্থে ও আপনাদিগের উপকারার্থে এক এক চুমুক পান করি, ইহাতে আমাদিগের প্রতি এরূপ রণচণ্ডী বেশ ধরিয়া, ছারপোক সমরে অবতীর্ণ হওয়াটা কতদূর ন্যায়সঙ্গত সে বিষয় নিজেরাই বলুন।

হে সদাশয়া মহিলাগণ! আপনাদের মুখে শুনিয়া থাকি "পরোপকারই ধর্ম্ম এবং পরার্থে আত্মত্যাগই পুণ্য," কিন্তু বলিতে দুঃখিত হইতেছি, আমাদের জীবনের পরীক্ষায় এ রকম একটী বারও দেখিলাম না, অথবা ছারপোকা দিগের প্রাচীন ইতিহাসে এমন ঘটনাও শুনিলাম না যে ছারপোকাদিগের মঙ্গলাশয়ে বঙ্গ মহিলারা অনায়াসে একবিন্দু রক্ত ত্যাগ করিয়াছেন! কাজেই বলিতে হয়, বঙ্গ মহিলাদিগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পাণ্ডিত্য, কেবল বাক্যে, কার্য্যে কিছুই নহে। কত লক্ষ্মী ঠাকুরাণী পরকে উপদেশ দিতে খুব মজ্‌বুত, কিন্তু নিজেরা এমনই দুর্ব্বল, এমনই অসংযত, যে আমরা ছারপোকারাও তাঁহাদিগকে "কৃপাপাত্রী" বিবেচনা করি। মনুষ্য জীবন অসম্পূর্ণ, ভ্রম বা অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত মনুষ্য কর্ত্তৃক যে সকল ত্রুটি আচরিত হয়, তাহার নিমিত্ত বিশেষ দোষ দিতে পারি না—সে রূপ ত্রুটি, ভ্রম, জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে পারে, কিন্তু জানিয়া শুনিয়া কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায়, আত্ম দুর্ব্বলতায়, মানব যদি তাহার ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তি গুলি মলিন করে, যদি আত্মদোষ বুঝিয়াও তাহা দূর করিবার জন্যে এক, দুই, বহুবার চেষ্টা না করে, যদি জগতের সকল জিনিস অপেক্ষা "সাধুজীবন" তাহার

বাঞ্ছিত না হয়, যদি নিজে আত্ম-সংযমে, আত্মগঠনে অক্ষম হইয়া, কু-প্রবৃত্তিদিগের ক্রীড়া পুত্তলী হইয়া, "ত্বয়া হৃষিকেশ! হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" বলিয়া নিজের মলিনতা, নিজের অসংযততা, জ্ঞান স্বরূপ, সত্য স্বরূপ, পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবানের উপরে চাপাইয়া অনুতাপের জ্বালাটা, সাধু জীবনের কামনাটা একেবারে নির্ব্বাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়—তাহা হইলে হে মহাশয়া গণ! এ কীটাধমের ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন—তাহা হইলে "মনুষ্যত্ব" হইতে "ছারপোকাত্ব" সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, কারণ ছারপোকা জাতির যতই ত্রুটি থাকুক না কেন, তাহারা কোনও দিন "মুখসর্ব্বস্ব" নহে।

যাহাহউক প্রিয় মহোদয়া গণ! ছারপোকা দিগের জন্যে শোণিত ত্যাগ করা ও ছার পোকা দিগের কর্ত্তৃক শোণিত গ্রহণ জন্য সামান্য চুলকনাটি প্রফুল্ল চিত্তে সহ্য করাই আপনাদের পরম ধর্ম্ম। আপনারা আলস্য, ঔদাস্য ও অনভিজ্ঞতায় সে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারেন না, আমরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে এই পবিত্র পুণ্যভাগিনী করি। এই কথা বিবেচনা পূর্ব্বক আমাদিগের সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগের সহিত সহৃদয় বন্ধুবৎ আচরণ করিবেন, আমাদিগের প্রার্থনাও এই, ভরসাও এই।

দুঃখের বিষয় কি বলিব—ছারপোকা দিগের নিকটে আপনারা এতই ভয়ানক বিবেচিত হইতেছেন যে, মানব জাতীয় কবিগণ আপনাদের যে হস্তকে কমল-কর ও যে হস্তাঙ্গুলিকে চম্পককলিকা-বলী বলিয়া গৌরব করেন, ছারপোকা জাতীয় কবিগণ সেই হস্তকে করাল যম-কর ও সেই হস্তাঙ্গুলিগুলিকে প্রাণ-নাশক কামান শ্রেণী বলিয়া ভয়ে মরেন! অতএব আপনাদের এই জাতীয় কলঙ্ক ত্বরায় দূর করুন।

শেষ কথা এই যে আমরা সকলেই এজগতের জন্যে কাজ করিতে আসিয়াছি। আপনারা আসিয়াছেন খাওয়াইবার জন্যে আমরা আসিয়াছি খাইবার জন্যে। মাতার সহিত শিশুর, স্বামীর সহিত বঙ্গমহিলার আর বঙ্গমহিলার সহিত ছারপোকার চিরকালই এই সম্বন্ধ। ইহার অন্যথায় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব হে ছারপোকাকুলনিস্তারিণীগণ! এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া আপনারা ছারপোকা জাতির ভরণ পোষণ রূপ সৎকার্য্যে প্রবৃত্তা হইবেন, ইহাই আপনাদিগের নিকট প্রার্থনীয়।

এইখানে একটি কথা আছে, কথাটী এই যে আপনারা বলিতে পারেন "কেবল কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অধিকাংশ বঙ্গমহিলার রীতি বিরুদ্ধ কার্য্য; এক পয়সা মূল্যের কার্য্য করিয়া যদি পাঁচ পয়সা মূল্যের সুখ্যাতি কিনিতে না পারি, তবে ধিক্ আমাদের বঙ্গ মহিলাত্বে!" একথার সময়োপযোগিতা আমরা মুক্তকণ্ঠে

স্বীকার করি, এবং আপনারা যদ্যপি আমাদের সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হন, তাহাহইলে ছারপোকা রক্ষণ রূপ কীর্ত্তি যাহাতে চিরস্মরণীয় হয়, সেই রূপ একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ আপনাদের জন্যে আমরাই স্থাপন করিতে পারি; অতএব এখন হইতে নাশ্ত নাশক সম্বন্ধদুর হইয়া আপনাদের ও আমাদের মধ্যে যেন প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এখন হইতে মশারির মুড়ে বালিসের কোণে, গদীর ধারে, খাট পালঙ্কের ফাঁকে, দেওয়ালের ফাটালে বা কড়ীকাঠে লুকাইলে আমাদিগকে হাতড়াইয়া বাহির করিবেন না, এই অনুরোধও চির দিন স্মরণ রাখিবেন।

আপনারা আমাদের জীবন মরণের বিধাত্রী। এরূপ স্থলে খোসামোদের পরিবর্ত্তে রুক্ষ কথা বলায় আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি। কিন্তু ছারপোকা জাতি কখনও নেমকহারাম নহে। যাঁহাদের রক্ত খাইয়া এত বড় হইয়াছি, ভবিষ্যতে তাঁহাদের নিকটে অনেক আশা রাখি, তাঁহাদিগের চরিত্রের দোষ বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে নীরব থাকা আমাদের ছারপোকা জাতির অকর্ত্তব্য। ছারপোকাদিগের নিকটে শিষ্টাচার আদরণীয়, খোসামোদ ঘৃণিত। সেই জন্যে আমাদের ছারপোকীয় জ্ঞান ও কর্ত্তব্যের সম্মান রক্ষা করিতে এই পত্র লিখিলাম।

এখন এই একটী কথা বলি যে পরনিন্দা পরহিংসা, কলহপ্রিয়তা, অনুদারতা, নীচাশয়তা প্রভৃতি আত্মার ক্ষতিকারক দোষগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞান ধর্ম্ম ও বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া আপনাদের হৃদয়, সংসার, সমাজ ও মাতৃভূমি সুখ শান্তির আগার করুন। আপনাদের মন সকল রকম অসত্য, অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হইয়া বিমল স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হউক, এই আমাদের প্রার্থনা। ভগবানের চরণে আপনারা সকলেই সেই প্রার্থনা করিবেন, এবং যাহাতে সেইরূপ হইতে পারেন তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। জানিবেন "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়"।—এইরূপ কার্য্যে আপনারা সুখী হইবেন এই কারণে যে ইহা দ্বারা আপনাদের রমণীজন্ম সফল হইবে; আর আমরা সুখী হইব এই কারণে যে দোষগুলির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলে আপনাদিগের রক্ত অধিকতর সুমধুর হইবে, ছারপোকাগণ আনন্দে পান করিয়া আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিবে। বলিতে কি ঐ দোষগুলার জন্য আপনাদিগের রক্ত অনেক সময়ে বিস্বাদ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিবেন।

ছারপোকাগণ আপনাদের চির সহচর; বাঙ্গালির মৃত দেহের সহিত যে মাদুর কাঁথা দেওয়া হয়, ছারপোকাগণ তাহাতেও জড়িত থাকে, এবং জলন্ত চিতায় অস্থিমে এক সঙ্গে ভস্ম হয়।

এ হেন জীবন মরণের সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। তবে আর কি "মধুরেণ সমাপয়েৎ"।

নিবেদন মিতি।

লেখক—

একান্ত ভীত, শরণাগত, বিনীত অথচ

চির শুভানুধ্যায়ী

শ্রীদ্রুতগামী ছারপোকা

সাং আপনাদের শয্যা।

প্রকাশিকা জনৈক বঙ্গ মহিলা।*

চিত্র চতুর্দ্দশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

তৃতীয় চিত্র।

দক্ষালয়।

সুরধুনী তটে, পুর মনোরম,
দেবতা-বাঞ্ছিত সিদ্ধ পীঠ স্থান,
বসন্ত-সেবিত শান্ত রসাশ্রম,
রাগে ছয় রাগ নিত্য বর্ত্তমান।
ফুল্ল ফুল ফলে শোভে উপবন,
চির-নিনাদিত বিহঙ্গ কূজনে,
সাধু, যতি, যোগী সিদ্ধ তপোধন
তপ জপ যোগে রত তপোবনে।
অদূরে হিমাদ্রি তুলিয়া শিখর
শুভ্র ধবলিত নিয়ত নিহারে,
সাজিয়া উঠিছে উত্তর উত্তর
ধরিতে অরুণে স্বর্গ পুরোদ্বারে।
মধ্যে নীল ধারা— ত্রিপথগামিনী
আনন্দ প্রবাহে মিলিতা হইয়া,
ভেটিতে সাগরে ধায় তরঙ্গিণী,
মেদিনী হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া।
কূলে পুণ্যধাম শিব স্বাস্থ্যালয়
পৌরাণিক দক্ষ নৃপতি-ভবন।
পুণ্যফলে যাঁর শিবানী সদয়,
কন্যাভাবে জন্ম করিলা গ্রহণ।

* অত্র পত্রে পাঠিকা ভগিনীদের নিকটে আমি এই পত্র প্রকাশের কৈফিয়ৎ দিতেছি। ছারপোকাদিগের সহিত আমার কোনওরূপ সহানুভূতি নাই অথবা কোনওরূপ উৎকোচ গ্রহণ করিবার মত নীচাশয়তাও অদ্যাপি হয় নাই। ছারপোকাদিগের সহিত পাঠিকা ভগিনীদিগের যে সম্বন্ধ, আমারও তাহাই। তথাপি আমি এই পত্রখানি প্রকাশ করিতেছি এই জন্য যে, আমার অভিভাবকদিগের নিকটে পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছি "পরম শত্রুরও উপকার করিবে"। কিন্তু এ উপদেশ যে কখনও কাজে আনিয়াছি, তাহা স্মরণ হয় না; ভবিষ্যতে যে পারিব, ততদূর ভরসা করি না। এরূপ স্থলে এই নিন্দুক, রক্তখোর, দারুণ শত্রু ছারপোকাদিগের পত্রখানি আজি প্রকাশ করিয়াই আমি আমাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছি। আমার মনে হইতেছে যেন ইহারা আমার বাম গণ্ডে আঘাত করিয়াছিল,

সাধ্বী ভাগ্যবতী প্রসূতি উদরে
অবতীর্ণা পূর্ণা মহাশক্তি সতী,
সতীত্ব মাহাত্ম্য প্রচারের তরে
শিখাইতে লোকে ভক্তি পতিপ্রতি।
পতিনিন্দা শুনি ত্যজিলেন প্রাণ,
সাক্ষী সতীকুণ্ড অদ্যাপি সেস্থানে,

কন্যা হেতু দক্ষ পুনঃ পান ত্রাণ,
দক্ষেশ্বর শিব পূজার বিধানে।
অদ্যাপিও দক্ষেশ্বর
শিব বর্ত্তমান,
পার্শ্বে হোমকুণ্ড চিহ্ন
যজ্ঞনাশ স্থান।

চতুর্থ চিত্র।

হরদ্বার।

দক্ষালয় পার্শ্বে মোক্ষ হরদ্বার
ত্রিপথগামিনী পূত উপকূলে,
দিব্য শর্ম্মধাম শিব পুণ্যাগার,
দর্শনে কলুষ বিনাশ সমূলে।
ভক্তিভরে করি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান
নিষ্পাপী ভকত বিশ্বেশ্বরে পূজি,
বিধিমতে করি কুশাবর্ত্তে দান
পুণ্যফলে লভে হরদ্বার কুজি।
সাধনার বলে খুলে পুণ্যদ্বার
ভবের ভবনে করিলে প্রবেশ,
ইহলোকে সুখ ভুঞ্জিয়া অপার,
পরলোকে মুক্তি লভয়ে অশেষ।
বিশেষতঃ চৈত্রস্নানে পূত চিত,
কুম্ভ যোগস্নান ফল নাহি ক্ষয়,

স্বয়ং ভগবান্ ভব হয়ে প্রীত
চিরদিন দেন ভকতে আশ্রয়।
সম্মুখে হিমাদ্রি শিখর যথায়
নীলধারা তটে সুরধুনী পারে,
বসিলা চণ্ডিকা ত্যজি সতী-কায়
পাপ দক্ষযজ্ঞ নাশ দেখিবারে।
পরে গিরিপুরে করিয়া প্রবেশ
মেনকার গর্ভে জনম লভিলা,
গৌরীকালে ব্রত আচরি বিশেষ
প্রকৃতি পুরুষ ভাব প্রকাশিলা।
স্ববাসিনী † গৌরীকুণ্ড
অদ্যাপি প্রমাণ
পার্শ্বে বিশ্বেশ্বর শিব'
নিত্য বর্ত্তমান। ‡

আমি দক্ষিণ গণ্ড পাতিয়া দিতেছি॥ অতএব প্রিয় ভগিনীগণ, এই আরশোলা-হিতৈষিতার জন্য আমাকে গালাগালির পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ করুন, কারণ এইটী আমার "নিষ্কাম ধর্ম্ম"। আর আরশোলাদিগের অনেক অসার কথার মধ্যে কিছু কিছু সার কথা আছে, তাহা অনুধাবন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আপনারা উপকৃত হইলে আমি কৃতকৃতার্থ হইব।

আপনাদেরই "প্রকাশিকা।"

† স্ববাসিনী—চিরপিতৃগৃহবাসিনী বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কন্যা।

‡ কবি তীর্থস্থান সকল ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যেরূপ জনশ্রুতি তাহাই লিখিয়াছেন।

গৃহলক্ষ্মী।

(শেষ)

৪

যখন শচীন্দ্র মুখ তুলিলেন, যখন সেই ঘনীভূত দুঃখরাশি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত "লঘু" বিবেচিত হইল, তখন শচীন্দ্র মুখ তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে দরজার নিকটে, মুকুল দাঁড়াইয়া।

মুকুলের স্বভাব সহজেই প্রফুল্লতা-পূর্ণ, দিবা রাত্রির অধিকাংশ সময়েই মুকুল হাসে। আজি সে হাসি লহরে লহরে উছলিয়া পড়িতেছিল, আজি মুকুলের জগৎ মধুমাখা, আনন্দমাখা অনুভব হইতেছিল; চাঁদের যেন পৌর্ণমাসী হইয়াছিল। কিন্তু শাশুড়ীর গালি খাইয়া শাশুড়ীর চক্ষে জল দেখিয়া উচ্ছ্বসিত উল্লাস মনেতেই বিলীন হইল। সে পূর্ণচন্দ্র মেঘে ঢাকিয়া গেল। শচীন্দ্র যখন মুকুলকে দেখিলেন, সে তখন আর সহাস্যমুখী বালিকা নহে, সে বিষণ্ণ গম্ভীরা রমণী; মুকুলের মুখ দেখিয়া বুক কাঁপিল।—আনন্দে নহে, কি এক অজানিত দুঃখে।

সুশিক্ষিত, উন্নতচেতা শচীন্দ্র মুকুলের দোষ গুলি বিশেষ রূপে দেখিলেও, তাহার মুখখানি বড় সুন্দর, তাহার কথাগুলি আরও সুন্দর। এই কারণে শচীন্দ্র—তেজস্বী শচীন্দ্র মায়ের নিকটে যতই বীরত্ব প্রকাশ করুন, মুকুলের নিকটে অনেকটা সংযত হইয়া থাকেন। যখন শচীন্দ্রের বীর-হৃদয়ে ক্রোধ দেবতার আবির্ভাব হয়, তখন মা'ই হোন্ আর বন্ধুরাই হোন্, কেহই শচীন্দ্রের নিকটে অগ্রসর হইতে পারেন না! কিন্তু সেই 'অশিক্ষিতা' মুকুলের মুখে কি মাখা আছে কে জানে, তাহার মুখ দেখিলেই শচীন্দ্রের রাগ একেবারে জল হইয়া যায়! এই কারণে পাড়ার ভিতর যাহারা "পোড়া লোক" যাহাদের, একবিন্দু "সহৃদয়তা" নাই, তাহারাই আমাদের শচীন্দ্রের মত উন্নতচেতা পুরুষকে "স্ত্রৈণ" বলিতে চায়! শুনিতে পাই অতি গোপনে কেহ কেহ একথা বলাবলি করিয়াও থাকে!!

এখন আর বলা বাহুল্য যে বিষাদাকুলা মুকুলকে দেখিয়া শচীন্দ্র আত্মদুঃখ বিদায় দিয়া তাহাকে বলিলেন "দরজায় রয়েছ কেন? ঘরে এস মুকুল!" মুকুল ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল, একটিও কথা কহিল না।

মুকুল নিকটে আসিলে শচীন্দ্র পকেট হইতে একটী সাটিনের বডী বাহির করিয়া মুকুলের হাতে দিয়া বলিলেন "এই দেখ তোমার জন্যে কেমন সুন্দর জিনিস এনেছি, পায়ে দাও দেখি?"

বড়ী শচীন্দ্রের হাতে ফিরাইয়া দিয়া মুকুল চক্ষু মুছিল। দেখিয়া শচীন্দ্র বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন বলিলেন "মুকুল! কি হইয়াছে?" মুকুলের অশ্রু শচীন্দ্রের অসহনীয়।

মুকুল কাতর স্বরে বলিল "মা ঘরে শুয়ে কাঁদছেন, আমি কি সুখে বড়ী গায়ে দিব?"

শচীন্দ্র গম্ভীর ও বিষণ্ণভাবে বলিলেন "তা বুঝেছি মুকুল, এখন ঈশ্বর করেন তো বি,এ টা পাশ কোত্তে পাল্লে একটা চাকরির যোগাড় করি। তোমায় বিদেশে নিয়ে যেতে পাল্লেই বাঁচি; মা' তোমাকে ভারি কষ্ট দেয়, মা'র মনটা হিংসায় ভরা!"—মুকুল আর বলিতে দিল না, হাত দুইখানি যোড় করিয়া বলিয়া উঠিল "তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অমন কথা বলিও না; মা'কে নিন্দা করিলে পাপ হয়, মা' জগতের দেবতা।"

শচীন্দ্র হাসিলেন—সোজা হাসি নহে মাষ্টার মহাশয় ছাত্রের ভুল দেখিলে যে রকম হাসি হাসেন, শচীন্দ্র সেই রকম হাসি হাসিয়া বলিলেন "মা যদি অন্যায় কাজ করেন, যদি সত্যের অনুরোধে মা'কে নিন্দা করি, তাহা হইলে পাপ হইবে কেন?" মুকুল সকাতরে উত্তর করিল "তা আমি জানিনা, মা'র উপরে রাগ করিলে, মা'কে শক্ত কথা বলিলে, আর মা'র চোখের জল ফেলাইলে সন্তানের পাপ হয়, তোমার পায়ে পড়ি সে রকম কাজ তুমি কখনই করিও না।—আর যদি মা'র কোনও দোষ থাকে, তবে মা'কে বুঝিয়ে বলাই আমাদের কাজ; আমার কাছে মা'র দোষের কথা বোল্লে মা'র উপরে যদি আমার অভক্তি হয়?"

শচীন্দ্র একটু লজ্জিত হইলেন; কিন্তু তবুতো শচীন্দ্র, তবুতো উন্নতচেতা, ভাঙেন তবু দমেন না;' শচীন্দ্র বলিতে লাগিলেন "কথা কি মুকুল, মা তোমায় ভাল বাসে না, মা'র উপরে তাই আমার রাগ হয়।"

মু। না, না, তোমার বুঝতে ভুল হয়েছে, মা' আমাকে খুব ভাল বাসেন। তবে রাগ হলে দু'কথা বলা ওঁর অভ্যাস।

শচীন্দ্র হাসিলেন, তার পরে বলিলেন "খুবই ভালবাসেন বলেই অত করে খাটিয়ে নিয়ে বেড়ান? খুবই ভাল বাসেন বলেই তোমার জন্যে ত্রিশ টাকা দিয়ে বডী কিনেছি শুনে আমার উপরে রাগ করেন? এ নূতন রকমের ভালবাসা বটে!"

মু। তুমি তাই মনে কর? আমি তোমার কাছে দিব্যি কোরে বোলছি আমি ইচ্ছা করেই কাজ কর্ম্ম করি। মা'র এখন পড়ন্ত বয়স, আমার উঠন্ত বয়স; মা' কাজ কোর্‌বেন, আমি তাই দেখ্‌ব?—ধিক্ আমাকে! সেই জন্যে মা' কোন কাজ কোত্তে গেলেও আমি মা'কে তা কোত্তে দেই না। আর বডীর

কথা কি বোল্‌চো, আমাদের এমন অবস্থা নয় যে আমি ত্রিশ টাকা দামের বড়ী গা'য় দিব! দেখ গহনার তবু কতক লাভ আছে, কাপড় কয় দিন থাকে? তাই মা বলেন ঐ টাকা গুলি যদি সেভিংস ব্যাঙ্কে রেখে দিতে, তবে কত সুবিধে হত? ভদ্রলোকের মত কাপড় ও দুই চারিখানা গহনা থাক্‌লেই আমাদের অবস্থায় যথেষ্ট।—দেখ দেখি মা' কেমন বোঝেন? মা'র মত শুভাকাঙ্ক্ষিণী আমাদের কে আছেন?

শচীন্দ্র কোনও কথা বলিলেন না, এক দৃষ্টে মুকুলের সুন্দর মুখ খানি দেখিতেছিলেন, মুকুল ঘোম্‌টাটী একটু টানিয়া আবার বলিতে লাগিল "যদি মা' আমাকে ভাল নাও বাসেন, তাই বলে মা'র মনে আমরা কি কষ্ট দেব? সে কাজটা কি আমাদের উচিত?"

এবার শচীন্দ্র কথা কহিলেন "যে আমার স্নেহের প্রতিমা, যে আমার হৃদয়াগারের আলোক, তা'কে যদি মা' ভাল না বাসেন- তবে আমি কেন, এ জগতে কেহই নীরবে সহিতে পারে না।"

মুকুল গদ গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল "মা'র তুলনায় আমি কে বল দেখি? যিনি গর্ভে ধারণ করে অবধি এ পর্য্যন্ত তোমার মঙ্গল প্রার্থনা না ক'রে মুখে জল বিন্দু দেন না, এ জগৎ সবই যাঁহার স্নেহের ফলে পেয়েছ, আমি কে যে আমাকে ভাল বাসেন না বলে সেই মা'র মনে ব্যথা দেবে? তিনি যে রকম লোকই হউন, তোমার শরীর, মন, প্রাণ সব সেই মা'রই।"

মুকুল শচীন্দ্রের "কে?" সহধর্ম্মিণীত্বে বাস্তবিক কোনও উচ্চ গৌরব আছে কিনা, তাহা যে মুকুল বোঝে না এ কথা আমাদের কখনই বিশ্বাস হয় না। তবে এরূপ হীনত্ব স্বীকার করিয়া, এরূপ আপনাকে খাটো করিয়া তাহার কি মান বাড়িবে, তাহা সেইই জানে, আমরা জানিব কি করিয়া?

শচীন্দ্র মুকুলের হাত নিজ হাতে লইলেন। অন্য কেহ শচীন্দ্রের নিকটে এ রকম "জ্যাঠামি" করিলে সে যে অর্দ্ধচন্দ্র পাইয়া ফিরিত, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আগে যাহা বলিয়াছি—মুকুলের মুখখানি বড় সুন্দর, অন্য লোকের চক্ষে যে রকমই হউক, শচীন্দ্রের চক্ষে "এমন সুন্দর মুখ আর নাই"! তাই সে মিরাণ্ডা ক্লোটিডা না হইলেও শচীন্দ্র সর্ব্বদাই তাহাকে দেখিতে ইচ্ছুক, তাই অর্দ্ধচন্দ্রের পরিবর্ত্তে হইল "শেক হ্যাণ্ড" ব্যবস্থা!!

কিন্তু তবু মুকুলের মুখ বন্ধ করা আবশ্যক, তাই শচীন্দ্র বলিলেন "মুকুল! আমি ভালবাসি বলিয়াই তোমার দুঃখ নয়? আমার ভালবাসা তোমার অযোগ্য? তাই কেন বল না?"

শচীন্দ্রের একথা বলার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, কিন্তু মুকুলের বুকে বড় ব্যথা লাগিল, বোধ হইল কথা গুলায় তাহার হৃদপিণ্ড পিষিয়া গেল, খানিক-

ক্ষণ মুকুল কোনও কথা বলিতে পারিল না, তারপরে আপনা সামলিয়া বলিল "তোমার ভালবাসাই আমার সকল সুখ, সে সুখের তুলনায় জগতের সকল সুখই তুচ্ছ।"

শ। তবে এ সকল কথা বলিতেছ কেন?

মুকুল স্বামীর পদতলে বসিয়া বলিতে লাগিল "আমাকে ভালবাসিয়া তুমি যে মা'র মনে বেদনা দিবে, আমাকে ভাল বাসিয়া তুমি যে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে, তা' আমার প্রাণ থাকিতে সহিতে পারিব না। সে ভালবাসা আমি কখনই চাহি না। এ জগতে সকল জিনিসের অপেক্ষা স্বামীই রমণীর প্রিয়, কিন্তু স্বামীর অপেক্ষাও স্বামীর ধর্ম্ম অধিকতর প্রিয়। তোমার ভালবাসার লোভে আমি কি তোমার ধর্ম্মের হানি করিব? যে তোমার পায়ে একটী কাঁটা ফুটিলে আমার বুকটা শতচীর হইতে থাকে, সেই তোমার অধর্ম্ম হইলে, তোমার আত্মার ক্ষতি হইলে, তোমার মুকুল মরিবে না?"

উষ্ণ অশ্রুধারায় শচীন্দ্রের পদ-সিক্ত হইতে লাগিল। সে অশ্রুতে শচীন্দ্রের বুক ভিজিল, শচীন্দ্র তাড়াতাড়ি মুকুলের মুখ চোক মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "মুকুল, আমাকে কি করিতে বল?" এখন বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না, পোড়া পাড়ার লোকে "স্ত্রৈণ" বলে সে বড় অপরাধ নয়। মুকুল সকাতরে বলিতে লাগিল, "আমার একটী কথা রাখ, অই বডীটা ফিরিয়ে দাও—তুমি যা'র স্বামী, যে তোমার দাসী, তার আবার এসব কৃত্রিম সৌন্দর্য্য কেন?"

শচীন্দ্রের মুখ লাল হইল, মুকুল বলিতে লাগিল, "আজ তুমি আমার গা' ছুঁয়ে দিব্য কর, উপরে ঈশ্বর সাক্ষী, মা'র সহিত কখনও বিবাদ করিও না —তুমি কথা বা কাজে এমন কিছু করিওনা যাতে মা'র চোখের জল পড়ে। তবে কোনও ভাল কাজ করিলেও মা' যদি ভুল বোঝেন, তা'তে তোমারি বা হাত কি? আমারি বা হাত কি? আর এক কথা এই যে তুমি মা'র কাছে গিয়ে করযোড়ে ক্ষমা চাও!"

শচীন্দ্র একটু ভাবিলেন, দুই চারি বার মুকুলের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন, শেষে বলিলেন "যা' যা' বলিলে সবই শুনিব মুকুল, কিন্তু মা'র কাছে ক্ষমা চাইতে পারিব না!"

সজল নয়নে মুকুল, শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিল, শচীন্দ্র বলিলেন "ক্ষমা চাহিতে আমার—ভারি—বড়—ইয়ে, হয়।"

মু। কিয়ে হয়?

শচীন্দ্র বড় মুস্কিলে পড়িলেন, কিন্তু মুকুলের হাতেতো অব্যাহতি নাই, কাজেই সকল কথা খুলিয়া বলিলেন "কথা কি মুকুল, আমরা লেখা পড়া শিখেছি, আমাদের মনও অবশ্য উন্নত

হয়েছে, ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আমাদের লজ্জা করে।"—

মু। তোমার মন উন্নত বলেই আমি তোমার পায়ে ধরে সাধিতেছি, এ জগতে দোষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হীনচেতা কখনই পারে না, সে উন্নতচেতারই কাজ!

আরে জালা! উপায়ান্তর না পাইয়া শচীন্দ্র মুকুলের পিঠে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন "তবে লক্ষ্মি! তুমি যাও। তুমি আমার হইয়া ক্ষমা চাহিয়া এস।"

মুকুল পোড়ার মুখী সেই রকম জেদে বলিতে লাগিল "মা'র কাছে লজ্জা কিসে? আর আমি গেলে মা'র ক্ষমা আসিতে বিলম্ব হইবে, তোমার মুখ দেখিবামাত্রই মা'র ক্ষমা আসিবে।"

শচীন্দ্র কথা কহিলেন না, নিকটে কালিদাসের কুমারসম্ভব ছিল আনিয়া বলিলেন "মুকুল, কুমার পড়িব শুনিবে?"

বিদ্যুৎবেগে মুকুল শচীন্দ্রের পদতলে পড়িল, স্বামীর পদপ্রান্তে মাথা দিয়া বলিল "মুকুলের জন্যে মা'কে কাঁদাইয়া কষ্ট বোধ কর না, আর তাহার জন্যে ধর্ম্ম ন্যায় রক্ষা করিতে পারিলে না? আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি?"

মুকুল কাঁদিতে লাগিল।

কুমার সম্ভব দূর করিয়া ফেলিয়া শচীন্দ্র মুকুলকে উঠাইলেন। তাহার হাত আপনার হাতে লইয়া বসিলেন, 'মুকুল, আমি তোমার কথা রাখিব— আমি নরাধম তাই মা'কেও কাঁদাই, তোমাকেও কাঁদাই। আর আমি কাঁদাইব না। ও বড়ী বিক্রয় করিব, তোমার মত হৃদয়খানি যাহার, তাহার হীরা মুক্তায় প্রয়োজন নাই। আমি শত জন্মের সৌভাগ্যে তোমাকে পাইয়াছি, আমি অন্ধ বলিয়া এমন রত্ন চিনিতে পারি নাই। তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব, আমি মা'র কাছে চলিলাম। আন্টিপেটরের সহস্র পত্র আলেকজাণ্ডারের মা'র একবিন্দু চক্ষের জলে ভাসিয়া গিয়াছিল, আর আমার মা'র চক্ষের জলে আমার অহঙ্কার অভিমান, স্বার্থপরতা কি ভাসিবে না?"

মুকুল একটীও কথা কহিতে পারিল না, কেবলই কাঁদিতেছিল।

৫

মা'র কাছে গিয়া শচীন্দ্রকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল না। শত সহস্র শচীন্দ্রের এমন ক্ষমতা নাই, জগতে এমন কোনও অপরাধ নাই, যে তাহার শক্তিতে মাতৃস্নেহ পরাস্ত হয়। শচীন্দ্র "মা" বলিয়া ডাকিলেই মা ছেলের মাথা বুকে লইয়া তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।—যাহাকে জগৎ সংসার পরিত্যাগ করে, তাহাকে কেবল দুইজন ত্যাগ করে না,—স্বর্গে ঈশ্বর, জগতে মা।

এই দিন হইতে এবাড়ীর সকল অশান্তি দূর হইল। শচীন্দ্র মাতৃভক্ত সন্তান হইয়া দিনে দিনে নিজের ও

সংসারের উন্নতি করিতে লাগিলেন। ইহার অনেকদিন পরে শচীন্দ্র এক দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং তাঁহার সহকারিতায় দেশের অনেক গুলি মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন হইল।

সে দিন মুকুলের খাশুড়ী তাঁহার গুরু ঠাকুরের নিকটে একান্ত গোপনে বলিয়াছিলেন "বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী, আপনার আশীর্ব্বাদে এক বৌমার জন্তেই আমার বাড়ী বৈকুণ্ঠ হইয়াছে"।

আমরা বামাবোধিনীর পাঠিকাদিগের হস্তে নববর্ষের প্রীতিউপহার স্বরূপ "গৃহলক্ষ্মীকে" সমর্পণ করিলাম, আশা-করি স্নেহময়ী ভগিনীগণ ইহা স্নেহের চখে দেখিবেন। যদি বঙ্গগৃহের কোথাও শচীন্দ্রের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে তাঁহার বাম পার্শ্বে যেন মুকুল কুমারীকে বিরাজিতা দেখিতে পাই, ইহাই আমা-দিগের প্রার্থনা।

লেখিকা—
শ্রীমাঃ—

বাঙ্গালা প্রবচন।

১। ন খলঃ সজ্জনায়তে। ‡

২ ন গাঁ মাগিলে যা,
সাত গাঁ মাগিলেও তা।

৩। ন চ দৈবাৎ পরং বলং।

৪ক। ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ।

৪খ। ন দেবায় ধর্ম্মায়।

৫ক। নরম মাটীতে বিড়ালে আঁচড়ায়।

৫খ। নরক গুলজার।

৬। নরাণাং নাপিতোধূর্ত্তঃ।

৭। নরাণাং মাতুলক্রমঃ।

৮। নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।

৯। নাই বা দিলে তাইবা কি,
গুড়ে মণ্ডার অভাব কি?

১০। নাই ঘরে খাঁই বাড়ে।

১১। নাই বল্লে সাপের বিষও থাকে না।

১২। না উঠতে এক কাঁদি।

‡ খল সজ্জন হয় না।

১৩। না গজাতে ঘুণ ধরে,
না উঠতে আছাড়।
বাসরেতে পতি মরে
বাসি বে'তে রাঁড়।

১৪। নাচের পা থামে না।

১৫। নাচ্‌তে জানেনা উঠান বেঁকা।

১৬। নাচ্‌তে দাঁড়য়ে ঘোমটা টানা।

১৭। নাচে ভাল, কিন্তু পাক দেয় মন্দ।

১৮। নাতোয়ানের ছুনো খরচ।

১৯। না পড়ে পণ্ডিত।

২০। নাপিত দেখ্‌লে নখ বাড়ে।

২১। নাপিতের আসি, ধোবার বাসি।

২২। নায়কের ইচ্ছা উলু বনে গোড়।

২৩। নাস্তি সত্য সমো ধর্ম্মঃ।

২৪। নাস্তিকের মুখে ধর্ম্ম কথা।

২৫। নিমুখো বেড়াল পাঁটা খাবার রাক্ষস।

২৬। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?

২৭। নিরেনব্বুইয়ের ধাক্কা।

২৮। নির্গুণ পুরুষের তিনগুণ ঝাল।

২৯। নির্বিষ সাপের কুলোপানা চক্র।

৩০। নির্ভয় কালুরায়।

৩১। নিকুণে চুকুলো ঘর,
সাজালে গোজালে বর।

৩২। নিতে পারি, খেতে পারি, দিতে পারি নে।
বল্‌তে পারি,কইতে পারি,সইতে পারি নে।

৩৩। নীচ যদি উচ্চ ভাষে,
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।

৩৪। নেকড়ার আগুণ।

৩৫। নেড়া কি আর বেলতলায় যায়?

৩৬। নেড়ার নেই বাটপড়ের ভয়।

৩৭। নূতন নূতন নকড়া,
পুরাণ হলে ছকড়া।

৩৮। নূতন নূতন তেঁতুল বিচি,
পুরাণ হলে বাতায় গুঁজি।

লোপামুদ্রা।

একদা বিদর্ভাধিপতি সভামাঝে বিচরাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময় মুনিপুঙ্গব অগস্ত্য রাজসভায় উপনীত হইয়া "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে রাজা শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করতঃ স্বহস্তে মধুপর্ক ও কুশাসন লইয়া মহামুনিকে অর্চ্চনা করিলেন। মুনিবর আসন গ্রহণ করিয়া রাজাকে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলে, রাজা নিজাসনে উপবেশন করিয়া বিনয়নম্র বচনে মুনিবরকে বলিলেন;—"ভগবন্! আপনার আশ্রমের কুশলত? তথায় মৃগগণ ত পশুরাজের সহিত বিশ্বস্ত চিত্তে বিচরণ করিয়া থাকে? যথাচরিত আপনাদের হোমাগ্নি ও যজ্ঞ কার্য্যের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই ত? যে তপঃপ্রভাবে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হইয়া ভগবান্ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, সেই তপস্যার কুশল ত? মহাত্মন্! সর্ব্বাঙ্গীন কুশল বলিয়া এ অধীনের প্রতি যে আদেশ হয় করুন; যতক্ষণ আপনাকর্তৃক আদিষ্ট না হইতেছি, ততক্ষণ আপনার আগমনজনিত সৌভাগ্যসুখ সম্যক্ ভোগ করিতে পারিতেছি না" এই বলিয়া নরপতি বিরত হইলে মহর্ষি অগস্ত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "রাজন্! আমার আশ্রমের ও তপস্যার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল; সম্প্রতি মহারাজের জামাতা হইবার অভিলাষে রাজসভায় আগমন করিয়াছি, এখন আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অনুমতি হউক।

মহর্ষির প্রস্তাব শেষ হইলে বিদর্ভরাজের মস্তকে যেন শত বজ্রাঘাত হইল। সেই অসূর্য্যম্পশ্যা ননীর পুতুলী প্রাণাধিকা নন্দিনীকে কি প্রকারে

সেই ভীবণমূর্ত্তি বনবাসী মুনিকে প্রদান করিবেন তাহাই ভাবিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ভয়বশতঃ সেই তেজঃপুঞ্জ তাপসের নিকট মনোভাব গোপন রাখিয়া বলিলেন "মহাভাগ! আমি মহিষীকে এবিষয় জানাইয়া আপনার বাসনা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইব।" এই বলিয়া সে দিনের মত সভা ভঙ্গ করিলেন এবং মুনির উপযুক্ত বাসস্থান ও পান ভোজনাদির জন্য মন্ত্রীকে বলিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে গেলেন।

মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন পত্রবেষ্টিত স্ফুটনোন্মুখ গোলাপ কলিকার ন্যায় লোপামুদ্রা মাতৃপার্শ্বে অবস্থিতি করিয়া মাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। সহচরীগণ মণি, মুক্তা ও হীরক খচিত স্বর্ণময় ভূষণে কুমারীকে ভূষিতা করিতেছে, কেহবা কুসুমের হার গাঁথিয়া কুমারীর কেশপাশ সুসজ্জিত করিতেছে। নন্দিনীকে দেখিয়া ভূপতির হৃদয় শোকে দ্বিগুণ বেগে উথলিয়া উঠিল। তিনি স্থির নেত্রে সেই আনন্দময়ী দুহিতার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না—দরদর করিয়া তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অনর্গল অশ্রু বহিতে লাগিল। পিতা মাতার কি অনুপম স্নেহ, তাহা কি বাক্যে বর্ণনা করা যায়! আজ সেই স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া ভূপাল, তনয়ার ভাবী কষ্ট ভাবিয়া আকুল! লোপামুদ্রা জনকের তাদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। তিনি পিতৃচরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিষণ্ণ বদনে তদীয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজ্ঞী কাতরস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! কি হইয়াছে? সত্বর বলুন, আমি জগৎ অন্ধকার দেখিতেছি। রাজা বলিলেন "মহিষি! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত; আজ মহামুনি অগস্ত্য আসিয়া আমার নিকট কন্যা প্রার্থনা করিলেন। আমি যদি সেই অমিততেজা তাপসবরকে প্রত্যাখ্যান করি, তাহা হইলে সরাজ্য তাঁহার রোষানলে ভস্মীভূত হইব, আর তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান না করিয়াই বা কেমন করিয়া সেই বর্ষীয়ান্ ও বনবাসী মুনিকে আমার লোপামুদ্রা দান করিব? রাজ্ঞি! লোপা আমার বালিকা—আজীবন সুখের ক্রোড়ে পালিতা, কেমন করিয়া সে বনবাস ক্লেশ সহ্য করিবে? যে কখনও প্রাঙ্গণকুট্টিম অতিক্রম করে নাই, সে কেমন করিয়া বন্ধুর প্রান্তর ভূমি—হিংস্র জন্তু-সঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে বিচরণ করিবে? স্বকার্য্য-পারদর্শী সূপকারগণ যাহার খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে, সে কেমন করিয়া স্বচ্ছন্দজাত বৃক্ষলতার কটুতিক্ত কষায় ফলমূল ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিবে? যে লোপামুদ্রা আমার মণিময় বসন ভূষণে সুসজ্জিতা হইয়া সুরবালার ন্যায় রাজান্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করে—চমরীগণকে লজ্জা দিয়া যাহার কেশরাশি বিরাজিত, তাহার সুকুমার দেহ ভস্ম-

বিলেপিত ও সুকোমল বসনের পরিবর্ত্তে কঠিন বাকলে আবৃত হইবে, সুশোভিত কেশকলাপ জটায় পরিণত হইবে, ইহা আমি পিতা হইয়া কিপ্রকারে সহ্য করিব? কুসুমকলিকা প্রস্ফুটিত না হইতেই তাহাতে দারিদ্র্যকীট প্রবেশ করিবে আর আমি নির্ম্মম হইয়া রাজ্যসুখ ভোগ করিব, ইহা কখন হইতে পারে না। সেই দীর্ঘকায় আবক্ষঃ শ্বেত শ্মশ্রু ও জটাজূটধারী, বল্কলপরিহিত মহর্ষিকে দেখিলে আমাদেরও ভয়ের সঞ্চার হয়, বালিকা লোপামুদ্রা কেমন করিয়া তাঁহার সহচরী হইবে? রাণি! অপত্যস্নেহ বশতঃ আমি এই সকল চিন্তায় আকুল হইয়াছি। সেই মহর্ষির প্রার্থনার অন্যথা করিবার ক্ষমতা আমার নাই, আবার লোপাকে বা কোন্ প্রাণে তাঁহাকে দান করিব? এই দুই কার্য্যের কোনও কার্য্য আমার ক্ষমতায়ত্ত নহে, সুতরাং আমি মহা বিপদে পতিত।" এই বলিয়া মহারাজ ক্ষান্ত হইলেন; মহিষী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

লোপামুদ্রা এতক্ষণ পিতার বিলাপ ও পরিতাপের সহিত বর্ণিত সমস্ত ঘটনা শুনিতেছিলেন; এখন তাঁহার বিষণ্ণভাব দূর হইল—এখন তিনি পিতার বিপদটা কি তাহা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু অপত্যস্নেহের যে কি মোহিনীশক্তি, তিনি তাহাতে নিতান্ত অনভিজ্ঞা, সুতরাং এই ঘটনাটীকে তিনি পিতার বিপদ্ বলিয়াই আদৌ গণ্য করিলেন না, বরং জনকের যশ ও মহর্ষির সম্মান রক্ষা করিবার জন্য তিনি অগস্ত্যের পত্নী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং বিনয় বচনে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ—"পিতঃ! আপনার সেই মহর্ষিকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে না; আমি তাঁহার পত্নী হইতে কিছুমাত্র কাতরা নহি, আপনি অনর্থক কেন বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন? আপনার বিপদই বা কিসের? আমি দেখিতেছি আপনার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, তাই ত্রৈলোক্যপূজিত বিশ্বজনহিতৈষী ধার্ম্মিকপ্রবর মুনিপুঙ্গব অগস্ত্য, আপনার জামাতা হইতে আসিয়াছেন। আমি তাঁহার পত্নী হইলে, আমার যে সকল কষ্ট হইবে আপনি বর্ণনা করিলেন, আমি সেই সকলকে কষ্ট মনে না করিয়া সৌভাগ্যের সোপান বলিয়া মনে করিতেছি। পৃথিবীতে যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মাচরণ-সুখই শাশ্বত সুখ। অন্যান্য সকল সুখে বাসনার তৃপ্তি আছে, কিন্তু ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত। পিতঃ ধর্ম্মজনিত সুখ বিলাস-পূর্ণ রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা বনে অধিক সুলভ। যখন মহর্ষির পত্নী হইলে সেই সুখভোগ করিতে পাইব, তখন তাঁহার পত্নী না হইয়া কোন্ রাজপুত্রের পত্নী হইয়া সুখী হইব? আপনি বনবাসীর হস্তে আমাকে দান করিতে দুঃখিত হইতেছেন, কিন্তু শান্ত দান্ত সাধুর সহিত

বনবাস অপেক্ষা সংসারীদিগের সহিত রাজপ্রাসাদে বাস কি অধিক সুখের? যদি তাহা না হয়, তবে আপনার বিপদ কৈ? তবে এতক্ষণ আপনি কেন সবিলাপে অশ্রুবর্ষণ করিলেন? অতএব আমি মহর্ষির পত্নী হইতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি সকল দুঃখ ও পরিতাপ ত্যাগ করিয়া আমায় সেই মহর্ষিকে দান করুন্। আমি সেই মহর্ষিকে দেখিয়া ভীতা হইব না; ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ কখনও ভীষণদর্শন নহেন, আমি অবশ্যই তাঁহার দর্শনে প্রীতিলাভ করিব।" রাজা তনয়ার এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া ও ধর্ম্মনিষ্ঠা পূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে সভামধ্যে নিজ দুহিতাকে আনিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহামুনি বিদর্ভরাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভূষণা লোপামুদ্রাকে বলিলেন, "রাজনন্দিনি! আমি ফলমূলাশী বনবাসী তপস্বী, বসন ভূষণ ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্যাদি ব্যবহার করা আমাদের ধর্ম্ম নহে, তুমি এখন আমার সহধর্ম্মিণী, সুতরাং তোমাকে রাজকন্যার উপযোগী এই বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া জটা বল্কল ধারণানন্তর এখনই পদব্রজে আমার অনুগামিনী হইতে হইবে।" মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমারী অম্লানবদনে বসন ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটা বল্কল ধারণ করিলেন এবং পিতা মাতার পদে প্রণাম ও সখীদিগকে সম্ভাষণ করিয়া, আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া—রাজপুরী অন্ধকার করিয়া আশ্রমাভিগামী মহর্ষি অগস্ত্যের পশ্চাদগামিনী হইলেন।

ব্রাহ্ম-বিবাহ।*

শ্রীমান্ অভয়াকুমার দেব মজুমদারের সহিত শ্রীমতী শান্তশীলা দত্তের শুভবিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি।

ঈশ্বর-স্মরণ।

কন্যাকর্ত্তা বেদির সম্মুখে বরকে উপবেশন করাইয়া সর্ব্বাগ্রে মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবেন, যথা, সেই পূর্ণমঙ্গল জগৎপ্রসবিতা পরমদেবতার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব ধ্যান করি, যিনি অদ্যকার শুভ অনুষ্ঠানের অধিষ্ঠাত্রী

* ১২৮৩ সালের ফাল্গুন মাসে ব্রাহ্মবিবাহের একটী নমুনা পদ্ধতি বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হয়, তাহা অনেক পাঠকপাঠিকার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এইটী তাহারই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকার। আশা করি ইহাও তাঁহাদিগের হৃদ্য হইবে এবং ইহা প্রকৃত বিবাহের উচ্চ, মহৎ ও পবিত্র ভাব প্রচারের সহায়তা করিবে।

দেবতা ও কল্যাণফলবিধাতা হইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন।

[সভাস্থগণের অনুমতি গ্রহণ]

[কন্যাকর্ত্তা দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক]

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

এই শুভবিবাহ কর্ম্মে আপনারা পুণ্যাহ বলুন্।

সভাস্থ সকলে—ওঁ পুণ্যাহং।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

এই শুভবিবাহ কর্ম্মে আপনারা ঋদ্ধি বলুন্।

সভাস্থ সকলে—ওঁ ঋদ্ধ্যতাং।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

এই শুভবিবাহ কর্ম্মে আপনারা স্বস্তি বলুন্।

সভাস্থ সকলে—ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

[পাত্রের বরণ]

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

বর—অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্নামি।

অর্ঘ্য গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ এষঃ পরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।

এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করুন।

বর—প্রতিগৃহ্নামি।

গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ইদং অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।

এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন।

বর—প্রতিগৃহ্নামি।

গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ তৎসদদ্য চতুর্দ্দশাধিকাষ্টাদশশততম শকাব্দে জ্যৈষ্ঠে মাসি একাদশ দিবসে বৃষরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশ্যাং তিথৌ সোমবাসরে আলম্যান গোত্রস্য স্বর্গগতস্য "মজুমদার" উপাধিকস্য বলরাম দেবস্য প্রপৌত্রং স্বর্গগতস্য মৃত্যুঞ্জয় দেবস্য পৌত্রং স্বর্গগতস্য উমাশঙ্কর দেবস্য পুত্রং আলম্যান গোত্রং "মজুমদার" উপাধিকং শ্রীঅভয়াকুমার দেবং—কাশ্যপ গোত্রস্য স্বর্গগতস্য ষষ্ঠীচরণ দত্তস্য প্রপৌত্র্যাঃ স্বর্গগতস্য হরমোহন দত্তস্য পৌত্র্যাঃ শ্রীউমেশচন্দ্র দত্তস্য পুত্র্যাঃ কাশ্যপগোত্রায়াঃ শ্রীশান্তশীলা দত্তজায়াঃ কন্যায়াঃ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি এভিরূপকরণাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।

অদ্য ১৮১৪ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশ দিবসে বৃষরাশিস্থ ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে সোমবাসরে আলম্যান গোত্র স্বর্গগত বলরাম দেব মজুমদারের প্রপৌত্র, স্বর্গগত মৃত্যুঞ্জয় দেব মজুমদারের পৌত্র, স্বর্গগত উমাশঙ্কর দেব মজুমদারের পুত্র শ্রীঅভয়াকুমার দেব মজুমদারকে, কাশ্যপ গোত্র স্বর্গগত ষষ্ঠীচরণ দত্তের প্রপৌত্রী, স্বর্গগত হরমোহন দত্তের পৌত্রী, শ্রীউমেশচন্দ্র দত্তের

পুত্রী কাশ্যপগোত্রা শ্রীমতী শান্তশীলা দত্তের শুভ বিবাহ কর্ম্মে আপনাকে এই উপস্থিত উপকরণাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বরত্বে বরণ করিতেছি।

বর—ওঁ বৃতোঽস্মি।

বৃত হইলাম।

[অনন্তর বর অন্তঃপুরে নীত ও কন্যার মাতা কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইবেন।]

[ব্রহ্মোপাসনা]

বর কন্যার সহিত সভাস্থলে প্রত্যাগত হইলে কন্যাকর্ত্তা বেদির অভিমুখীন হইয়া বসিবেন এবং কন্যা ও বরকে উভয়ের সম্মুখীন করিয়া আপনার দুই পার্শ্বে বসাইবেন। অনন্তর আচার্য্য কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

কন্যাকর্ত্তা—(কন্যার প্রতি) তব বিবাহার্থং যথাবিধমর্চ্চিতং ইমং সদ্‌গুণান্বিতং ব্রহ্মনিষ্ঠং বরং সাদরং পতিত্বেন বৃণুষ।

তোমার বিবাহার্থে যথাবিধি অর্চ্চিত সদ্‌গুণান্বিত ব্রহ্মনিষ্ঠ এই বরকে তুমি সাদরে পতিত্বে বরণ কর।

কন্যা—সাদরং বৃণোমি।

সাদরে বরণ করিলাম।

[কন্যা সম্প্রদান]

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বহস্তোপরি লইয়া)—ওঁ তৎসদদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি একাদশ-দিবসে বৃষরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশ্যাং তিথৌ কাশ্যপগোত্রঃ শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত ঈশ্বর-প্রীতিকামঃ আলম্যান-গোত্রস্য স্বর্গগতস্য 'মজুমদার' উপাধিকস্য বলরাম দেবস্য প্রপৌত্রায়, স্বর্গগতস্য মৃত্যুঞ্জয় দেবস্য পৌত্রায়, স্বর্গগতস্য উমাশঙ্কর দেবস্য পুত্রায় আলম্যান গোত্রায় "মজুমদার" উপাধিকায় শ্রীঅভয়াকুমার দেবায় বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ-ব্রাহ্মায় যথাবিধমর্চ্চিতায় কাশ্যপগোত্রস্য স্বর্গগতস্য ষষ্ঠীচরণ দত্তস্য প্রপৌত্রীং স্বর্গগতস্য হরমোহন দত্তস্য পৌত্রীং শ্রীউমেশচন্দ্র দত্তস্য পুত্রীং কাশ্যপগোত্রাং অরোগিণীং সুশীলাং সালঙ্কারাং বাসসাচ্ছাদিতাং শ্রীমতীং শান্তশীলা দত্তাং ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। *

বর—কন্যামিমাং সাদরমহং পবিত্রোদ্বাহযোগার্থং গৃহ্নামি।

আমি সাদরে এই কন্যাকে পবিত্র উদ্বাহ যোগের জন্য গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যার হস্ত পুষ্পমালা দ্বারা বন্ধন করিয়া দিয়া)

বরের প্রতি—ধর্ম্মে চ অর্থে চ জ্ঞানে চ ভোগে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ং।

ধর্ম্মে, অর্থে, জ্ঞানে ও ভোগে তুমি ইহাকে অতিক্রম করিবে না।

বর—নাতিচরিষ্যামি।

অতিক্রম করিব না।

কন্যার প্রতি—ধর্ম্মে চ অর্থে চ জ্ঞানে চ ভোগেচ নাতিচরিতব্যস্ত্বয়ায়ং।

* সম্প্রদানের প্রকৃত অর্থ—"সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং" উভয়ে একত্র হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর এই কথা বলিয়া বিবাহার্থ কন্যাকে বরের হস্তে অর্পণ করা। সামান্য তৈজসপাত্র বা গো অশ্ব দানের ন্যায় এ দান যথেচ্ছচারিতার জন্য নহে।

ধর্ম্মে, অর্থে, জ্ঞানে ও ভোগে তুমিও ইহাঁকে অতিক্রম করিবে না।

কন্যা—নাতিচরিষ্যামি।

অতিক্রম করিব না।

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যা উভয়ের প্রতি)—"সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং ব্রহ্মসাৎকৃতমানসৌ।"

তোমরা উভয়ে পরব্রহ্মে মনঃ প্রাণ সমাধান করিয়া এক সঙ্গে অভিন্নভাবে ধর্ম্মাচরণ কর।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

[উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা]

বর—অদ্য ১৮১৪ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশ দিবসে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে সোমবাসরে আমি শ্রীঅভয়াকুমার মজুমদার সর্ব্বসাক্ষী পবিত্র পরমেশ্বর ও সমাগত ধর্ম্মবন্ধুগণকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সচ্ছন্দচিত্তে তোমাকে আমার বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায় তোমার মঙ্গলসাধনে ও সৎপতির কর্ত্তব্য পালনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবান্ থাকিব।

কন্যা—অদ্য ১৮১৪ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের একাদশ দিবসে কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে সোমবাসরে আমি শ্রীশান্তশীলা দত্ত সর্ব্বসাক্ষী পবিত্র পরমেশ্বর ও সমাগত ধর্ম্মবন্ধুগণকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দচিত্তে তোমাকে আমার বৈধপতিরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায় তোমার মঙ্গলসাধনে ও সৎপত্নীর কর্ত্তব্য পালনে যাবজ্জীবন যত্নবতী থাকিব।

[অতঃপর গ্রন্থি বন্ধন হইবে]

ভর্ত্তা ও বধূ—

ওঁ বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে।
যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
আবয়োর্হৃদয়ং যত্তু তদস্তু ব্রহ্মণঃ সদা।

আমি সত্যগ্রন্থি দ্বারা তোমার মন ও হৃদয় বন্ধন করি। আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক; তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় সর্ব্বদা ঈশ্বরের হউক।

[মালা ও অঙ্গুরীয় বিনিময়]

ভর্ত্তা ও বধূ—"ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি, অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি, ত্বচাত্বচং।"

আমার প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ সংযুক্ত করিতেছি। অস্থি দ্বারা অস্থি, মাংস দ্বারা মাংস এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয় সংযুক্ত করিতেছি।

ভর্ত্তা (বধূর প্রতি) ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ।"

তোমার চক্ষু প্রসন্ন হউক। তুমি পতির হিতকারিণী হও, পতির প্রতিকূলাচারিণী হইও না। জীবগণের প্রতি

কল্যাণদায়িনী হও। তোমার মন সুন্দর হউক। তুমি তেজস্বিনী হও।

ভর্ত্তা ও বধূ উভয়ে—

"ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।"

বিশ্বদেব আমাদের উভয়ের হৃদয় সংযুক্ত করুন্।

"ওঁ সুগং নু পন্থাং প্রদিশন্ন এহি জ্যোতিষ্মধ্যে হ্যজরন্ন আয়ুঃ।"

অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আগাদ্বৈবস্বতো নোঽভয়ং কৃণোতু নঃ।"

হে জ্যোতির জ্যোতিঃ পরমাত্মন্! এস আমাদের পথ দেখাও, যে পথে আমরা সুখে গমন করিতে পারি, যে পথে চলিলে আমরা মৃত্যুকে পরিহার করিতে পারি, অমৃত লাভ করিতে পারি, সেই পথ আমাদিগকে দেখাও, আমাদিগকে অভয় দান কর।

অনন্তর কন্যাকর্ত্তা ও আচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ।

অতঃপর উদ্বাহ স্থান হইতে বাসগৃহে গমনের পথে প্রদত্ত আটখানি আসনে ক্রমান্বয়ে পদ নিক্ষেপ করিতে করিতে ভর্ত্তা ও বধূ এইরূপে প্রার্থনা করিবেন, যথা—

(১) ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত আমরা প্রথম পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(২) সংসার ধর্ম্মপালনে বল লাভের নিমিত্ত আমরা দ্বিতীয় পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৩) পবিত্র দাম্পত্য-ব্রত সাধনের নিমিত্ত আমরা তৃতীয় পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৪) জনসমাজের হিতসাধনের নিমিত্ত আমরা চতুর্থ পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৫) সকল জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য আমরা পঞ্চম পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৬) শীত বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতুতে ধর্ম্ম সাধনের আনুকূল্য কামনায় ষষ্ঠ পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৭) মৃত্যু হইতে অমৃত লাভের জন্য আমরা সপ্তম পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৮) সত্য লাভের নিমিত্ত আমরা অষ্টম পদে আরোহণ করি; ব্রহ্ম আমাদিগকে সর্ব্বোপরি সত্যলোকে লইয়া যাউন। আমরা উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাজাহাঁ বেগম।

মনস্বিনী ও যশস্বিনী মৃত সিকান্দার বেগমের কন্যা সাজাহাঁ বেগম। ইহাঁর বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক। ইনি খর্ব্বকায়, দেখিতে যেন একটি বালিকার মত। কন্যা একদিকে যেরূপ মাতার অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন, আর একদিকে তেমনি মাতৃ-তেজস্বিতা ও গুণ কলাপেও বিভূষিত হইয়াছেন। ইনি পরমা সুন্দরী। আমাদিগের দেশে অনেক রূপবতী আছেন; কিন্তু যাঁহাদিগের রূপ আছে, তাঁহাদিগের অধিকাংশের কোনও গুণ নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই। একাধারে রূপ গুণ,বিদ্যা বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া অতি বিরল। কিন্তু সাজাহাঁ বেগমে তাহা বিদ্যমান। ঈশ্বর তাঁহাকে কোনও বিষয়ে কোনও প্রকারে অভাব অনুভব করিতে দেন নাই। ইনি পারস্যভাষা ভালরূপ জানেন; ইহাঁর ইহাতে এতদূর অধিকার আছে যে, ইহাঁকে বিদুষী বলিলে কোনও মতে অত্যুক্তি হয় না। আজকাল ভারতবর্ষের কোনও রাজ-পরিবারে ইহাঁর সমান বিদুষী কেহ আছেন কি না সন্দেহ। ইনি যেমন মিষ্টভাষিণী তদ্রূপ সদালাপিনী; ইনি যেরূপ রসভাষিণী, তদ্রূপ হেতুবাদিনী।

ইহাঁর সময়ে ভূপালে নানা প্রকার উন্নতির নিদর্শন চারিদিকে দৃষ্ট হয়। ভাল ভাল প্রাসাদসদৃশ বাটী বিনির্ম্মিত হইয়াছে; রাস্তা ঘাট প্রশস্ত হইয়াছে; প্রজাবর্গের অবস্থা উন্নত হইয়াছে; শুল্কাদি আদায়ের জন্য সুন্দর-আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই সব গুণ সত্ত্বেও ইংরাজ কর্ম্মচারীর অদূরদর্শিতা দোষে তিনি অনেক দিন সুখে থাকিতে পান নাই। মাননীয় নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইহাঁর প্রধান মন্ত্রী হন। বেগম আপনি সমস্ত বিষয় দেখিয়া থাকেন এবং রাজকীয় সমস্ত কার্য্য আপনি পরিচালনা করিয়া থাকেন। অন্যান্য প্রাচ্য রাজার মত কর্ম্মচারীর হস্তে সকল বিষয়ের ভার অর্পণ করিয়া ইনি আপনি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিয়া অনর্থের ভাগিনী হন না।

আফগানিস্থানের সীমান্ত দেশের এক ভদ্রবংশীয় যুবা পুরুষের সহিত বেগমের একমাত্র দুহিতার পাণিগ্রহণ হয়। তাঁহার চারিটি সন্তান, সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যা কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হয়। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর রাজ-ভক্তি ও মহানুভবতায় পরিতুষ্ট হইয়া ইহাঁকে জিঃ সিঃ এসঃ আইঃ প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত করিয়া গুণের আদর করিয়াছেন।

ইহাঁর মাতাই ইহাঁর প্রধানা ও প্রথমা শিক্ষয়িত্রী। মাতা ক্ষমাশীলা

ছিলেন না। কন্যার কোনও দোষ দেখিলে তিনি শাস্তি দিতে কখনই বিরত হইতেন না। ইনি আর কাহারও নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন কিনা আমরা অবগত নহি ; থাকিলেও আমরা সে কথা এস্থলে ধরিতেছি না, কন্যার বিদ্যাবত্তায় বুঝা যাইতেছে যে, মাতা কিরূপ সুশিক্ষিতা ও বিচক্ষণা ছিলেন ; তাহা না হইলে কি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় সার হেন্‌রি ডিউর‍্যাণ্ড ও তাঁহার অনুচর বর্গ যখন ইন্দোর হইতে পলায়ন করেন, তখন তিনি অতুল সাহসে তাঁহাদিগের রক্ষা বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেন ?

চিকাগো ।

আগামীবর্ষে চিকাগো নগরে যে অভূতপূর্ব্ব প্রদর্শনী হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠক পাঠিকাগণের গোচর করা যাইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ইলিনাইস প্রদেশের কুক কাউন্টিতে এই নগর প্রতিষ্ঠিত। উক্ত রাজ্যের মধ্যে এই নগর আকারে চতুর্থ ; কিন্তু বাণিজ্য গৌরবে দ্বিতীয় স্থানীয় বলিয়া খ্যাত। ইহা উত্তর দক্ষিণে ৭ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৫ মাইল বিস্তৃত। ইহার ৫০টী উপনগর আছে, সে সকল সমবেত ধরিলে লোকসংখ্যা ৫লক্ষের অধিক হইবে। ২০বৎসরের মধ্যে ইহার লোকসংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। নানা জাতীয় বিদেশী ইউরোপীয়ের সংখ্যা প্রায় দেড়লক্ষ। আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের ভাষায় চাকাকোয়া অর্থে বজ্র, তাহা হইতে চিকাগো নদীর এবং তাহা হইতে আবার এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। মিচিগান হ্রদ হইতে এই নদী একমাইল আসিয়া এই নগরে প্রবেশ করিয়াছে, এবং দুই শাখা প্রবাহিত করিয়া নগরকে তিনখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। এই নদীর উপরে ৩৫টী সেতু এবং নিম্নে দুইটী সুড়ঙ্গ আছে। অগ্রে এই নদীর জল মিচিগান হ্রদে গিয়া পড়িত, কিন্তু আশ্চর্য্য শিল্পকৌশলে ইহা ঊর্দ্ধদিকে নীত হইয়াছে, তাহাতে মিচিগান হ্রদের জল আকৃষ্ট হইয়া ইহার মধ্যদিয়া ইলিনইস ও মিসিসিপী নদীর সহিত মিলিয়া মেক্সিকো উপসাগরে পতিত হইতেছে। এই নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০০ মাইল উচ্চ, কিন্তু হ্রদের পৃষ্ঠ হইতে ১৪ফিট মাত্র, ১৮৫৫ সালের পূর্ব্বে ৭ফিট মাত্র উচ্চ ছিল।

এই নগরে স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে। নগরবাসীরা প্রতি দুই বৎসরের জন্য ৩৬জন সভ্য ও ১জন মেয়র বা অধ্যক্ষ মনোনীত করেন,

তাহাদিগকে লইয়া এক কৌন্সিল সভা গঠিত হয়, ইহাদিগের হস্তে নগর শাসনের ভার। নগরটী ১৮ বিভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক বিভাগ হইতে ২জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৭৫ সালে টাক্স আদায় করিয়া আয় ১ কোটী টাকারও অধিক ছিল, এখন আরও বাড়িয়াছে। যুক্তরাজ্যের জাতীয় কন্‌গ্রেস মহাসভায় চিকাগো হইতে ৩ জন প্রতিনিধি প্রেরিত হন।

চিকাগো বাণিজ্যপ্রধান স্থান। চুরট, জুতা, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া, ইট, কাঠ, লোহা ও ইস্পাতের জিনিষ, মদ্য, শূকর ও গোরু, শস্য, ময়দা ও বাহাদুরী কাষ্ঠ লইয়া ইহার প্রধান কারবার। ১৮৭৫ সালে ১০ হাজার বড় বড় জাহাজ বাণিজ্যার্থ এখানে আসিয়াছিল এবং এখান হইতে বিদেশে গিয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় কত কোটী কোটী টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। চিকাগোতে বাণিজ্য দ্রব্য সকলের বার্ষিক প্রদর্শন হইয়া থাকে। এজন্য ৮০০ ফিট দীর্ঘ ও ২০০ ফিট প্রশস্ত এক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, এক মাস ধরিয়া প্রদর্শন কার্য্য চলে এবং নানা-স্থান হইতে দর্শক সকলের সমাগম হয়।

১৮৭১ সালে চিকাগোতে যেরূপ অগ্নিকাণ্ড হয়, বর্ত্তমান যুগে এরূপ আর কুত্রাপি শ্রুত হয় নাই। ৮ই অক্টোবর রবিবার রাত্রি প্রায় ৯টার সময় এক-খানি কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘরে দৈবক্রমে একটী বাতী উল্টাইয়া পড়ে, তাহাতেই অগ্নিদেব মূর্ত্তিমান হইয়া সে রাত্রি এবং সমস্ত পরদিন প্রচুর ভোজ্য পাইয়া দীর্ঘে ৪ মাইল ও প্রস্থে ১৷৹ মাইল স্থানের সমুদায় দ্রব্য উদরসাৎ করেন। অবশেষে কামান ছুড়িয়া কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ গৃহ দগ্ধ করিয়া অগ্নিদেবকে পরাস্ত করিতে হয়। ১৭,৪৫০ খানি গৃহ এই অগ্নিতে আহুতি রূপে প্রদত্ত হয়। ৯৮৮৬০ লোক গৃহশূন্য হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২৫০ জন লোক প্রাণ হারায়। প্রায় ৫০ কোটী টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছিল। বিপদ্‌গ্রস্ত লোকদিগের সাহায্যার্থে যথোচিত ফণ্ড স্থাপনের চেষ্টা করা হয় এবং দেশ বিদেশ নানাস্থান হইতে এক কোটী টাকা সংগ্রহ হয়। তদ্ভিন্ন নগরবাসী কতকগুলি সদাশয় লোক সম্মিলিত হইয়া অন্ন, বস্ত্র, প্রভৃতির সুবিধা করিয়া বিপন্নদিগের বিশেষ সাহায্য করেন।

চিকাগো এই মহা অগ্নিকাণ্ডে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাতে ১০ বৎসরের কমে যে সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিবে, কেহই এরূপ কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু আমেরিকাবাসীদিগের আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ে ৩ বৎসরের মধ্যে নূতন নগর সুন্দরাকারে গঠিত হইল এবং ইহার গৃহসম্পত্তির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইল। চিকাগোর অধিকাংশ স্থান লৌহ, প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে পূর্ণ। এরূপ সুন্দর বাণিজ্য নগর আমেরিকায় আর নাই। একটী পয়ঃপ্রণালী দ্বারা

মিচিগান হ্রদ হইতে সমগ্র নগরে জল যোগান হইয়া থাকে।

চিকাগো শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ উন্নত। ইহার এক প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট কতকগুলি কলেজ আছে। নানাবিধ স্কুলের সংখ্যা প্রায় একশত হইবে। তদ্ভিন্ন কিণ্ডারগার্ডেন প্রণালীতে শিক্ষা দিবারও কতকগুলি স্থান আছে। চিকিৎসা শিক্ষার জন্য ১৮৭৫ সালে ৭টী কলেজ ছিল, সঙ্গীতেরও স্বতন্ত্র কলেজ আছে। এখানে পুস্তকালয়, অনাথ-নিবাস, দাতব্য-সভা, হোটেল, ও উদ্যান অনেক গুলি আছে। প্রকাশ্য ভজনালয়ের সংখ্যা ২৩৮, তথায় নানা সম্প্রদায়ের লোক স্ব স্ব বিশ্বাসমত ধর্ম্মযাজন করিয়া থাকেন।

আবিষ্কার ও উদ্ভাবন।

মনুষ্যজাতি প্রথমে অল্প অল্প সংখ্যায় দলবদ্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ হইয়াছিল, তখন আপনাদিগের প্রতিবাসীদিগের সহিতও তাহাদিগের পরিচয় ছিল না, প্রত্যুত পরস্পরে পরস্পরকে ঘৃণা ও হিংসা করিত। হিন্দু যবন, গ্রীক বর্ব্বর এইরূপ ভেদাভেদের সেইজন্য সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পূর্ব্বকালের জ্ঞান ও সভ্যতার যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সঙ্কীর্ণ সীমার অন্তর্ভূত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে মানবজাতির পরস্পরের সহিত সম্মিলন কত বৃদ্ধি হইয়াছে, একজাতি অপর জাতির জ্ঞান, সভ্যতা ও উন্নতির অংশভাগী হইতেছে এবং সকলে মিলিয়া জগতের সাধারণ উন্নতির সহায়তা করিতেছে! ইউরোপীয় জাতিরা গত পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে যে সকল অজ্ঞাত স্থান আবিষ্কার ও আশ্চর্য্য শিল্পযন্ত্র ও বিজ্ঞানকৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে :—

খৃষ্টাব্দ

১৪০৫ হইতে ৩২ পোর্ত্তুগিজ নাবিকগণ কর্ত্তৃক আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী কেনারী, মেডিরা, প্রভৃতি দ্বীপ।

১৪৮৬ পোর্ত্তুগিজ নাবিক ভাস্কো ডি গামা কর্ত্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপ।

১৪৯২ কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকার পশ্চিম ইণ্ডিয়া।*

১৪৯৮ ভাস্কো ডি গামা কর্ত্তৃক সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ।

১৫১০ আমেরিগো ভেসপকসিয়স কর্ত্তৃক দক্ষিণ আমেরিকা।

১৫২০ মাগেলান কর্ত্তৃক ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জ।

* আমেরিকা প্রাচীনকালে আসিয়াবাসীদিগের এবং সম্ভবতঃ ভারতবাসীদিগের পরিজ্ঞাত ছিল, কারণ তথায় রাম সীতার উপাসক একজাতি দেখা গিয়াছে। ১০০০ খৃষ্টাব্দে আইসলণ্ডবাসীরা ইহার আবিষ্কার করে।

খৃষ্টাব্দ

১৬৮০ রুসীয়গণ কর্তৃক কামাস্‌কাটকা।

১৭৬৫ ওয়ালিন কর্তৃক ওটাহিটী দ্বীপ।

১৭৭০-৭১ কাপ্তেন কুক কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্‌ এবং স্যাণ্ড উইচ দ্বীপ সমূহ।

১৮৪১ সার জেম্‌স রোস কর্তৃক দক্ষিণ সমুদ্রের † বিক্‌টোরিয়ালাণ্ড।

১৮৭৬ সার জর্জ্জ নেয়ার্স কর্তৃক উত্তর সমুদ্রের পথ।

শিল্প ও বিজ্ঞান।

২৭৪ ভারত হইতে রেসম আনয়ন।

৪৯৩ ইউরোপে গুটীপোকা আনয়ন।

৬৬৩ ইংলণ্ডে কাচ প্রবর্ত্তন।

১২০০ কম্পাস বা দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।

১২৩৯ পোড়াইবার জন্য পাথুরিয়া কয়লার ব্যবহার।

১২৯৯ চস্‌মার সৃষ্টি।

১৩৩৮ বারুদ।

খৃষ্টাব্দ

১৪৩৮ মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবন।

১৪৭১ ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র।

১৫৪৯ দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

১৬১৯ ডাক্তার হার্ব্বি কর্তৃক রক্ত সঞ্চালন।

১৬২৩ বায়ুমান যন্ত্র।

১৬৮০ বায়ুনির্য্যাস যন্ত্র।

১৭১০ নিউকোমেনের বাষ্পীয় যন্ত্র।

১৭২০ ইংলণ্ডে মনুষ্যের বীজে টীকাদান।

১৭২২ তাড়িতের উন্নতি।

১৭৭৩ সূতা কাটিবার যন্ত্র।

১৭৭৯ জলজান বাষ্পের আবিষ্কার।

১৭৮৮ গালভানিসম তাড়িত।

১৭৯৮ গোবীজে টীকা দান।

১৮০৪ গ্যাস্‌লাইট প্রবর্ত্তন।

১৮১২ লিথোগ্রাফী ছাপা।

১৮১৬ বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্র।

১৮৩১ রেলওয়ে বাষ্পীয় যান।

১৮৩৩ ম্যাগ্নেটিস্‌ম্‌ ও তাড়িতের ঐক্যজ্ঞান। টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৪এ মে ইংলণ্ডেশ্বরীর জন্মদিন-উৎসব তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী রাজপৌত্র জর্জ ডিউক, আরল ও ব্যারণ উপাধিলাভ করিয়াছেন। মহারাণীর ৭৩ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, ঈশ্বর তাঁহাকে চিরজীবিনী করুন।

২। বেহারের জমীদার রাজরাজেশ্বরীপ্রসাদ আরা নগরে জলের কলের জন্য লক্ষ টাকা দিয়াছেন, আবশ্যক হইলে আর ৫০ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। কপির মহাপুণ্যকর এই জলদান কার্য্যে অন্যান্য ধনিগণ ব্রতী হউন।

† ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে মেক্‌সিকো হইতে কয়েকজন ইউরোপীয় দক্ষিণ সমুদ্র প্রথম দর্শন করেন।

৩। গত ২৯এ এপ্রেল মরিচসহরে ঝড় এবং তৎসহ অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ৭ হাজার লোক হত ও ১৫ হাজার আহত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন কত যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত।

৪। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের জনডি চরকে ফিলিয়ার বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বপ্রধান ধনকুবের। তাঁহার ৩৮ কোটী টাকা মূল্যের সম্পত্তি আছে, বার্ষিক আয় ১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা।

৫। নিষ্কর্ম্মা লোকদিগের সাহায্যার্থ সখের বাজারে স্বয়ং বিক্রেত্রী হইয়া পর্টুগালের মহারাণী ৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন!

বামারচনা।

হিন্দু রমণীর বিদ্যাশিক্ষা ও পরাধীনতা।

(গতবারের শেষ)

বর্ত্তমান বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রণালী অনুসারে শিক্ষিতাগণের দ্বারা সাংসারিক কোন কার্য্যের প্রত্যাশা করা বৃথা। গৃহস্থালি-কর্ম্মের সুসার হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় ইহাদিগের খেয়াল মিটাইতে স্বামীকে প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। বিনয়, লজ্জা, দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিবর্ত্তে অহঙ্কার, নির্লজ্জতা, চাঞ্চল্য, বাচালতা, আলস্য-পরায়ণতা প্রভৃতি অসদ্‌গুণাবলীর আধার হইয়া অনেকে স্কুলগৃহ হইতে বহির্গত হন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারী-জাতি-সুলভ কোমলতা টুকুরও অবসান হয়।

কোন কোন স্থলে মিশনরী স্কুল সমূহে দেখা যায় তথাকার শিক্ষাপ্রণালী আরও অদ্ভুত। একবার একটী ৩৪ বৎসর বয়স্কা বালিকার মুখে শুনিয়াছিলাম (অবশ্যই মিশনরী স্কুলের ছাত্রী) যে "দুর্গার মুখে পদাঘাত করি, যীশুখ্রীষ্টই আমাদের ঈশ্বর।" কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকার ঈশ্বর-তত্ত্ব সমালোচনা দেখিয়া হাস্য সম্বরণে অসমর্থ হইয়াছিলাম। দোষটী অবশ্যই শিক্ষয়িত্রীর, কারণ সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ শৈশবে যেরূপ শিক্ষা পায়, তদনুযায়ী কার্য্যই করিয়া থাকে, সুতরাং শিক্ষাবিষয়ে দৃষ্টি রাখা পিতা মাতার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বালক বালিকার পক্ষে পিতা মাতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষক। কিন্তু আমাদের দেশে আজ কাল সুশিক্ষিতা মাতা পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মাতা যদি সুশিক্ষিতা হন, তাহা হইলে

গৃহেই শিক্ষা কার্য্য সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য।

শুদ্ধ লেখা পড়া শিখাইলেই যে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইল তাহা নহে, শিল্প, চিত্রবিদ্যা, রন্ধন, সন্তানপালন, সরলচিকিৎসাপ্রণালী প্রভৃতি অন্যান্য অনেক কার্য্য পুরাকালে রমণীগণের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমান্বিতা।"

কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে; পরে ধনরত্নে বিভূষিত করিয়া জ্ঞানবান্ বরকে সম্প্রদান করিবে। ইহা হিন্দুশাস্ত্রের কথা। বালিকাদিগের পক্ষে গৃহই বিদ্যাশিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র। মাতা যদি অশিক্ষিতা হন, তাহা হইলে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত ও পিতা মাতার সর্ব্বদা তত্বাবধান করা কর্ত্তব্য। বিবাহের পূর্ব্বে সুশৃঙ্খলরূপে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া মাতার একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য। প্রাচীন মহিলারা আপনাপন কন্যাদিগকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া নিজের সঙ্গে কাজ করাইতেন। এখন আর বালিকাদিগকে ধূলা খেলা করিতে দেখা যায় না। এই ধূলা খেলা হইতে ভবিষ্যৎ জীবনে কিরূপে গৃহস্থালী করিবে তাহাই শিখিত। এই খেলা হইতে কুটুম্ব অতিথি দীন দুঃখীকে ভোজন করাইতে, রন্ধন করিতে, শাশুড়ী ননদ দেবর প্রভৃতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে সমুদয় শিক্ষা করিত। এখনও অনেক পল্লিগ্রামে (যেখানে এখনও সভ্যতা স্রোত প্রবেশ করে নাই) এরূপ ধূলা খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের লোকগুলি এমনই স্বার্থপর যে কন্যা সন্তান উপার্জ্জন করিয়া দিবে না বিধায় তাহাদিগের শিক্ষাবিষয়ে আদৌ যত্নবান্ হয়েন না। কতদিনে যে হিন্দুগণ আপনাপন ভ্রম বুঝিতে পারিবেন তাহা বিধাতা জানেন।

মার্জ্জিতবুদ্ধি জ্ঞানবতী স্ত্রীলোকগণ দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণরাজীর আধার স্বরূপা হয়েন, অসদ্গুণ তাঁহাদের নিকট স্থান না পায় ইহাই প্রার্থনীয়। ইদানীং কেবল সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশে এরূপ রমণী বিরল হইয়াছে। হায়! যে দেশের রমণী 'দেবী' পদবাচ্যা, এক সময়ে যাহাদের গর্ব্বে সমস্ত হিন্দুস্থান গর্ব্বিত ছিল, সেই দেশের রমণীগণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ও পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণে কঠোর প্রকৃতি ও ভীষণতরা হইয়া উঠিতেছেন ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়!

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুলবালা দেবী,

*** স্থানাভাবে এবার ইংরাজী স্তম্ভ গেল না, পরে এ অভাব পূর্ণ করা যাইবে।

বা, বো, স।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩০ সংখ্যা। | আষাঢ় ১২৯৯—জুলাই ১৮৯২। | ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন পার্লেমেণ্ট—আগামী শীতকালে পুরাতন পার্লেমেণ্ট ভাঙ্গিয়া নূতন পার্লেমেণ্ট সংগঠিত হইবে।

ভারতের মূর্খতা—ভারতে ৩৮ কোটী ৫০ লক্ষ লোকের বাস, তন্মধ্যে ১ কোটী ১০ লক্ষমাত্র পড়িতে পারে। ৩৭ কোটী ৪০ লক্ষ ভারতবাসী এখনও নিরক্ষর!

মৃত্যু—গত ৩০এ মে বাবু রামচন্দ্র বসু লক্ষ্ণৌ নগরে যক্ষ্মাকাশে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন দেশহিতৈষী ও উৎসাহী খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। আমেরিকায় দুইবার গমন করিয়া বক্তৃতা দ্বারা খ্যাতি লাভ করেন এবং চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্ এ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার বয়স ৫২ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

শরীরের তাপ—সুস্থকায় বয়স্ক মনুষ্যের শরীরে একদিনে এত তাপ জন্মে, যে তাহাতে /৭ সের বরফ গলিয়া টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে পারে।

দান—ময়মনসিংহের জমীদার বাবু যোগেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী নসিরাবাদে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্ম্মাণার্থ ৩০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতার পুরাতন কথা—১৭০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কলিকাতার নাম "সুতানুটী" ছিল। এখন যেখানে বড় ডাকঘর প্রভৃতি আছে, তাহার নাম গোবিন্দপুর ছিল। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ব্যাঘ্র, ভল্লুকপূর্ণ জঙ্গলময় একটী পল্লী ছিল। ১৬৯০ সালের পূর্ব্বে কলিকাতায় একখানিও পাল্কী ছিল না।

১৭০০ সালের পূর্ব্বে বিলাতী ছুরি, কাঁচি ও ঔষধ প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যাইত না। ১৭২০ সালে ডংকান নামক এক সাহেব হিন্দুদিগের সন্তোষের জন্য ওলা-বিবীর এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তখন পাকা ঘর বাড়ী দুই একটী মাত্র ছিল। ২০০ বৎসরের মধ্যে কি যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে!

দাতব্য সভা—কলিকাতায় দরিদ্র দিগের সাহায্যার্থ ডিষ্ট্রীক্ট চারিটেবল সোসাইটী নামে যে সভা আছে, তাহা হইতে ১৮৯১ সালে মাসিক গড় ৯৫৭ জনকে সাহায্য করা হইয়াছে, তাহাতে বার্ষিক ব্যয় ৫২,৪২৭ টাকা হইয়াছে। আম্‌স্ হাউসে ১২০ জন গরীব বিদেশীর জন্য ২০,২৫৬ টাকা ও কুষ্ঠাশ্রমে ৯০ জন রুগ্ন ব্যক্তির জন্য ১১,৪২৩ টাকা পড়িয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ মাসে ১১৬৭ জন লোক সাহায্য পাইয়াছে এবং বার্ষিক ব্যয় ৮৪১০৬ হইয়াছে। আয়ের অপেক্ষা ব্যয় ১০০,০০ টাকা অধিক হইয়াছে এবং ঋণের পরিমাণ ১৮২৫১ টাকা দাঁড়াইয়াছে সভার অধ্যক্ষেরা সাধারণের নিকট দাতব্য প্রার্থনা করিয়াছেন, ১৲ টাকা দানও কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবেন। এরূপ হিতকর কার্য্যে সকলেরই সাহায্য করা উচিত।

মহারাণী সুনীতি—কুচবিহারের মহারাণী কলম্বোতে গিয়া বেশ সুস্থ হইয়াছেন। তথাকার দৃশ্য সকল দেখিয়া তিনি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

স্ত্রী-ডাক্তার—সামন্ত বিষ্ণু কর্ম্মকারের স্ত্রী একটী খৃষ্টীয় রমণী। তিনি স্বামীর সহিত আমেরিকা ভ্রমণে গিয়া ফিলাডেলফিয়া মেডিকাল কলেজ হইতে এম ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, আগামী শীতকালে দেশে ফিরিয়া আসিবেন। আনন্দ যোশী বাই সর্ব্ব প্রথম এই পথ প্রদর্শন করেন।

অবলা-কুল-হিতৈষণী বিবী বট্‌লার।

বিবী জোজেফাইন ইঃ বট্‌লার ইংলণ্ডের এক পল্লিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতামাতা অতি সদাশয় ছিলেন এবং ইহাঁরা ভাই ভগিনীতে অনেকগুলি ছিলেন। ১৮৫২ সালে ইতি অক্সফোর্ড মহানগরীতে পরিণীতা হন। তথাকার পাদরী-সম্প্রদায় তখন দারপরিগ্রহ না করিয়া কিয়ৎপরিমাণে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত কালাতিপাত করিতেন। স্ত্রী ও পুরুষের চরিত্রের পার্থক্য ও স্বতন্ত্রতা তিনি তখন হইতে হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করেন। এই মত তিনি চিরজীবন দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিয়াছিলেন। বিবীর শারীরিক

অস্বস্থতা নিবন্ধন তাঁহারা উক্ত নগরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার স্বামী চেল্‌টেনহ্যাম কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, সুতরাং তাঁহারা তথায় গমন করেন। এখানে ১৮৬৪ সালে তাঁহার একমাত্র সন্তানের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার অনতিবিলম্বে বটলার সাহেব লিবরপুল কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয়ে ১০০০ এক হাজার ছাত্র ছিল। লিবরপুল এক অতি বৃহৎ বন্দর, এখানে জগতের দূরতম স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব চরিত্রের ও অবস্থার লোক সমবেত হইয়া থাকে। দম্পতি প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র পাইলেন। প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া যাহারা সতীত্বরূপ অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে, সেই সকল পতিতা নারীকে ইহাঁরা আপনাদের গৃহে আশ্রয় দিয়া হিতোপদেশ ও হিতানুষ্ঠান শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে চেষ্টা পান। অল্প দিনের মধ্যে তাহাদিগের সংখ্যা এত বাড়িয়া গেল যে তাঁহাদিগের বাটীতে কুলান না হওয়াতে তাঁহারা প্রথমে একটি তার পর আর একটি বাটী ভাড়া করেন। এইরূপ পরম হিতকার্য্য সাধন করিয়া ইহাঁরা ১৮৭৪—৭৫ সালে প্যারী, রোম, জিনিবা ও মিলান নগরে ভ্রমণ করেন। ১৮৮৭ সালে জিনিবা নগরে এক মহতী সভা আহূত হয়। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ সকলে ইহাঁদিগের সাধু ব্রত বিঘোষিত হইল। বোম্বাই হইতে ডাক্তার সুন্দর পাণ্ডুরাং ১৮৭৩ সালে তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিয়া একখানি পত্র লেখেন। ১৮৮২ সালে মহাত্মা গ্লাডষ্টোন তাঁহার স্বামীকে উইনচেষ্টারের ক্যানেনর পদে নিয়োজিত করেন। তাঁহারা অবলম্বিত হিতব্রতে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। হতভাগিনীদিগের নিমিত্ত উইনচেষ্টারেও একটি আশ্রয় সংস্থাপন করেন। ১৮৮৭ সালে পতি পীড়িত হন, পর বৎসর পীড়া বাড়ে; পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহারা বিদেশে থাকিতে বাধ্য হন। বাস্তবিকই তাঁহার পতি পুণ্যাত্মা ছিলেন। তাঁহার নিকট যিনি আসিতেন, তিনি উপকৃত না হইয়া যাইতেন না। স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে ১৮৯০ সালে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। পত্নীকে এই কথা বলিয়া তিনি জন্মের মত বিদায় হন—"প্রিয়ে! তুমি কি আমার সঙ্গে যাইবে? যাইবে কি?" পতিপ্রাণা পত্নী উত্তর করেন "হাঁ নাথ! অবশ্য যাইব।" স্ত্রীকে ছাড়িয়া তিনি কখনই দূর দেশ পর্য্যটন করিতেন না। আমরা অবগত আছি স্বামীর জীবন চরিত লিখিতে তিনি এখন ব্যস্ত আছেন। যে স্ত্রী ছায়ার ন্যায় কান্তের অনুগামিনী, তিনি যে তাঁহার সাধু জীবন বৃত্তান্ত প্রকটিত না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নয়।

বিবী বটলারকে এই পতিতা নারী-

দিগের উদ্ধার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহই জানেন না। প্রথমতঃ আপনার মনকে এই কার্য্যে অভ্যস্ত করিতে হইয়াছিল, পরে বড় লোকদিগের সহিত দেখা, তাঁহাদিগের তাঁহার কথায় অনাস্থা, এই সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। সাধারণের নিকট আন্দোলন না করিলে চলিবে না এই বিবেচনায় তিনি প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করেন ও আপনার মত প্রচারের জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে থাকেন। অনেক সময়ে লোকে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে ছাড়িত না। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার দুর্ব্বল শরীরে এতদূর পরিশ্রম সহ্য হইত। অনেক সময় মন্দ লোকে—এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। বলা বাহুল্য তাহাদিগের পক্ষে তিনি যমদণ্ড স্বরূপ ছিলেন। তাহারা যে তাঁহাকে অশেষ প্রকারে কষ্ট দিবে ও বিপন্ন করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? যাহাতে সকলে তাঁহাকে মারে, ধরে ও যন্ত্রণা দেয়, এই অভিপ্রায়ে তাহারা তাঁহার পরিচ্ছদের আমূল বৃত্তান্ত সহিত প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়া হাটে, ঘাটে, মাঠে, পথে রাখিয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে নাম ধাম গোপন করিয়া ও প্রতিদিন পরিচ্ছদ কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া চলিতে হইত।

ইঁহারই প্রযত্নে সভ্য জগৎ হইতে জঘন্য চৌদ্দ আইন উঠিয়া গিয়াছে। জগদীশ্বর ইঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন! ইনি নানাপ্রকারে সংসারের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীকুল-হিতৈষিণী মহিলার বিষয় অনেকে বোধ হয় কিছুই জানেন না, তজ্জন্য এই সামান্য বিবরণ লিখিত হইল।

মুখমণ্ডল।

"মনোভাব যত তার প্রকাশ বদনে।"

(শান্তিজল—৩য় সর্গ।)

আমাদের মুখমণ্ডলই মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। আত্ম-সংযম বা অভ্যন্তরীণ দুরবস্থা সংগোপন করিবার যতই প্রয়াস পাই না কেন, আমাদের মুখমণ্ডল তৎসমুদয়ই অভিব্যক্ত করিয়া ফেলে। তত্ত্ববিবেকবিদ্ পণ্ডিতেরা মুখমণ্ডল পরীক্ষা করিয়া জীবনের ফলাফল নির্ণয় করিয়া থাকেন। উত্তমাঙ্গের গঠন ও পরিমাণ, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ এবং তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন

রেখার সমাবেশ ইহাই হৃতত্ত্ব বিবেকের (Phrenology) বর্ণমালা। যাঁহারা এই সকল যথাযথ পাঠ করিয়া পরীক্ষায় সমর্থ, তাহারাই এই শাস্ত্রে প্রকৃত পণ্ডিত। আমাদের এরূপ পাণ্ডিত্যাভিমান নাই এবং ইহার আবিষ্কার সকলের উপর কতদূর নির্ভর করা যায়, তাহাও বলিতে পারি না। আমাদের মতে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রমাণ যেমন বহুদর্শনসাপেক্ষ, ইহারও তদ্রূপ। সমধর্ম্মাক্রান্ত সমলক্ষণযুক্ত সমাময় যেমন সমৌষধে আরোগ্য হয়, সেইরূপ সমরেখাবিশিষ্ট সমশিরাযুক্ত সমলক্ষণাক্রান্ত সদৃশ মুখমণ্ডল সকলও প্রায় সমভাবের অভিব্যক্তির স্বরূপ। যেরূপ চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যতিরেক স্থল অবিরল নহে, তদ্রূপ হৃত্তত্ত্ব বিবেকের ব্যতিক্রম স্থলের ও অসম্ভাব নাই। মনুষ্যের জন্ম প্রকরণ একরূপ হইলেও কেন যে তাহাদের মস্তক ও অন্যান্য অবয়ব একবিধ হয় না, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন; আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা সে রহস্যভেদ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। তবে ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, যেমন বাহ্যজগতে দেহজ ব্যাধির প্রতীকারক ঔষধ সকল নিত্য বর্ত্তমান, কেবল প্রকৃত জ্ঞানাভাবেই আমরা তৎসমস্ত যথোচিত প্রয়োগ করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ অন্তর্জগতের আধিব্যাধি সকলেরও ঔষধ সকল ঠিক্ আছে, অভিজ্ঞতা অভাবেই আমরা তাহা নির্ব্বাচনে সক্ষম হই না। এই হেতু আমরা অসাধ্য রোগের উপশম বা মহাপাপীর নবজীবনলাভ দেখিয়াছি এবং সুস্থশরীরের বিনাশ বা সাধুজীবনের পতনও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

পৈত্রিক ব্যাধির ন্যায় আমরা প্রায়ই পৈত্রিক আকার এবং গুণেরও উত্তরাধিকারী। কাহার কাহার মুখশ্রী পিতৃ বা মাতৃ মুখের অনুরূপ। মাতুল প্রভৃতি নিকট কুটুম্বের মুখের ন্যায় কাহারও মুখশ্রীর গঠন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ধাত্রী ও মাতৃদোষে কাহার কাহারও মস্তক কদাকার হইয়া থাকে। স্বীয় স্বীয় কদভ্যাসেও কেহ কেহ আপন আপন মুখশ্রী কদর্য্য করিয়া থাকে। বসন্তাদি কতকগুলি রোগ দ্বারাও মুখ শ্রীহীন ও ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হয়। আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত বয়স ও গঠনাদির দ্বারা অন্যান্য অবয়বের সহিত মুখমণ্ডলেরও অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যে মুখ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, এই প্রকারে সেই মুখমণ্ডলের কত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া ক্রমে ভিন্ন আকার উৎপন্ন হয়। সদ্যোজাত শিশুর কুসুমকলিকানিভ মুখমণ্ডল পলিত আকুঞ্চিত লোলিত শিরাযুক্ত প্রৌঢ় মুখ হইতে কত ভিন্ন! এইরূপ নানা কারণে মুখশ্রীর বৈলক্ষণ্য সংসাধিত হইলেও কতকগুলির সহজ লক্ষণ আমরা অপলাপ করিতে পারি না। এই জন্যই আমরা দৃষ্টি ও মুখশ্রী দেখিয়া অনেক সময় নরনারীর দোষ গুণের বিচার

করিয়া থাকি। পক্ষদ্বয় যেরূপই হউক, সিদ্ধান্ত অনেক সময় অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। একজন কৃতবিদ্য ধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিতের প্রশান্ত মুখশ্রীর সহিত একজন অর্ব্বাচীন ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র পাপিষ্ঠের কুটিল মুখ তুলনা করিলেই ইহার সত্যতা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারিবে।

প্রগাঢ় প্রজ্ঞা সহকারে মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা মানবজীবন প্রহেলিকাময় করিয়া সৃজন করিয়াছেন। মর্ত্ত্যদেহে অবিনাশী আত্মার সঞ্চার,—একাধারে স্থূল ও সূক্ষ্মের সমাবেশ, সাকার ও নিরাকারের যুগপৎ আবির্ভাব—এই সকল চিন্তায় আত্মহারা হইতে হয়। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে ইহার নিরাকার ভাব সকল আকারের অতীত হইলেও কেবল আকার দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য আকার বা শরীরকে মনোবিজ্ঞানের অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। ভাবভেদে অভিব্যক্তিও ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণসাপেক্ষ। যে শাস্ত্র দ্বারা স্থূল শরীরের এই সমস্ত লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে সামুদ্রিক শাস্ত্র বলে। হস্তত্ত্ববিবেক সামুদ্রিক শাস্ত্রের শাখৈকমাত্র। ফ্রান্সিস জোসেফ গল পাশ্চাত্য হস্তত্ত্ববিবেকের আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহার অলোকসামান্য মুখমণ্ডলই তাহার আবিষ্কৃত শাস্ত্রের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যাঁহারা তাঁহার প্রশান্ত মুখচিত্র সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে বলিতে পারেন যে প্রশান্ত সমায়ত ললাট, উন্নত মস্তক, তীক্ষ্ণ নাসিকা ও উজ্জ্বল দৃষ্টি কিরূপ ভাবের অভিব্যক্ত। আলম্বিত শ্মশ্রুমুখ, শলাকানিভ দীর্ঘ নত নাসিকা (খাঁদা), নিবিড় বক্র রেখা মুখ ও নাসিকা হইতে অধোভাগে বিস্তৃত, প্রশস্ত স্থূল চিবুক অগ্রভাগে ঝুকিয়া পড়িয়াছে এবং কুটিল ভ্রূভঙ্গিযুক্ত ক্ষুদ্র অক্ষিদ্বয় কেবল কদাকার নয়, পাপবুদ্ধির আধার বলিয়াও গৃহীত হইয়া থাকে। অনেক দস্যু, তস্কর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুরাত্মার এইরূপ মুখ দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র গৃধ্রচঞ্চুনিভ নাসিকা, উন্নত গণ্ড অস্থি, অসম রুক্ষ চিকুর আকর্ণ বিস্তৃত নিবিড়, নতশির এবং স্থূল চিবুক ও স্থূল নিম্নচুয়াল বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রায় মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, লোভী, অসূয়াপরতন্ত্র ও নরঘাতক হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বর্ত্তুলবৎ গোলাকার মস্তক, অগ্রভাগ বা সম্মুখ অত্যন্ত নত ও ঈষৎ চেপ্‌টা এবং বক্র চিবুকের সহিত হঠাৎ পৃষ্ঠভাগে মিলিত, ইহাই বিখ্যাত চোর, মিথ্যাবাদী ও ধর্ম্মদ্বেষীর মুখচ্ছবি। উন্নত প্রশস্ত পূর্ণ আয়ত ললাট, মধ্যভাগ মূর্দ্ধা স্পর্শ করিয়াছে, বিশাল নীলোৎপলনিভ বা ঈষৎ শ্বেতনীলাভ নেত্রযুগল, সুন্দর কেশ ও ত্বক্‌ অনিবিড়ভাবে মস্তকের মধ্য দিয়া কর্ণ হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এরূপ মুখশ্রী বিশিষ্ট ব্যক্তিই সাধু, সরল, সত্যবাদী, স্পষ্টবাদী, সুরসিক, বিশ্বাসী,

প্রসন্ন ও সুন্দর প্রকৃতি বিশিষ্ট, সচ্চরিত্র, আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তি সম্পন্ন, মেধাবী ও ধার্ম্মিক হইয়া থাকেন। প্রেত-তত্ত্ববিদ্ ইমানুএল সুইডেনবর্গ ও সদানন্দ জোসেফ নিলের মুখচ্ছবি এইরূপ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখশ্রীও অনেকটা এই চিত্রের অনুরূপ। স্থূল-গ্রীব, মস্তিকের নিম্ন ও পশ্চাৎভাগ ঘন ও নিবিড় নত নাসিকা, ক্ষুদ্র তীব্র অক্ষিদ্বয় কদাকার মুখ ও চিবুক দুরাচার কামুক ও মদ্যপের লক্ষণ। রোমীয় ইতিহাসে সম্রাট্ ভিটেলস ও নিরোর মুখচ্ছবি এইরূপ চিত্রিত আছে। ভিটেলস অত্যাচারী, ইন্দ্রিয় ও উদরপরায়ণ, দুর্বৃত্ত, স্বার্থপর নৃপতি ছিলেন। স্বার্থ সাধন ও পশুবৃত্তি পরিতার্থ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কথিত আছে তাঁহার দুরোদরের চরিতার্থতা জন্য প্রত্যেকবার আহারের সময় দুই সহস্র ভিন্ন ভিন্ন পক্ষী ও মৎস্য বধ করা হইত। সুরাও আনুসঙ্গিক অমিতাচারের ত কথাই নাই। ইহার দৌবাত্ম্য ও অপব্যয়ে রোম সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। দুরাত্মা নিরো তদপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী ছিল। কথিত আছে যে সে রোমদাহ দেখিয়া আহ্লাদে সারঙ্গ বাজাইতেছিল। তাহার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ বা ইতর কোন্ শ্রেণীর লোকই নির্ব্বিঘ্নে দায়া সুত ধন সম্পত্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হইত না। দুর্বৃত্ত মাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা করিয়া ক্রমে স্বীয় পূর্ণগর্ভা বনিতাকেও পদাঘাতে নিহত করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। অবশেষে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ খৃষ্টীয় ৬৮ অব্দে আত্মঘাতী হয়। এই দুর্বৃত্তদ্বয়ের মুখচ্ছবি এরূপ অবিকল চিত্রিত আছে যে, শিশুগণও তদ্দৃষ্টে তাহাদের রীতি ও চরিত্রের বিচার করিতে সমর্থ।

স্বাস্থ্য ও অবস্থার তারতম্যে সমভাব-সম্পন্ন সমলক্ষণাক্রান্ত মুখমণ্ডলেরও ইতর বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। সক্রেটিসের ন্যায় সমুন্নত বিশাল আয়ত ললাট বিশিষ্ট কত রুগ্ন শ্রমজীবী আমরা নিত্য রাজপথে দেখিতে পাই। কত সুইডেনবর্গ, কত জোসেফ নিল দরিদ্র ও আতুরনিবাসের চিরনিবাসী। মানসিক ও শারীরিক কর্ম্মশীলতা এবং দৈহিক গঠন ও কান্তি অনেকটা আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতি-সাপেক্ষ। সুন্দর বা কদাকার যেরূপ উপাদানে শরীর নির্ম্মিত হউক না কেন, ইহার অস্থি ও মাংসপেশীর আকার, ধমনী শিরা ও স্নায়ুর সঞ্চালন ক্রিয়ার সৌকর্য্য ও সম্বর্দ্ধন, মৌখিক গঠনের সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য এবং মানসিক শারীরিক বলাধান— সমস্তই প্রকৃতি ও অভ্যাস দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সদ্ভাবে পরিচালিত উদ্যমশীল প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মুখমণ্ডল সুন্দর ও সুশ্রী, মস্তক শুভবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা পরিজ্ঞাপক ইহাঁদের ত্বক্ সুন্দর অনিবিড় কোমল এবং নাসিকা, দিব্য বংশীবৎ

ইহাদিগের চক্ষু নীলাভ বা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, এবং কেশ ঈষৎ ধূষর। ইহারা সুস্থাবস্থায় সুপ্রসন্ন, আশাযুক্ত, ভাবগ্রাহী, চতুর, মার্জিতবুদ্ধি ও প্রফুল্লবদন। ইহাদিগের ধারণা শক্তি ও অধ্যয়নশীলতা চমৎকার। ইহা দিগের শরীর বাত শ্লেষ্মাদি তীক্ষ্ণ উত্তেজক পীড়া প্রবণ হইলেও শীঘ্র আরোগ্যলাভে সমর্থ। ইহাদের শারীরিক অপচয় সত্বর পরিপূরণ হয়, সুতরাং ইহাঁরা প্রায় দীর্ঘজীবী।

ক্ষমা।

"ক্ষমা তেজস্বিনাং তেজঃ ক্ষমাব্রহ্ম তপস্বিনাম্
ক্ষমা সত্যং সত্যবতাং ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা শমঃ।"

যাজ্ঞসেনী পঞ্চ পুত্র ও ভ্রাতৃ শোকে মূর্চ্ছাগত, অন্যান্য পরিজনবর্গ সকলেই শোকাকুল, পরিচারিকাগণ দ্রৌপদীকে লইয়া মহাব্যস্ত—কেহ তাঁহার মুখে শীতল জল সেচন করিতেছে—কেহ নীরবে অশ্রুসিক্ত বদনে চামর ব্যজন করিতেছে-কেহ মৃণাল-দণ্ড-গুচ্ছ দ্বারা শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু হায়! অতি শীতল বস্তু রাশি প্রচণ্ড অনলের দাহিকা শক্তি খর্ব্ব করিতে পারে, কিন্তু শোকানলের কি করিবে? কি করিতে পারে? সান্ত্বনার বাক্য শোকাগ্নিকে নির্ব্বাণ না করিয়া দ্বিগুণ প্রজ্বলিত করিয়া তুলে। শোকের সময় পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে শোকাগুণ আরও বাড়িয়া উঠে। পালঙ্কোপরি দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যার শয়ন করিয়া, দাস দাসী গণ দ্বারা সেবিত হইলে কি শোকের-তীব্র যন্ত্রণা প্রশমিত হয়? গৃহে আগুণ লাগিলে যতক্ষণ সে দাহ্য বস্তু পায়, ততক্ষণ জ্বলিতে থাকে, পরে দাহ্য বস্তু সমূহ নিঃশেষ হইলে ক্রমে অনল শিখা নত হইয়া পড়ে। ক্রমে উত্তপ্ত মৃত্তিকাও ঠাণ্ডা হইয়া যায়, কিছু কাল পরে সেই শূন্য মৃত্তিকায় হয় ত গৃহাদি মস্তকোন্নত করিয়া দণ্ডায়মান হয়, নয়, দু একটী করিয়া উদ্ভিদ দেখা দিয়া দগ্ধ মৃত্তিকার শূন্য স্থল পূর্ণ করে; কিন্তু পোড়া মৃত্তিকা কখনও অমনি পড়িয়া থাকে না। ইহা যেমন নিসর্গের অখণ্ড নিয়ম, তেমনি শোকানল যখন জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন সুখ, আশা, ভরসা, বিলাসবাসনা, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃতি আন্তরিক দাহ্য বস্তু সকল দগ্ধ হইয়া কেবল উত্তপ্ত শূন্য হৃদয়টী পড়িয়া থাকে, ক্রমে শোকের যন্ত্রণা মৃদু হইতে মৃদুতর হইতে থাকে, তখন আবার সুখ, আশা প্রভৃতি সেই শূন্য হৃদয়ে দেখা দেয়।

দ্রৌপদী আজ শোকাকুলা, দাস-দাসীগণের সেবা শুশ্রূষায় সে শোকানল নির্ব্বাণ হইতেছে না। প্রিয় পরিজন গণের সান্ত্বনা বাক্য সে শোকানলে ঘৃত নিক্ষেপ করিতেছে। দ্রৌপদীর চক্ষে আজ সংসার বিভীষিকা পূর্ণ ঘোর নরক,

হৃদয়ে যেন দাবানল হুহু করিতেছে—দেহ জীবনের ভার, কি জীবন দেহের ভার কল্পনা তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেছে না—দেহ ও জীবন বন্ধুদ্বয় পরস্পর বিচ্ছেদপ্রার্থী হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না; যেন পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিবে না বলিয়া লৌহ সিন্ধুকে কোন ভীমকায় পুরুষ তাহা চাপিয়া বসিয়া আছে।

অমঙ্গলের নাম শুনিলে লোকের হৃদয় শিহরিয়া উঠে, কিন্তু মন্দের মধ্যে ভাল আছে। যাহার সুখ সম্পদ আছে, তাহার মনে সর্ব্বদা ত্রাস, কখন বিপদ আসিয়া পড়িবে, আর যাহার উপর বিপদ আসিয়া পড়িয়াছে তাহার বিপদের কষ্ট ক্রমে সহিয়া গিয়াছে। একটী প্রবচনে আছে "উচাঁন বাড়ী বড় ভয়, পড়লে বাড়ি সয়ে যায়।" তাই যাহার প্রাণে আঘাত লাগে নাই, তাহার ভবিষ্যতে আঘাত লাগিবার আশঙ্কায় অশান্তি ভোগ করিতে হয়, আর যাহার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে তাহার সেই মন্দের ভাল কি? সে অন্যের প্রাণের আঘাত বুঝে, সেই বিজ্ঞতা টুকুই তাহার মন্দের ভাল। সংসারে হাসি ফাঁকা—অশ্রু গভীর; মত্ততা ও আমোদ প্রমোদ হাল্‌কা—চিন্তাশীলতাই সার। কি বলিতেছিলাম—বলিতেছিলাম যাজ্ঞসেনীর কথা। দ্রৌপদী আজ রণজয়ী ভ্রাতা ও শিশু পুত্রগণের শোচনীয় মৃত্যুতে অধীরা। ক্রমে শোকের দারুণ যন্ত্রণা অপেক্ষাকৃত মৃদু হইয়া আসিল—হৃদয়টা যেন স্তম্ভিত ও নিমীলিত হইয়া আসিল। এই ভাবে শোকবিধুরা দ্রুপদ-দুহিতা অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার অশ্রুধারাপ্লুত বিশুষ্ক বদন ও স্ফীত নয়ন যেন ধৈর্য্য, ক্ষমা ও গাম্ভীর্য্য রাশি প্রকটিত করিয়াছে, তাঁহার স্বভাবসৌন্দর্য্য যেন শত গুণে বিস্ফারিত হইয়াছে। বিধাতা স্বর্ণ পরীক্ষার ন্যায় শোকানলে মনুষ্যের স্বভাবধাতুকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এদিকে শোকান্বিত, ক্ষোভিত ও রোষান্বিত কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন, দ্রৌপদীর ভ্রাতৃ ও পুত্রহন্তা নৃশংস অশ্বত্থামাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক শিবিরে আনয়ন করিয়াছেন ও তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই কথা শুনিবা মাত্র করুণহৃদয়া, শোভনপ্রকৃতি কৃষ্ণা অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দ্রোণীপদে প্রণাম করিলেন, পরে কাতরস্বরে অর্জ্জুনকে বলিলেন, "হে মহাবাহো, এ কি করিয়াছেন, মহাবীর অশ্বত্থামাকে ক্লান্তদেহ, মলিনবদন ও ধরাতলনিক্ষিপ্ত—নয়ন, দর্শন করিয়া কি তোমার কিছু মাত্র দয়ার সঞ্চার হইতেছে না? কোন্ প্রাণে ইহাঁকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ইহাঁর প্রতি নিষ্ঠুরাচারে আমাদের অধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে, অতএব সত্বর ইহাঁর বন্ধন মোচন করুন্। ইনি একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার গুরুপুত্র, ইহাঁর এরূপ দুর্গতি করা কখনই তোমার উচিত নহে। প্রয়োগ, সংহার, আর মন্ত্র সম্বলিত অস্ত্রাদি

যাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছ, ইনি তাঁহারই পুত্র, ইহাঁকে এরূপ শাস্তি দেওয়া তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম হইতেছে না। ইনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, প্রজারূপে তোমার গুরু দ্রোণাচার্য্যও ততদিন সংসারে থাকিবেন। বিশেষতঃ ইহার জননী তোমার গুরুপত্নী,তিনি আজ জীবিত রহিয়াছেন, পুত্রশোক যে কি দুর্ব্বিষহ তাহা আমি বিলক্ষণ জানিয়াছি, অতএব তোমার গুরুপত্নীকে আর সে শোকসাগরে নিমগ্ন করিও না। তিনি বীর-প্রসবিনী বলিয়া স্বামিসহ অনুমৃতা হয়েন নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! গুরুকুল সর্ব্বদা পূজ্য, বন্দনীয় ও কৃপার ভাজন, সে কুলকে দুঃখিত করা তোমার যোগ্য কর্ম্ম নহে, অতএব হে মহামতি! এরূপ নিন্দনীয় কার্য্য করিও না, তোমার গুরু-পত্নী যদি আমার ন্যায় পুত্রশোকে অজস্র অশ্রুপাত করেন, তাহা হইলে তাঁহার এক একটী অশ্রুতে আমাদের বহু অধর্ম্ম হইবে। দ্রৌপদীর বাক্যে ভীমসেন ক্রোধারক্ত নয়নে বলিলেন, "কৃষ্ণে! তুমি কোন্ প্রাণে ইহাকে ক্ষমা করিতে বলিতেছ? এই দুষ্ট, পামর নারকী ব্রাহ্মণ অবশ্যই বধার্হ,-ইহাকে বধ করিলে, এ ব্যক্তি দুস্তর নরক হইতে নিস্তার পাইবে। তোমার বিচারে এ কিসে বধের অযোগ্য হইল, বুঝিতে পারিলাম না। এই দুষ্ট চুরি করিয়া যে তোমার সর্ব্বজনপ্রিয়, সুদর্শন, কোমল কোরক তুল্য নির্দ্দোষী সুপ্ত শিশু গণকে বধ করিল, ইহাতে উহার ও উহার প্রভুর কি লাভ হইল? কৃষ্ণে! এ কখনই কৃপার পাত্র নহে, অবশ্যই ইহাকে বিনাশ করা উচিত।" ভীম এই বলিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, দ্রৌপদী আকুল-হৃদয়ে ভীমসেনের হস্ত যুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, "বীর! এই গুরুপুত্র আমাদের অপকারী হইলেও ইহাঁর অপকার উপেক্ষনীয়, আমি জীবিত থাকিতে কখনই তোমাকে এই অধর্ম্ম্য কার্য্যে লিপ্ত হইতে দিব না।" দ্রৌপদীর এই সুশীলতা ও ক্ষমা দর্শনে ধনঞ্জয় মহা সন্তুষ্ট হইলেন; সুশীলা প্রিয়তমা সকল সময়েই রম্যা। দ্রৌপদীর এই আচরণে সাত্যকি, নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ এবং উপস্থিত অন্যান্য স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিলেন। দ্রৌপদীর এই আচরণে কঠিনহৃদয় ভীমের মনও মুগ্ধ হইয়া গেল, চন্দ্রের কৌমুদী রাশি কাহাকে না আনন্দিত করে? দ্রৌপদীর করুণা, ক্ষমা ও সুশীলতা আজ অশ্বত্থামাকে নিরাপদ করিল, তিনি উন্মুক্তবন্ধন ও উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া লজ্জাবনত মুখে পাণ্ডব শিবির হইতে প্রস্থান করিলেন।

দেবী কৃষ্ণে! ধন্য তোমার ক্ষমা, তুমি মানুষী হইয়াও তোমার অতুলনীয় গুণ সমূহে দেবী হইয়াছ। দেবি! তুমি আর একবার এ ভারত ভূমিতে অবতীর্ণা হইয়া আমাদিগকে ধর্ম্ম ও ক্ষমা শিক্ষা দাও। সুশীলে, তুমি যে সকল গুণে ভারতবাসীর

নিকট দেবী হইয়াছ, তোমার সেই সকল গুণ—সেই দুঃখকষ্ট-সহিষ্ণুতা, সেই নিরালস্য, সেই সাম্রাজ্ঞী হইয়াও রন্ধনে পারদর্শিতা—সেই গুরুজন সেবা—সেই ভোজন করাইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের তৃপ্তি সাধন করা—সেই করুণা, সেই ধর্ম্ম নীতিজ্ঞতা—সেই রাজনীতিজ্ঞতা—সেই সংসারের আয় ব্যয় হিসাব রাখিয়া স্বামীর সাহায্য করা—সেই দানশীলতা আর সর্ব্বোপরি তোমার সেই ক্ষমা আমাদিগকে শিক্ষা দাও। আজ গাউন বডি-পরিহিতা, দাস দাসী সেবিতা, স্বর্ণভূষণে পুতলীর ন্যায় সজ্জিতা হইয়া বাস্তবিক আমরা মাটীর পুতুলের ন্যায় অকর্ম্মণ্য ও গৃহ সজ্জারূপে অবস্থিতি করিতেছি, গুণবতি! তুমি তোমার গুণ সমূহে আমাদিগকে শিক্ষিতা কর, তাহা হইলে আমরা আর কালিকলমের নিকট—পুস্তকের পাতার নিকট শিক্ষা করিতে চাহিব না। যদি তোমার সমস্ত গুণগুলির শিক্ষা না দাও, তবে তোমার ক্ষমা গুণটী আমাদের শিক্ষা দাও, যাহাতে আমরা বহু পরিবার একান্নভুক্ত থাকিয়াও পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারি। কু, রা।

পদ্মিনীর প্রাসাদ। *

এই কি চিতোর রাজপুরী হায়?
শত শত বীর জনমি যথায়
যুঝি প্রাণ পণে স্বদেশের তরে,
বিজয় লভিয়ে যবন সমরে,
যশস্বী ইহল জগতের মাঝ!
সে চিতোর—দশা একি হেরি আজ?
রাজপুরী যেন গভীর বিজন,
দিবসেতে সেথা চরে শিবাগণ।
অশিব আরব শুনি মাঝে মাঝে,
চমকি উঠিছে বিজন সমাজে!
বন্য পাখী বসি শাখীর শাখায়,
বিলাপের গান গাইছে সেথায়।
নীরবে একাকী বসি নিরজনে—
চিতোরের চিন্তা করি মনে মনে,
ঘুমে অচেতন—দেখিনু স্বপন :—
রম্য হর্ম্ম্যপরে রমণী রতন
পতিব্রতা সতী রূপেতে যাঁহার
আলো করিয়াছে সে পুরী আবার!

এক—

পাপীষ্ঠ যবন—ইন্দ্রিয়ের দাস
দাঁড়ায়ে রয়েছে সে প্রাসাদ পাশ,
নিরখিবে কারে?—সেই লালসায়
চেয়ে আছে যেন চিত্রার্পিতপ্রায়।
জঘন্য বাসনা—পাশব প্রকৃতি
বিনাশিতে আজ অবতীর্ণা সতী।
কহিলা ডাকিয়ে শোন্ নরাধম!
রাজপুত নারী যবনের যম!
এই দেখ চেয়ে করে খর অসি
নাশিব নিশ্চয় সমরেতে পশি।

আজ—

মিটাইব তোর ইন্দ্রিয়-লালসা
অসির আঘাতে,—জীবনের আশা

* গত বৈশাখ সংখ্যার চিত্র দেখ।

বিসর্জ্জন দে, জনমের তরে ;
নাহি পরিত্রাণ পদ্মিনীর করে,
দেশে ফিরে যাবি কিরে দুরাচার ?
শুনি সে নিনাদ ভীম গরজন,
আতঙ্কে শিহরি উঠিছে যবন !
কাঁপে থর থর—তরাসেতে প্রাণ
যেন ওষ্ঠাগত ! করিছে প্রয়াণ
আপন শিবিরে—দিল্লির সম্রাট,
গণি পরমাদ —বিষম বিভ্রাট !
সিংহিনীরে হেরি শৃগাল যেমন
প্রাণভয়ে দূরে করে পলায়ন,
এল বুঝি ওই?—ফিরে ফিরে চায়
চাহিয়ে আবার উর্দ্ধশ্বাসে ধায়—
আবাসের পানে, তেমতি যবন
আপন শিবিরে করিছে গমন,
শঙ্কাত্মা উড়িছে সতীর ডরে !
সতীর কটাক্ষে ভস্ম হয় পাপ,
পাপীষ্ঠের মনে তাই অনুতাপ ;
নিজ পাপ স্মরি মরমেতে হত।
জাগিছে হৃদয়ে কৃত পাপ যত।
তুষানলে যেন দহিছে হৃদয়
পাপের দংশনে দুষ্ট দুরাশয়।
ছাড়্‌ ছাড়্‌ ছাড়্‌ কুবাসনা ভার,
সতীর কোপেতে নাহিক নিস্তার !
অসুর নাশিতে অমরা ছাড়ি,
আসিলা মরতে রাজপুত নারী।
'সতীর জয়' গাও শত মুখে
ভারত সন্তান ফুলাইয়া বুকে।
সতীত্বের খনি—ভারত রমণী
জ্বলন্ত চিতায় পশিলা অমনি।
হয়—
পাছে কলুষিতা যবন করে॥

বাদন প্রণালী।

পিয়ানোফোর্ট এবং হারমোনিয়ম।

বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে পিয়ানো ও হারমোনিয়ম অত্যুৎকৃষ্ট। এই দুই প্রকার যন্ত্র বাদন করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না, এই জন্য সভ্যদেশে স্ত্রীলোকেরা এই যন্ত্র দুইটি ভাল বাসে। এই দুই যন্ত্রের সারাণা অর্থাৎ চাবী বা পর্দ্দাগুলি একইরূপে সজ্জিত থাকে ; প্রভেদ এই যে পিয়ানোর মধ্যে তার থাকে, সেই তারে আঘাত লাগিয়া স্বর নির্গত হয়, আর হারমোনিয়মে বায়ুর যোগ লাগিয়া উহার মধ্যস্থ রীডের চুম্বির দ্বারা স্বর নির্গত হয়।

বাদন প্রণালী।

পিয়ানো যন্ত্রের চাবীতে আঘাত করিলে বাদিত হয়, আর হারমোনিয়ম যন্ত্রে দুই পদের দ্বারা ভস্ত্রা বা জাঁতা সঞ্চালন করিলে বাদিত হয়। জাঁতা সঞ্চালনের সময় প্রথমতঃ দুই পার্শ্বের দুইটী চাবী স্পর্শ করিয়া বাম পদের দ্বারা

চাপ দিতে হয়, পরে দক্ষিণ পদের দ্বারা দক্ষিণ দিকের জাঁতা পেষণ করিতে হয়, কিন্তু কোন চাবী না ধরিয়া জাঁতা পেষণ করিলে হারমোনিয়ম এককালে নষ্ট হইয়া যায়।

সপ্তস্বরের প্রকরণ।

সংগীত শাস্ত্রে ধ্বনি সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া স্বর বা সুর নামে আখ্যাত হইয়াছে। স্বরের নাম যথা;—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ। এই সমস্ত স্বর সাধিবার সৌকর্য্যার্থ ইহাদের আদ্য অক্ষরগুলি ব্যঞ্জক স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা— সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি।

স্বরগ্রাম।

একটী সুর হইতে অন্য সুরের যে দূরতা তাহাকে সাঙ্গীতিক অন্তর বলে। সা সুর হইতে ক্রমে সাত সুর অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করাকে অনুলোম বা আরোহী বলে, আর ঐ প্রণালীতে নিম্নে আগমন করিলে বিলোম বা অবরোহী কহে। সুরের পরম্পরাগত আনুলোমিক কিম্বা বৈলোমিক ক্রম অর্থাৎ শ্রেণীকে স্বরগ্রাম বা সারগম কহে। যথা সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি; কিম্বা নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা।

সপ্তক প্রকরণ।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী সুরকে একত্রে সপ্তক কহে। কোন সুর হইতে তাহার সপ্তম সুর পর্য্যন্ত সুরের যে উচ্চতা বা গম্ভীরতা, তাহাকেও সপ্তক কহে। এক সপ্তকে সঙ্গীতের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, ইহা অপেক্ষা আরও গম্ভীর অর্থাৎ চড়া সুর সর্ব্বদা আবশ্যক হয়। সাতটীর অধিক সুর নাই, সুতরাং আবশ্যক মত গম্ভীরতর স্বরগ্রাম অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর।

স্বরগ্রামের পরস্পর কোন দুইটী সুরের মধ্যগত ব্যবধানকে গ্রামিক অন্তর কহে যথা, সা হইতে ঋ, ঋ হইতে গ ইত্যাদি। নিম্ন সা হইতে উচ্চ সা পর্য্যন্ত আটটী সুরের মধ্যগত যে সাতটী অন্তর, তাহারা পরস্পর সমান নহে যথা, সা হইতে ঋ পূর্ণস্বর, ঋ হইতে গ পূর্ণস্বর, গ হইতে ম অর্দ্ধস্বর, ম হইতে প পূর্ণস্বর প হইতে ধ পূর্ণস্বর, ধ হইতে নি পূর্ণস্বর, এবং নি হইতে উচ্চ সা অর্দ্ধস্বর।

উক্ত নিয়মে পাঁচটী পূর্ণ ও দুইটী অর্দ্ধস্বরের যোগে যে সপ্তক প্রস্তুত হয়, তাহাকে শুদ্ধ স্বরগ্রাম বা সরল ঠাট কহে। উক্ত পাঁচটী পূর্ণ অন্তরের প্রত্যেকের মধ্যে এক একটী করিয়া আর পাঁচটী পর্দ্দা বসাইলে, তাহা হইতে যে পাঁচটী সুরের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে বিকৃত অর্থাৎ কড়ি বা কোমল স্বর কহে। যথা কোমল ঋ, কোমল গ, কড়ি ম, কোমল ধ ও কোমল নি। একটী সপ্তকের মধ্যে পাঁচটী বিকৃত স্বর